# Bangladesh Affairs

# (A Complete Solution for Jobs)

pdf made BY- Tanbir Ahmed

**অটোমেটিক স্ক্রলের মাধ্যমে ই-বুক পড়ার জন্যঃ**

আপনার আপনার ই-বুক বা pdf রিডারের Menu Bar এর View অপশনটি তে ক্লিক করে Auto /Automatically Scroll অপশনটি সিলেক্ট করুন (অথবা সরাসরি যেতে Ctrl + Shift + H ) এবার ↑ up Arrow বা ↓ down Arrow তে ক্লিক করে আপনার পড়ার সুবিধা অনুসারে স্ক্রল স্পীড ঠিক করে নিন।

সূচিপত্রের জন্য আপনার ই-বুক রিডারের বামপাশের স্লাইড বারের বুকমার্ক মেনু ওপেন করুন..

আপনার মোবাইল ই-বুক রিডারের নিচের অপশন বারের বুকমার্ক[Bookmarks]

অথবা [Content of Book] মেনু ওপেন করুন...

tanbircox.blogspot.com

## বাংলাদেশ পরিচিতি

☆ বাংলাদেশের সর্বমোট সীমারেখা ৪৭১২ কি.মি. (সূত্র: মাধ্যমিক ভূগোল) অথবা ৫১৩৮ কি.মি. (সূত্র: বিজিবি).

☆ বাংলাদেশের উপকূলের দৈর্ঘ্য ৭১৬ কি.মি. (সূত্র: মাধ্যমিক ভূগোল) অথবা ৭১১ কি.মি. (সূত্র: বিজিবি).

☆ বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা মোট ৩২টি। ভারতের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের জেলা ৩০টি এবং মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের জেলা ৩টি। ভারত এবং মিয়ানমার উভয় দেশের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের একমাত্র জেলা রাঙামাটি।

☆ বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের রাজ্য ৫টি। যথা- আসাম, মিজোরাম, ত্রিপুরা, মেঘালয় এবং পশ্চিমবঙ্গ।

☆ বাংলাদেশের ভিতরে ভারতের ১১১টি ছিটমহল আছে এবং ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ছিটমহল আছে ৫১টি।

☆ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ তাজিংডং বা বিজয় (উচ্চতা: ১২৩১ মিটার)।

☆ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পাহাড় হলো গারো পাহাড়।

☆ কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত পৃথিবীর বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত (দৈর্ঘ্য: ১২০ কি.মি.)।

☆ বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ হলো সেন্টমার্টিন (আয়তন ৮ বর্গ কি.মি.) যা বাংলাদেশের সবচেয়ে ছোট ইউনিয়ন।

☆ বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ি দ্বীপ মহেশখালী (আয়তন ২৬৮ বর্গ কি.মি.)।

☆ বাংলাদেশে নদীর সংখ্যা প্রায় ৭০০টি (সূত্র: মাধ্যমিক ভূগোল); ৩১০টি (সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেটবুক)।

☆ বাংলাদেশের দীর্ঘতম, প্রশস্ততম এবং গভীরতম নদী হচ্ছে মেঘনা।

☆ যমুনা নদীতে সবচেয়ে বেশি চর আছে।

☆ কর্ণফুলি হলো বাংলাদেশের সবচেয়ে খরস্রোতা নদী।

☆ বাংলাদেশ এবং মিয়ানমারকে বিভক্তকারী নদী হচ্ছে নাফ এবং বাংলাদেশে এবং ভারতকে বিভক্তকারী নদী হচ্ছে হাড়িয়াভাঙ্গা (সুন্দরবন)।

☆ হিমালয় পর্বতের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে পদ্মা নদীর উৎপত্তি।

☆ আসামের নাগা মনিপুর পাহাড়ের দক্ষিণে লুসাই পাহাড় থেকে মেঘনা নদীর উৎপত্তি।

☆ তিব্বতের হিমালয়ের কৈলাশ শৃঙ্গের নিকটে মানস সরোবর হ্রদ থেকে ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তি।

☆ বাংলাদেশের বৃহত্তম বিল ওচলনবিলহ।

☆ বাংলাদেশের শীতলতম স্থান সিলেটের শ্রীমঙ্গল এবং উষ্ণতম স্থান নাটোরের লালপুর।

# এক নজরে বাংলাদেশ

| | |
|---|---|
| উৎপত্তি | বঙ্গ-বাঙ্গালা-বাঙ্গালা-সুবাহ-ই-বাঙালা-পূর্ববঙ্গ-পূর্ব পাকিস্থান-বাংলাদেশ |
| স্বাধীনতা লাভ | ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ |
| সরকারী নাম | গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ (ঞযব চবড়ঢ়ষবহং জবঢ়ঁনষরপ ড়ভ ইধহমষধফবংয) |
| রাজধানী | ঢাকা |
| বাণিজ্যিক রাজধানী | চট্টগ্রাম |
| রাষ্ট্র ভাষা | বাংলা |
| রাষ্ট্র ধর্ম | ইসলাম (১৯৮৮ থেকে অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে) |
| ধর্ম (জনসংখ্যা) | মুসলমান ৮৯.৭%, হিন্দু ৯.২%, বৌদ্ধ ০.৭%, খৃষ্টান ০.৩%, অন্যান্য ০.১% (আদম শুমারী-২০০১) |
| আয়তন | ১,৪৭,৫৭০ কিঃমিঃ/ ৫৬,৯৯৭ বর্গ মাইল |
| আয়তনে বিশ্ব | ৯০ তম |
| সরকার পদ্ধতি | সংসদীয় সরকার পদ্ধতি (বহু দলীয় গণতন্ত্র ও এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা) |
| ভৌগলিক অবস্থান | ২০° ৩৪র্ থেকে ২৬°৩৮র্ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১র্ থেকে ৯২°৪১র্ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। |
| সীমানা | উত্তর ভারতের পশ্চিম বঙ্গ, মেঘালয় ও আসাম রাজ্য; পূর্বে আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম ও মায়ানমার; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে বঙ্গ অবস্থিত। |
| সীমান্ত দৈর্ঘ্য | মোট সীমান্ত দৈর্ঘ্য ৫১৩৮ কি. মি। এর মধ্যে মোট স্থলসীমা ৪৪২৭ কি.মি এবং সমুদ্র উপকূলের দৈর্ঘ্য ৭১১ কি.মি। ভারতের সাথে মোট সীমান্ত দৈর্ঘ্য ৪১৫৬ কি,মি এবং মায়ানমারের সাথে সীমান্ত দৈর্ঘ্য ২৭৯ কি.মি। অমীসাংসীত সীমান্ত- ৬.১ কি. মি (সূত্র: ইউজ) |
| ভারত-বাংলাদেশের নদী সীমান্ত | ১৮৫ কি.মি |
| বাংলাদেশের অভ্যন্তরে | ১১১টি। |
| ভারতের ভেতরে বাংলাদেশের ছিটমহল | ৫১ টি |
| সীমান্ত জেলা | ৩২ টি। |
| বিভাগ | ৭টি। |
| জেলা | ৬৪ টি |
| উপজেলা | ৪৮৩ টি |

tajulmoy.blogspot.com

| | |
|---|---|
| ইউনিয়ন | ৪,৮৮৪টি |
| গ্রাম | ৮৭,৩১৯ টি |
| সিটি কর্পোরেশন | ৬টি |
| মোট জনসংখ্যা | ১২,৯২,৪৭,২৩৩ জন (২০০১ আদম শুমারী) বর্তমানে ১৬ কোটি ২২ লক্ষ জাতিসংঘের হিসাব অনুসারে (১১ মার্চ ২০০৯ সাল)। ১৪.৪২ লক্ষ (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-০৯) |
| জনসংখ্যায় বিশ্বে | ৭ম (মুসলিম বিশ্বে ৩য়, এশিয়ায় ৫ম, সার্কভুক্ত ৩য়)। |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.৪৮% আদম শুমারী ২০০১, ১.২৬ (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-০৯) |
| মানুষের গড় আয়ু | ৬৬.৭ বছর (অর্থনৈতিক সমীক্ষা) |
| মাথাপিছু আয় | ৬৯০ মার্কিন ডলার |
| মাথাপিছু বৈদেশিক ঋণ | ১৩,০০০ (তের হাজার) টাকা। |
| জলবায়ু | নাতিশীতোষ্ণ ও সমভাবাপন্ন |
| বার্ষিক গড়তাপমাত্রা | ২৫.৭০° সে. (শীতকালে ১৭.৮° এবং গ্রীষ্মকালে ২৭.৮°) |
| বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত | ২৩০ সে.মি |
| মোট নদ-নদী | ২৩০ টি |
| ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র | ৪টি (বেতবুনিয়া, তালিবাবাদ, মহাখালি, সিলেট) |
| আবহাওয়া কেন্দ্র | ০৪টি (ঢাকা, পতেঙ্গা, কক্সবাজার, খেপুপাড়া)। |
| সাক্ষরতার হার | ৬৫.৫% (ব্যানবেইস রিপোর্ট ৭+). ৬৩% (অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ০৯) |
| স্থানীয় সময় | গ্রীনিচ মান সময়+৬ ঘণ্টা |
| প্রধান শস্য | ধান, গম, চা, তামাক, আলু ইত্যাদি |
| প্রধান আমদানি দ্রব্য | খাদ্য সামগ্রী, অপরিশোধিত তৈল, শিল্পের কাঁচামাল, কলকব্জা, রাসায়নিক, ইকুইপমেন্ট খুচরা যন্ত্রাংশ, সার, ভোজ্য তৈল ইত্যাদি। |
| প্রধান রপ্তানি দ্রব্য | তৈরি পোষাক, কাঁচা পাট ও পাটজাত সামগ্রী, চা, চামড়া, হিমায়িত চিংড়ি, ইউরিয়া, নিউজপ্রিন্ট, মসলা প্রভৃতি। |
| আন্তজার্তিক মাতৃভাষার মর্যাদা লাভ | ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ (ইউনস্কো, প্যারিস) |
| ক্রিকেটে টেস্ট স্ট্যাটাস লাভ | ২৬ জুন ২০০০ |
| স্থুল মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে) | ৬.৩ জন (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-০৯) |
| স্থুল জন্মহার (প্রতিহাজারে) | ২০.৯ জন (অর্থনৈতিক সমীক্ষা ০৯) |
| মাথাপিছু জমির পরিমাণ | ০.২৫ একর (১৯৯১) |

banglaboi.blogspot.com

| | |
|---|---|
| সর্ব দক্ষিণের জেলা | কক্সবাজার |
| সর্ব উত্তরের জেলা | পঞ্চগড় |
| সর্ব পশ্চিমের জেলা | চাঁপাই নবাবগঞ্জ |
| সর্বপূর্বের জেলা | বান্দরবান |
| সবচেয়ে উত্তরের থানা | তেতুলিয়া, পঞ্চগড় |
| সবচেয়ে উত্তর পূর্ব কোণের থানা | জকিগঞ্জ (সিলেট) |
| সবচেয়ে দক্ষিণের থানা | টেকনাফ, কক্সবাজার। |
| সবচেয়ে দক্ষিণ পশ্চিমে কোণের থানা | শ্যামনগর, (সাতক্ষিরা) |
| সবচেয়ে পূর্বের থানা | থানচি (বান্দরবন) |
| সবেচেয়ে পশ্চিমের থানা | শিবগঞ্জ (নবাবগঞ্জ) |
| সবচেয়ে উত্তরের স্থান | বাংলা বান্ধা (তেতুলিয়া, পঞ্চগড়) |
| সর্ব দক্ষিণের স্থান | ছেঁড়াদ্বীপ, (কক্সবাজার) |
| সর্ব পূর্বের স্থান | আখানইঠং |
| সর্বপশ্চিমের স্থান | মনাকশা |
| সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত | সিলেট জেলার লালখালে (৬৩৭.৫ সে,মি) |
| সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাত | নাটোর জেলার লালপুর (১১৭.৫ সে,মি) |
| উষ্ণতম মাস | এপ্রিল |
| শীতলতম মাস | জানুয়ারী |
| শীতলতম স্থান | শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার। |
| উষ্ণতম স্থান | লালপুর, নাটোর |
| সমুন্দবন্দর | ২টি, চট্টগ্রাম ও মংলা (প্রস্তাবিত ৩য় সমুদ্র বন্দর সোনাদিয়া) |
| আন্তজার্তিক বিমান বন্দর | ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিমান বন্দর |
| দেশী সংবাদ সংস্থা | ইউ,এন,বি বাসস |
| সবচেয়ে বেশী ঘনবসতিপূর্ণ জেলা | ঢাকা |
| সবচেয়ে কম ঘনবসতিপূর্ণ জেলা | বান্দরবন (৬৫ জন প্রতি বর্গ কি.মি.) |

anbirsoft.blogspot.com

# ছিটমহল সমূহ

☆ বাংলাদেশের ভিতরে ভারতের ছিট মহল রয়েছে ১১১টি। ভারতের ভেতরে বাংলাদেশের ছিটমহল রয়েছে ৫১ টি।

☆ ভারতের সব চাইতে বেশি ছিটমহল রয়েছে বাংলাদেশের লালমনিরহাট জেলায় (৫৯টি) পঞ্চগড়ে ৩৬টি, কুড়িগ্রামে ১২টি, নীলফামারি ৪টি।

☆ বাংলাদেশের সবকটি ছিটমহলই ভারতের পশ্চিমে বঙ্গের কুচবিহার জেলার অর্ন্তগত।

☆ দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ছিটমহল বাংলাদেশের লালমনিরহাট জেলায় অবস্থিত। দহগ্রামের আয়তন হচ্ছে ৩৫ বর্গ মাইল।

# সীমান্তবর্তী এলাকা

## সমূহের অবস্থান

| এলাকা | অবস্থান |
|---|---|
| পাদুয়া | সিলেট |
| জৈমত্মাপুর | সিলেট |
| জকিগঞ্জ | সিলেট |
| রৌমারি | কুড়িগ্রাম |
| দহগ্রাম | লালমনিরহাট |
| পাটগ্রাম | লালমনিরহাট |
| বেনাপোল | যশোর |
| চিলাহাটী | নীলফামারী |
| হালুরঘাট | ময়মনসিংহ |
| বিলোনিয়া | ফেনী |
| বেরুবাড়ী | পঞ্চগড় |
| হাতীবান্ধা | লালমনির হাট |
| কলারোয়া | সাতক্ষীরা |
| ভেড়ামারা | কুষ্টিয়া |
| বড়লেখা | মৌলভীবাজার |
| চুনারুঘাট | হবিগঞ্জ |

## স্থলবন্দর

| এলাকা | অবস্থান |
|---|---|
| বেনাপোল | যশোর |
| সোনা মসজিদ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ |
| হিলি স্থল বন্দর | দিনাজপুর |
| ভোমরা স্থল বন্দর | সাতক্ষীরা |
| কসবা স্থল বন্দর | বি-বাড়ীয়া |
| বুড়িমারী স্থল বন্দর | লালমনিরহাট |
| বাংলাবান্ধা স্থল বন্দর | পঞ্চগড় |
| হাতীবান্ধা স্থল বন্দর | লালমনিরহাট |
| দর্শনা | চুয়াডাঙ্গা |
| বিরল | দিনাজপুর |
| হালুয়াঘাট | ময়মনসিংহ |
| তামাবিল | সিলেট |
| আখাউড়া | ব্রাহ্মণবাড়িয়া |
| টেকনাফ | কক্সবাজার |
| বিলোনিয়া | ফেনী |

tanbircox.blogspot.com

সব ধরনের ই-বুক ডাউনলোডের জন্য
MyMahbub.Com

# আবহাওয়া ও জলবায়ু

☆ ভৌগলিকভাবে বাংলাদেশ ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত।

☆ বাংলাদেশের জলবায়ু সমভাবপন্ন

☆ কর্কটক্রানন্ত রেখা বাংলাদেশের উপর দিয়ে গেছে। এটি ঝিনাইদহ থেকে ঢাকা দিয়ে কুমিলা জেলার উপর দিয়ে চলে গেছে।

☆ দক্ষিণ-পশ্চিমে মৌসুমী বায়ুর প্রভাব বর্ষাকালে বাংলাদেশের প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

☆ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হয় সিলেটের লালখান আর সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাত হয় নাটোরের লালপুরে।

☆ বাংলাদেশের সবচেয়ে উষ্ণতম জেলা রাজশাহী এবং সবচেয়ে উষ্ণতম স্থান নাটোরের লালপুর। অন্যদিকে বাংলাদেশের সবচেয়ে শীতলতম জেলা সিলেট এবং শীতলতম স্থান শ্রীমঙ্গল।

☆ বাংলাদেশের সবচেয়ে উষ্ণতম মাস এপ্রিল সবচেয়ে শীতলতম মাস জানুয়ারি।

☆ বাংলাদেশে মোট ৬টি ঋতু। বাংলাদেশে মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত গ্রীষ্ম, জুন থেকে অক্টোরব পর্যন্ত বর্ষাকাল, নভেম্বর থেকে জানুয়ারী থেকে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত শীতকাল।

☆ ঢাকার আগারগাঁয়ে অবস্থিত বাংলাদেশে আবহাওয়া অফিস প্রতিরক্ষা মন্ত্রানালয়ের অধিনে।

☆ বাংলাদেশর বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২০৩ সে.মি।

☆ সবচেয়ে বড় দিন ও ছোট রাত্রি হচ্ছে ২৩ জুন। সবচেয়ে ছোট দিন ও বড় রাত্রি হচ্ছে ২২ ডিসেম্বর এবং দিবারাত্রি সমান ২১ মার্চ ও ২৩ সেপ্টেম্বর।

☆ আবহাওয়া কেন্দ্র ৪টি (ঢাকা, পতেঙ্গা, কক্সবাজার, খেপুপাড়া)

☆ আবহাওয়া অধিদপ্তর- ঢাকার আগারগাঁও, বাতিঘর-কুতুবদিয়া

☆ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর-প্রতিরক্ষা মন্ত্রাণালয়ের অধীন

☆ ঘূর্ণিঝড় ও দূর্যোগের ক্ষেত্রে বাংরাদেশের একমাত্র পূর্বাভাস কেন্দ্র- ঝচঅজঝঙ

☆ দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা বুর‍্যে প্রতিষ্ঠা- ১৯৯৩

☆ কালবৈশাখী ঝড়ের কারণ-উত্তর পশ্চিম বায়ু

☆ ইধহমষধফবংয ঊহারৎড়হসবহঃ গধহধমবসবহঃ ঋড়ৎধস (ইঊগঋ) বাংলাদেশ পরিবেশ বিষয়ক সংগঠন।

☆ ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ের পর বাংলাদেশের মার্কিন যে ট্রান্সফোর্স আসে তার নাম ছিল- অপারেশন সি এঞ্জেল

☆ এ যাবতকালে দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল- ১৯৭২ সালের ১৮মে, ৪৫.১ ডিগ্রি সে. (রাজশাহীতে)

☆ বাংলাদেশের শীতকালের বৈশিষ্ট্য- শুষ্ক আবহাওয়া, কম বৃষ্টিপাত, প্রচুর শাকসবজি পাওয়া যায়

☆ আবহাওয়া দপ্তর কমপক্ষে কতঘন্টা পূর্বে বিপদ সংকেত দেয়?- আঘাত হানার পর ১৮ ঘন্টা পূর্বে।

# নদ-নদী

শাখা প্রশাখা সহ বাংলাদেশে নদ-নদী সংখ্যা ৭০০ না থাকলে ২৩০ টি।

☆ বাংলাদেশের আন্ত:সীমান্ত নদী রয়েছে ৫৭ টি। এর মধ্যে ভারত বাংলাদেশে অভিন্ন নদীর সংখ্যা ৫৪টি এবং মায়ানমার বাংলাদেশ অভিন্ন নদী হচ্ছে তিনটি।

☆ বাংলাদেশ ভারতকে বিভাজনকারী নদী হচ্ছে হাড়িয়াভাঙ্গা এবং বাংলাদেশ মায়ানমারকে বিভক্তিকারী নদী হচ্ছে নাফ।

☆ বাংলাদেশের সব চেয়ে দীর্ঘতম নদী মেঘনা, সবচেয়ে প্রশস্ত নদী, মেঘনা এবং সবচেয়ে খরস্রোতা নদী কর্ণফুলী।

banglarcox.blogspot.com

☆ বাংলাদেশ হতে ভারতে প্রবেশকারী একমাত্র নদী কুলিক।

☆ বাংলাদেশের প্রধান নদী বন্দর- নারায়ণগঞ্জ

☆ নদ-২টি (ব্রহ্মপুত্র, কপোতাক্ষ)

☆ উৎপত্তিস্থলে মেঘনার নাম-বরাক নদী

☆ নদী সমূহ যেভাবে প্রবাহিত- সর্পিল/বিনুনি গতিতে

☆ ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখা- যমুনা

☆ তিস্তানদী বাংলাদেশে প্রবেশ করছে নীলফামারী জেলার মধ্য দিয়ে ১৭৮৭ সালে ভূমিকম্পের কারণে ব্রহ্মপুত্র বিভক্ত হয়ে যমুনা নদীর সৃষ্টি পদ্মা- গঙ্গা নদীর শাখা নদী

☆ পদ্মা নদীর শাখা নদী- কপোতাক্ষ

☆ যে নদী বাংলাদেশের ভেতরে দুভাবে বিভক্ত হয়ে কিছুদূর প্রবাহিত হয়ে পুনরায় মিলিত হয়- মেঘনা

☆ মেঘনা নদী পতিত হয়- বঙ্গোপসাগরে

☆ বাংলাবান্ধা যে নদীর তীরে অবস্থিত-মহানন্দা

☆ ভূমিকম্পের কারণে ১৭৮৭ সালে যে নদীর স্রোত পরিবর্তন হয়ে যমুনা নদীতে পতিত হয়- পুরাতন ব্রাহ্মপুত্র

☆ এক কিউসেক-প্রতি সেকেন্ডে ১ ঘনফুট পানির প্রবাহ

☆ মংলা বন্দর-পশুর নদীর তীরে (বাগের হাট জেলায়)

☆ চট্টগ্রাম বন্দর- কর্ণফুলি নদীর মোহনায়

## বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নদ-নদীঃ

☆ যে নদীতে জোয়ার-ভাঁটা হয় না- গোমতী, কুমিল্লা

☆ যে নদীতে পাশাপাশি দুই রং এর স্রোত দেখা যায়- যমুনা

☆ বাংলাদেশের একমাত্র খরস্রোতা নদী- কর্ণফুলি

☆ যে নদীতে বাঁধ দিয়ে কৃত্রিম হ্রদ তৈরী করা হয়েছে- কর্ণফুলি

☆ প্রাকৃতিক মৎস প্রজনন ক্ষেত্র কোনটি?- হালদা নদী (চট্টগ্রাম)

☆ বাংলাদেশে উৎপন্ন হয়ে বাংলাদেশেই সমাপ্ত নদী- সাংগু ও হালদা।

☆ যে নদীর মানুষের নামে রাখা হয়েছে- রূপসা (রূপসালাল সাহার নামে)

☆ সুরমা ও কুশিয়ারা মিলিত হয়ে নাম ধারণ করেছে- কালনি

☆ নাফ নদীর দৈর্ঘ্য- ৫৬ কি.মি

☆ দীর্ঘতম নদ- ব্রহ্মপুত্র

☆ দীর্ঘতম নদী- মেঘনা

☆ প্রশস্ততম নদী- মেঘনা

☆ যমুনা নদীর পূর্বনাম ছিল- জোনাই

☆ বাংলাদেশের গভীরতম নদী- মেঘনা।

☆ বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম নদী- গোবরা (৪ কি.মি)

banglainfo.blogspot.com

# বিভিন্ন নদীর বর্তমান নাম ও পূর্ব নাম

| এলাকা | অবস্থান |
|---|---|
| যমুনা | জোনাইনদী |
| বুড়িগঙ্গা | দোলাই নদী/ দোলাই খাল |
| ব্রহ্মপুত্র | লৌহিত্য |
| পদ্মা | কীর্তিনাশা |

# নদ-নদীর মিলনস্থল

| মিলিত নদ-নদী | স্থান | নামধারণ |
|---|---|---|
| পদ্মা+যমুনা | গোয়ালন্দা | পদ্মা |
| পদ্মা+মেঘনা | চাঁদপুর | মেঘনা |
| পুরাতন ব্রহ্মপুত্র+মেঘনা | ভৈরববাজার | মেঘনা |
| তিস্তা+ব্রহ্মপুত্র | কুড়িগ্রাম | ব্রহ্মপুত্র |
| সুরমা+কুশিয়ারা | হবিগঞ্জ | কালনি |

# নদ/উপনদী/শাখানদী/ প্রশাখা

| নদী | উপনদী | শাখা নদী | প্রশাখা |
|---|---|---|---|
| পদ্মা | মহানন্দা টাঙ্গন, পূণর্ভবা, নাগর, কুলিক | ভৈরব, মাথাভাঙ্গা, আড়িয়াল খাঁ ইছামতি, গড়াই, কুমার, বড়াল | পশুর, মধুমতি, কপোতাক্ষ |
| মেঘনা | গোমতি, কংশ, সোমেশ্বরী | তিতাস, ডাকাতিয়া | |
| ব্রহ্মপুত্র | তিস্তা | পুরাতন বৃহ্মপুত্র | বুড়িগঙ্গা |
| যমুনা | করতোয়া, ধরলা, সুবনসিঁড়ি, হুরাসাগর | ধলেশ্বরী | শীতলক্ষ্যা |
| তিসত্মা | পুনর্ভবা, আত্রাই, করতোয়া | | |
| গোমতী | ডাকাতিয়া | ঊড়ি | |
| আত্রাই | ফকিরনী, বড়াল, করতোয়া | | |
| ভৈরব | কপোতাক্ষ, ইছামতি | বেতনা | |
| মহানন্দা | পুনর্ভবা, নাগর, টাঙ্গন | | |
| কর্ণফুলী | কাসালং, মইনী, চিংড়ি, রানখিয়াং | শাইলখ বোয়ালখালী | |

banbirdx.blogspot.com

# নদ-নদীর উৎপত্তিস্থল

| নদ-নদী | উৎপত্তিস্থল |
|---|---|
| পদ্মা | হিমালয়ের গাঙ্গোত্রী হিমবাহ |
| ব্রহ্মপুত্র | তিববতের মানস সরোবর |
| মেঘনা | আসামের নাগা ও মনিপুর পাহাড় |
| কর্ণফুলী | আসামের লুসাই পাহাড়ের লংলেহ উপতাক্য |
| সাঙ্গু | পার্বত্য ত্রিপুরা পাহাড় |
| করতোয়া | সিকিমের পার্বত্য অঞ্চল |
| ফেণী | পার্বত্য ত্রিপুরা পর্বত |
| মাতামুহুরী | লামার মইভার পর্বত |
| হালদা | খাগড়াছড়ির বদনাতলী পর্বত |
| যমুনা | কৈলাশ শৃঙ্গের মাসন সরোবর হ্রদ থেকে |

# নদ-নদীর প্রবেশ মুখ

| নদ-নদী | যে জেলার সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশশ করেছে |
|---|---|
| পদ্মা | চাঁপাই নবাবগঞ্জ |
| মেঘনা (সুরমা ও কুশিয়ারা) | সিলেট |
| ব্রহ্মপুত্র | নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম |
| ইাফ | টেকনাফ, কক্সবাজার |
| কর্ণফুলী | রাঙ্গামাটি |
| সাঙ্গু, মাতামহুরী | বান্দরবন |
| তিস্তা | নীলফামারী |

tahiroox.blogspot.com

# কোন্ শহরে/ জেলা কোন্ নদীর তীরে

| জেলা/শহর | নদী |
|---|---|
| ঢাকা | বুড়িগঙ্গা |
| কুমিলা | গোমতী |
| সিরাজগঞ্জ | যমুনা |
| ময়মনসিংহ | পুরাতন ব্রহ্মপুত্র |
| চাঁদপুর | মেঘনা |
| নারায়ণগঞ্জ | শীতলক্ষ্যা |
| বগুড়া | করতোয়া |
| চট্টগ্রাম | কর্ণফুলী |

| | |
|---|---|
| সিলেট | সুুরমা |
| খুলনা | ওূপসা |
| রংপুর | তিস্তা |
| কুষ্টিয়া | গড়াই |
| বরিশাল | কীর্তনখোলা |
| মুন্সিগঞ্জ | ধলেশ্বরী |
| গাজীপুর | তুরাগ |
| পঞ্চগড় | করতোয়া |
| রাজবাড়ী | পদ্মা |
| রাজশাহী | পদ্মা |
| মাদারীপুর | পদ্মা |
| ঝালকাঠি | বিশখালী |
| কুড়িগ্রাম | অরলা |
| এংলা | ঈশুর |
| পটুয়াখালী | ঈায়রা |
| নাটোর | আত্রাই |
| গোয়ালন্দা | পদ্মা |
| কুষ্টিয়া | গড়াই |
| ফেঞ্চুগঞ্জ | কুশিয়ারা |
| পঞ্চগড় | করতোয়া |
| বাংলাবান্ধা | মহানন্দা |
| যশোর | কপোতাক্ষ |
| দিনাজপুর | পূণর্ভবা |
| টঙ্গী | তুরাগ |
| কক্সবাজার | ইাফ |
| লালবাগের কেলা | বুড়িগঙ্গা |
| মেহেরপুর | ইছামতি |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ইছামতি |
| জিয়া সার কারখানা | মেঘনা |

teachercox.blogspot.com

সব ধরনের ই-বুক ডাউনলোডের জন্য
MyMahbub.Com

# পাহাড়-পর্বত ও উপতাক্য

- ☆ বাংলাদেশের পাহাড় সমূহ টাইসিয়ারী যুগে গঠিত হয়।
- ☆ বাংলাদেশের সবচেয়ে বৃহত্তম ও উঁচু পাহাড় ময়মনসিংহের গারো পাহাড় (৬১০ মি. ২০০০ ফুট)
- ☆ কুলাউড়া পাহাড় মৌলভীবাজার জেলায় অবস্থিত। এখানে ইউরোনিয়াম পাওয়া গেছে।
- ☆ চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে চন্দ্রনাথের পাহাড় অবস্থিত। এটি হিন্দুদের একটি তীর্থ স্থান।
- ☆ লালমাই পাহাড় অবস্থিত কুমিলায়।
- ☆ চিম্বুক পাহাড় অবস্থিত বান্দরবনে।
- ☆ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ- বিজয় তাজিংডং উচ্চতা- ৪০৩৯ ফুট (১২৩১ মিটার), অবস্থান- বান্দরবান।
- ☆ ২য় উচ্চতম শৃঙ্গ- কেউক্রাডং (বান্দরবন)
- ☆ চন্দ্রনাথ পাহাড়- সীতাকুন্ড (হিন্দুদের তীর্থস্থান)
- ☆ বাংলাদেশের পাহাড় গুলোর গড় উচ্চতা- ২০৫০ ফুট।
- ☆ বাংলাদেশের পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে- পেটটেকটোনিক প্রক্রিয়ায়
- ☆ বাংলাদেশের পাহাড় কোন শ্রেণীর?- ভাঁজ পর্বত শ্রেণীর
- ☆ লালমাই পাহাড়ের আয়তন- ৩৩.৬৫ বর্গ কি.মি ও গড় উচ্চতা- ১৫ মিটার।
- ☆ খাগড়াছড়ি পাহাড়ের উঁচু পাহাড়- আলু ঢিলা।
- ☆ বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড় বেষ্টিত দ্বীপ- মহেশখালি
- ☆ বাংলাদেশের পাহাড় গুলো মূলত- বেলে পাথর, সেলপাথর ও কর্দম দ্বারা গঠিত।
- ☆ বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব এলাকায় পাহাড়গুলো "আরকান ইয়োমা" পর্বতের শ্রেণী ভুক্ত।
- ☆ পাইয়োস্টোসিন যুগের পাহাড়- লালমাই ও গারো পাহাড়
- ☆ উত্তর পূর্বাঞ্চলের পাহাড় সমূহের স্থানীয় নাম- ঢিলা
- ☆ দেশের বৃহত্তম ইকো পার্ক যে পাহাড়ে অবস্থিত- সিতাকুন্ড পাহাড়ে।
- ☆ কালাপাহাড় বলে খ্যাত বা পাহাড়ের রাণীও বলা হয়- চিম্বুক পাহাড়।
- ☆ চট্টগ্রাম শহরের সর্বোচ্চ পাহাড়- বাটালি পাহাড়।

tanbircox.blogspot.com

## উলেখযোগ্য কয়েকটি উপতাক্যর অবস্থান

| উপত্যকা | অবস্থান |
|---|---|
| বলিশিয়া ভ্যালি | মৌলভীবাজার |
| হালদা ভ্যালি | খাগড়াছড়ি |
| সাঙ্গু ভ্যালি | চট্টগ্রাম |
| মাইনীমুখ ভ্যালী | রাঙ্গামাটি |
| ভেঙ্গী ভ্যালী | রাঙ্গামাটি |
| নাপিতখালি ভ্যালি | কক্সবাজার |

সব ধরনের ই-বুক ডাউনলোডের জন্য
MyMahbub.Com

# ঝরনা ও জলপ্রপাত

☆ বাংলাদেশের শীতল পানির ঝরনা অবস্থিত কক্সবাজার হিমছড়ি পাহাড়ে।

☆ চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড চন্দ্রনাথ পাহাড়ে গরম পানির ঝরনা রয়েছে।

☆ দেশের একমাত্র জলপ্রপাত হচ্ছে মৌলভীবাজার জেলায় মাধবকুন্ড জলপ্রপাত। এটি উৎপত্তি হয়েছে বড় লেখা উপজেলার পাথরিয়া পাহাড় থেকে। এটির উচ্চতা ২৫০ ফুট।

# হাওড়, বিল ও চর

☆ বাংলাদেশের সবচাইতে বেশি হাওড় আছে সুনামগঞ্জে।

☆ বাংলাদেশের সবচাইতে বড় হাওড় সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়া হাওড়।

☆ হাকালুকি হাওড়ের অবস্থান মৌলভীবাজার জেলায়।

☆ হাইল হাওড় অবস্থিত- মৌলভীবাজার

☆ বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বিল চলন বিলের অবস্থান হচ্ছে পাবনা ও নাটোর জেলায়।

☆ বিল ডাকাতিয়ার অবস্থান খুলনা জেলায়।

☆ চলন বিলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদী- আত্রাই।

☆ তামাবিল- সিলেটে।

☆ বাংলাদেশের তিনটি বড় বিলের নাম- চলন বিল, ডাকাতিয়া ও তামা বিল।

☆ বাংলাদেশের মিঠা পানির মাছের প্রধান উৎস- চলন বিল।

☆ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় হাওড়- হাকালুকি, মৌলভীবাজার।

☆ বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশী হাওড়- সুনামগঞ্জে।

tanbircox.blogspot.com

# কতিপয় বিখ্যাত চরের অবস্থান

| চর | অবস্থান |
|---|---|
| চরফ্যাশন,চর নিউটন, জংলী, মনপুরা, চরজহির উদ্দিন চরতমিজ উদ্দিন, চর কুকড়িমুকড়ি | ভোলা |
| উড়ির চর, চরশ্রীজনী, চর শাহবানি | হাতিয়া, নোয়াখালী |
| চর গজারিয়া, চর আলেকজান্ডার | লক্ষীপুর |
| দুবলারচর, পাটনীর চর | সুন্দরবন |
| নির্মল চর | রাজশাহী। |
| মুহুরীর চর | ফেনী জেলা। |

# দ্বীপ সমূহ

☆ পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ- বাংলাদেশ।
☆ বাংলাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ ভোলা।
☆ বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ী দ্বীপ হচ্ছে মহেশখালী।
☆ বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন।
☆ বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণের দ্বীপ ছেঁড়াদ্বীপ।
☆ দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপের অপর নাম পূর্বাশা/ নিউমুর।
☆ নিঝুমদ্বীপ অবস্থিত মেঘনা নদীর মোহনায়।
☆ সেন্টমার্টিন দ্বীপের অন্য নাম- নারিকেল জিঞ্জিরা।
☆ মৃতপ্রায় ব-দ্বীপ- যশোর- কুষ্টিয়া অঞ্চল।
☆ কৃত্রিম উপায়ে বঙ্গোপসাগরের চর জাগানো সম্ভব- ক্রস ড্যাম পদ্ধতিতে।
☆ সন্দীপ বিখ্যাত- প্রাচীনকালে সামুদ্রিক জাহাজ তৈরী হতো বলে।
☆ দেশের বৃহত্তম ব-দ্বীপ- সুন্দর বন।
☆ নিঝুম দ্বীপ অবস্থিত- বঙ্গোপসাগরের উপকূলে।
☆ অসংখ্য দ্বীপ নিয়ে গঠিত বনাঞ্চল- সুন্দরবন।

# বিভিন্ন স্থানের পূর্বনাম, স্থাপত্য ও স্থপতি, বাংলাদেশের প্রথম এবং বাংলাদেশের বৃহত্তম

## বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান সমূহের বর্তমান ও পুরাতন নাম

| বর্তমান নাম | পুরাতন নাম |
|---|---|
| বরিশাল | চন্দ্রদ্বীপ |
| সিলেট | জালালাবাদ/ শ্রীহট্ট |
| সোনারগাঁও | সুবর্ণগ্রাম |
| কুমিলা | ত্রিপুরা |
| ঢাকা | জাহাঙ্গীর নগর/ ঢাবেক্কা |
| নোয়াখালী | সুধারাম/ ভুলুয়া |
| মহাস্থানগড় | পুন্ড্রবর্ধন |
| ময়মনসিংহ | নাসিরাবাদ |
| চট্টগ্রাম | ইসলামবাদ/ পোর্টগ্রান্ড |
| মুজিবনগর | বৈদ্যনাথতলা |
| দিনাজপুর | গন্ডোয়ানাল্যান্ড |
| খুলনা | জাহানাবাদ |
| কুষ্টিয়া | নদীয়া |

tanbircox.blogspot.com

| | |
|---|---|
| ফরিদপুর | ফাতেহাবাদ |
| ময়নামতি | রোহিতগিরি |
| বাগেরহাট | খলিফাবাদ |
| মুন্সিগঞ্জ | বিক্রমপুর |
| যশোর | খলিফাবাদ |
| চাঁপাই নবাবগঞ্জ | গৌড় |
| গাজীপুর | জয়দেবপুর |
| উত্তর বঙ্গ | বরেন্দ্র ভূমি |
| কক্সবাজার | ফালকিং |
| গণভবন | করতোয়া |
| গাইবান্ধা | ভবানীগঞ্জ |
| জামালপুর | সিংহজানী |
| শাহজালাল আন্তজার্তিক বিমান বন্দর | কুর্মিটোলা বিমান বন্দর |
| নোয়াখালী-কুমিলা জেলা | সমতট |
| ফেনী | শমসের নগর |
| রাঙামাটি | হরিকেল |
| শেরে বাংলা নগর | আইয়ুব নগর |
| সাভার | সাভাউর |
| সাতক্ষীরা | সাতঘারিয়া |

tanbircox.blogspot.com

## স্থাপত্য ও স্থপতি

| স্থাপত্য | স্থপতি | অবস্থান |
|---|---|---|
| জাতীয় স্মৃতি সৌধ | মাইনুল হোসেন | সাভার |
| কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার | সৈয়দ হামিদুর রহমান | ঢামেক |
| অপাজয় বাংলা | সৈয়দ আবদুলাহ খালেদ | ঢাঃবিঃ |
| দোয়ে লচত্বর | আজিজুল জলিল পাশা | কার্জন হল, ঢাঃ বিঃ |
| শাপলা চত্বর | আজিজুল জলিল পাশা | মতিঝিল, ঢাকা |
| সার্কফোয়ারা | নিতুন কুন্ডু | পান্থপথ, ঢাকা |
| সাবাস বাংলাদেশ | নিতুন কুন্ডু | রাঃ বিঃ |
| দুর্জয় | মৃনাল হক | রাজারবাগ, ঢাকা |
| শিশু পার্ক | সামসুল ওয়ারেস | শাহবাগ, ঢাকা |
| বায়তুল মোকারম | আবুল হোসেন মোঃ থারিয়ানী | ঢাকা |
| শাহজালাল আমত্মজার্তিক বিমান বন্দর | লারোস | কুর্মিটোলা, ঢাকা |
| কামলাপুর রেলস্টেশন | ববুই | কমলাপুর, ঢাকা |

| | | |
|---|---|---|
| গোল্ডেন জুবেলী টাওয়ার | মৃনাল হক | রাঃ বিঃ |
| জাগ্রত চৌরাঙ্গী স্মৃতি সৌধ | গাজীপুর | আব্দুর রাজ্জাক |
| তিন নেতার মাজার | ঢাকা | মাসুদ আহমেদ |
| মুজিব নগর স্মৃতি সৌধ | মেহেরপুর | তানভীর কবির |
| চেতনা ৭১ | কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন | মোঃ ইউনুছ |
| জাতীয় সংসদ ভবন | শেরে বাংলা নগর | লুই আইকান |
| জাতীয় জাদুঘর | শাহবাগ ঢাকা | মাহবুবুল হক ও মোসত্মফা কামাল |
| টি,এস,সি | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | কনস্টাইন ডক্সইডিস |
| দূরমত্ম | শিশু একাডেমী ঢাকা | সুলতানুল ইসলাম |
| নারী শিশু ও পুরুষ | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | হামিদুজ্জামান |
| বোটানিক্যাল গার্ডেন | মিরপুর চিড়িয়াখানা | সামসুল ওয়ারেস |
| বলাকা | মতিঝিল, ঢাকা | মৃণাল হক |
| মা ও শিশু | মুজিব হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | নভেরা আহমেদ |
| মুক্ত বাংলা | ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া | রশিদ আহমেদ |
| মিশুক | শাহবাদ, ঢাকা | হামিদুজ্জামান |
| রাজু স্মৃতি ভাস্কার্য | টি, এস,সি ঢাকা বিঃ | শ্যামল চৌধুরী |
| স্বোপার্জিত স্বাধীনতা | টি এস সি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | শামীম সিকদার |
| সংশপ্তক | জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় | হামিদুজ্জামান |
| ভাসানী নভোথিয়েটার | বিজয় স্মরণীর মোড় | আলী ইমাম |
| বিজয়-৭১ | কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ | শ্যামল চৌধুরী |
| ৭১ এর গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি | জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় | ভাস্কর রাশা |
| বীরের প্রত্যাবর্তন | বড্ডা, ঢাকা | সুদীপ্ত মলিক সুইডেন |

tanbircse.blogspot.com

## ম্যুরাল চিত্র

| নাম | শিল্পী |
|---|---|
| ওসমানী মিলনায়তন | আমিনুল ইসলাম |
| রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের সম্মুখে | শামীম সিকদার |
| শাহজালাল বিমান বন্দরের সম্মুখে | শামীম সিকদার |
| ঢাকা সেনানিবাস গেট নং- ৩ | শামীম সিকদার |
| বিজয় স্মরণীয় ম্যুরাল | আব্দুর রাজ্জাক |

# বাংলাদেশের প্রথম

| | |
|---|---|
| রাষ্ট্রপতি | শেখ মুজিবুর রহমান |
| অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি | সৈয়দ নজরুল ইসলাম |
| প্রধানমন্ত্রী | তাজউদ্দিন |
| পররাষ্ট্র মন্ত্রী | খন্দকার মোশতাক আহমেদ |
| স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী | এ.এই.এম কামরুজ্জামান |
| অর্থমন্ত্রী | ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী |
| সশস্ত্র বাহিনী প্রধান | জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী |
| স্পীকার (জাতীয় সংসদ) | মোহাম্মাদ উলাহ |
| স্পীকার (গণপরিষদ) | শাহ আব্দুল হামিদ |
| বাংলাদেশ ব্যাংকের গর্ভনর | এ.এন হামিদুলাহ |
| প্রধান বিচারপতি | এ.এস,এম সায়েম |
| এটর্নি জেনারেল | এম এইচ খন্দকার |
| নির্বাচিত মেয়র | মোহাম্মাদ হানিফ |
| মহিলা প্রধানমন্ত্রী | বেগম খালেদা জিয়া |
| পতাকা উত্তোলন | ২মার্চ ১৯৭১ (ঢা.বি) |
| সংসদ নির্বাচন | ৭ মার্চ ১৯৭৩ |
| প্রেসিডেন্ট নির্বাচন | ১৯৭৮ সাল |
| বাণিজ্য জাহাজ | বাংলার দূত |
| রণতরী | বি.এন.এস পদ্মা |
| মুদ্রা চালু | ৪মার্চ ১৯৭২ |
| বিমান চালু | ৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ |
| ভূ উপগ্রহ কেন্দ্র | বেতবুনিয়া, রাঙ্গামাটি |
| প্রথম পানি শোধন প্রকল্প | চাঁদনী ঘাট |
| বিশ্ববিদ্যালয় | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় |
| প্রধান নির্বাচন কমিশনার | বিচারপতি মোহাম্মাদ ইদ্রিস |
| ঢাকা সিটি কর্পোরেশন মেয়র | ব্যরিষ্টার আবুল হাসনাত |
| মহিলা পাইলট | কানিজ ফাতিমা রোকসানা |
| মহিলা ব্যারিস্টার | মিসেস রাবেয়া ভুঁইয়া |
| মহিলা নোটারী পাবিলক | কামরুন নাহার লায়লী |
| ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি | পি জে হার্টস |
| বাংলা ছায়াছবি | মুখ ও মুখোশ |
| বিমানবাহিনী প্রধান | এ কে খন্দকার |
| বিরোধী দলীয় মহিলা নেত্রী | শেখ হাসিনা |
| মহিলা সচিব | জাকিয়া আকতার |

tanbircox.blogspot.com

| | |
|---|---|
| মহিলা বিগ্রেডিয়ার | সুরাইয়া রহমান |
| উপজাতীয় রাষ্ট্রদূত | শরবিন্দু মেখর চাকমা |
| নিরক্ষর মুক্ত গ্রাম | কচুবাড়ী, কৃষ্টপুর, ঠাকুরগাঁও |
| নিরক্ষরমুক্ত জেলা | মাগুরা |
| বিশ্বকাপ ক্রিকেট অংশগ্রহণ | সপ্তম বিশ্বকাপ, ১৯৯৯ সালে |
| মহিলা কুটনীতিক | তহমিনা হক ডলি (১৯৮২ সালে শ্রীলংকায় নিযুক্ত) |
| মহিলা মুসলিম অভিনেত্রী | বনানী চৌধুরী |
| আদমশুমারি | ১৯৭৪ সালে |
| অভিনেত্রী | পূর্ণিমা সেনগুপ্ত |
| ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপমহাদেশীয় ভিসি | স্যার এ এফ রহমান |
| বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশকারী কুটনীতিক | কে এম শাহাবুদ্দীন ও আমজাদুল হক |
| মহিলা রাষ্ট্রদূত | মাহমুদা হক চৌধুরী |
| মহিলা কাষ্টমস কমিশনার | হাসিনা খাতুন |
| জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক | শামীম কবির |
| মহিলা করকমিশনার | ফৌরদৌস আরা বেগম |
| টেবলয়েড পত্রিকা | দৈনিক মানবজমিন |
| হাইকোর্টের মুসলিম বিচারপ্রতি | সৈয়দ মাহমুদ |
| ঢাকা বাংলার রাজধানী | ১৬১০ সালে (জাহাঙ্গীর নগর) |
| ক্যাডেট কলেজ ১৯৫৮) | ফৌজদারহাট ক্যাডেট৬ কলেজ |
| টেলিভিশন কার্যক্রম শুরু | ১৯৬৪ সালে |
| রঙিন টেলিভিশন চালু | ১ ডিসেম্বর ১৯৮০ |
| ডিজিটাল টেলিফোন চালু | ৪ জানুয়ারী ১৯৯০ |
| বাংলাদেশ বিমান সংস্থা গঠন | ১৯৭২ সাল |
| অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা | ১০ এপ্রিল ১৯৭১ |
| অস্থায়ী সরকারের শপথ | ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ (মুজিব নগর) |
| ব্যাংকিং মহিলা ব্যবস্থাপক | আনিসা হামিদ |
| বাংলাদেশ ব্যাংকে মহিলা মহাব্যবস্থাপক | নাজনীন সুলতানা |
| গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন | ১০ এপ্রিল ১৯৭২ |
| বিদেশী ক্রিকেট দলের জয় | স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে (১৯৯৯) |
| প্রথম মহিলা বিচারপতি | নাজমুন আরা সুলতানা |
| জাতীয় ফুটবলের অধিনায়ক | জাকারিয়া পিন্টু |
| ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমকারী | ব্রজেন দাশ |
| ১৯৭১ সালে শত্রুমুক্ত জেলা | যশোর |
| বাংলা বেতার প্রচারিত নাটক | কাঠ ঠোকরা |

tanbircox.blogspot.com

| | |
|---|---|
| বাংলাদেশ স্বীকৃতি দানকারী প্রথম দেশ | ভারত (৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) |
| মহিলা প্রো ভিসি | ডঃ তহমিনা বেগম (ঢা. বি) |
| পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রথম মহিলা চেয়ারম্যান | ডঃ তহমিদা বেগম |
| বৃহত্তম বেসরকারী ইপিজেড | কোরিয়ান ইপিজেড বাংলাদেশলিমিটেড |
| প্রথম সম্মানসূচক নাগরিকত্ব লাভ | কাজী নজরুল ইসলাম ৯ ডিসেম্বর ১৯৭৪ |
| ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ডি.এস.সি ডিগ্রী প্রদান | ১৯৯২ সালে |
| মহিলা এডিসি | বেগম ফারুকুন্নেসা (বগুড়া) |
| প্রথম মহিলা বীর প্রতীক | ডাঃ সিতারা বেগম (সেনাবাহিনী) |
| প্রথম বিদেশী বীর প্রতিক | ডবিই, এ এস ওয়াডার ল্যান্ড |
| প্রথম বাংলা ডিজিট্যাল স্যাটেলাইট টিভি | চ্যানেল আই |
| প্রথম মহিলা এস.পি | বেগম রওশন আরা |
| প্রথম ওয়ানডে সেঞ্চরী | মেহরাব হোসেন অপি |
| প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী | আমিনুল ইসলাম বুলবুল |
| প্রথম ইকো পার্ক | সিতাকুন্ড |
| প্রথম টেস্ট দলের অধিনায়ক | নাইমুর রহমান দুর্জয় |
| প্রথম আমত্মজার্তিক একদিনের ম্যাচ জয় | কেনিয়ার বিরুদ্ধে ১৬ মে ১৯৯৮ |
| বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রথম খেলা | নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৭ মে ১৯৯৯ |
| বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রথম অধিনাক | আমিনুল ইসলাম বুলবুল |
| প্রথম সংবিধান সংশোধনী | ১৫ জুলাই ১৯৭৩ সালে |
| প্রথম স্টক এক্সচেঞ্জ | ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ |
| প্রথম জি.ই.পি ডাক সার্ভিস শুরু হয় | ১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ |
| বাংলাদেশ প্রথম ইএমএস এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস) শুরু হয় | ২৭ এপ্রির, ১৯৯২ সালে |
| প্রথম বে-সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় |
| বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী আফ্রিকান দেশ | সেনেগাল, ১ ফেব্রুয়ারী ১৯৯২ |
| প্রথম চায়ের চাষ হয় (বাণিজ্যিক ভাবে) | সিলেটের মালনীছড়ায় |
| বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম ইউরোপীয় দেশ | পোল্যান্ড |
| বাংলাদেশকে স্বীকৃতদানকারী অনারব মুসলিম দেশ | মালয়েশিয়া ২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২, ইন্দোনেশিয়া ২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ |
| প্রথম নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি (জণগণের ভোটে নির্বাচিত) | জিয়াউর রহমান ৩ জুন ১৯৭৮ |

banglainternet.blogspot.com

| | |
|---|---|
| প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক | ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ১৯৮৩ |
| প্রথম পতাকা উত্তোলনকারী | আ স ম আবদুর রব (২মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) |
| প্রথম পাঁচ টাকার ধাতব মুদ্রা চালু | ১ অক্টোবর, ১৯৯৫ |
| পি,এ,সির প্রথম চেয়ারম্যান | ডঃ এ, কিউ,এম বজলুর করিম |
| সারদা পুলিশ একাডেমির প্রথম অধ্যক্ষ | মেজর চেলসি |
| বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতানী যুগের সূচনা করেন | ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ্ |
| মার্কিন প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে বাংলাদেশের কোন প্রধানমন্ত্রী প্রথম সরকার প্রধান হিসাবে যুক্তরাষ্ট সফর করেন | শেখ হাসিনা |
| বাংলাদেশের জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে | ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪ |
| বাংলাদেশের প্রথম কবে সিটিবিটি অনুমোদন করে | ৭ মার্চ ২০০০ |
| বাংলাদেশে স্থাপিত প্রথম বেসরকারী ব্যাংক | আরব- বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড |
| বায়তুল মোকারমকে প্রথম জাতীয় মসজিদ হিসাবে ঘোষণা করা হয় | ১৯৮২ সালে |
| বাংলাদেশ প্রথম সাইবার সিটি স্থাপিত হয় | সিলেটে |
| ঢাকা আগরতলা রুটে প্রথম পরীক্ষামূলক বাস সার্ভিস চালু হয় | ২৫ ডিসেম্বর, ২০০০ |
| বাংলাদেশে প্রথম দৃষ্টিহীন আইনজীবী | এ পি পি খাদেমুল ইসলাম |
| বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল কম্পিউটার পত্রিকার নাম | আইটিকম |
| বাংলাদেশের প্রথম উপকুলীয় গ্যাসক্ষেত্র | সাংগু গ্যাসক্ষেত্র |
| প্রথম বিশ্বে শিক্ষা সম্মেলনে বাংলাদেশের পক্ষে যোগদান করেন | সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেন মুহাম্মাদ এরশাদ |
| বাংলাদেশের প্রথম অলিম্পিকে অংশগ্রহণ | ১৯৮৪ সালে লস এঞ্জেলস |
| জাতিসংঘ ফারাক্কা বিষয় প্রথম উত্থাপিত হয় | ১৯৭৬ সালে |
| বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ | সোভিয়েত ইউনিয়ন (২৫ জানুয়ারী, ১৯৭২) |
| বাংলাদেশের কোন জেলায় প্রথম সৌরবিদ্যুৎ পৌঁছায় | দিনাজপুর |
| সর্বপ্রথম জাতীয় সংগীত প্রকাশিত হয় | বঙ্গ দর্শন পত্রিকায় |
| বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব | নবাব মুর্শিদ কুলী খান |

tanbircox.blogspot.com

| | |
|---|---|
| বাংলাদেশের প্রথম টেষ্ট আম্পায়ার হলো | আখতার উদ্দিন শাহীন এবং শওকতুর রহমান |
| বাংলাদেশ মহিলা প্রথম দেশের বাহিরে অন্য কোন দেশের সংসদ সদস্য হন | সায়রা খাতুন (নরওয়েতে নির্বাচিত হয়েছেন) |
| প্রথম যাদুঘর | বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর |
| বাংলাদেশের মানচিত্র প্রথমে আঁকেন | মেজর জেমস রেনেল |
| জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু | ১৯৭৩ সালের ৭ এপ্রিল |
| বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শপথ নেন | ১৯৯১ সালের ২০ মার্চ শপথ নেন |
| প্রথম ফ্লাইভার | খিলগাঁও, ঢাকা |
| প্রথম সিনেমা হল | গুলিসত্মান |
| প্রথম বাঙ্গালী এভারেষ্ট বিজয়ী | লে: কমান্ডার সত্যব্রত ধাম (ভারতীয় নৌ-বাহিনীর অফিসার) |
| প্রথম রাবার বাগান | বামু, কক্সবাজার |

# বাংলাদেশের বৃহত্তম, ক্ষুদ্রতম, দীর্ঘতম, উচ্চতম, শ্রেষ্ঠতম

## বাংলাদেশের বৃহত্তম

- ☆ বৃহত্তম সমুদ্র বন্দর- চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর।
- ☆ বৃহত্তম মসজিদ হচ্ছে বায়তুল মোকাররম মসজিদ।
- ☆ বৃহত্তম জাদুঘর- জাতীয় জাদুঘর।
- ☆ বৃহত্তম বিমান বন্দর হচ্ছে- হযরত শাহজালাল বিমান বন্দর।
- ☆ বৃহত্তম গ্রন্থাগার হচ্ছে- পাবলিক লাইব্রেরী।
- ☆ বৃহত্তম পার্ক রমনা পার্ক
- ☆ বৃহত্তম উদ্যান হচ্ছে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান।
- ☆ বৃহত্তম রেলওয়ে জাংশন হচ্ছে ঈশ্বরদী জাংশন।
- ☆ বৃহত্তম বাঁধ- কাপ্তাই।
- ☆ বৃহত্তম পানি সেচ প্রকল্প- তিসত্মা প্রকল্প।
- ☆ বৃহত্তম বিল- চলন বিল।
- ☆ বৃহত্তম শহর- ঢাকা।
- ☆ বৃহত্তম রেল স্টেশন- কমলাপুর রেল স্টেশন
- ☆ বৃহত্তম কাগজ কল- খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল।
- ☆ বৃহত্তম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র- ভেড়ামারা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র
- ☆ বৃহত্তম দ্বীপ- ভোলা
- ☆ বৃহত্তম গ্রাম- বানিয়াচং (এশিয়ার বৃহত্তম)
- ☆ বৃহত্তম বিভাগ- চট্টগ্রাম।

tanbircox.blogspot.com

- বৃহত্তম সার কারখানা (সরকারী)- যমুনা সার কারখান, জামালপুর
- বৃহত্তম সার কারখান (বেসরকারী)- কাফকো, চট্টগ্রাম
- বৃহত্তম হাসপাতাল- ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল।
- বৃহত্তম স্টেডিয়াম- জাতীয় স্টেডিয়াম।
- বৃহত্তম ব্যাংক- বাংলাদেশ ব্যাংক
- বৃহত্তম সিনেমা হল- মণিহার (যশোর)
- বৃহত্তম বাণিজ্যিক জাহাজ- বাংলার দূত
- বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র- কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র।
- বৃহত্তম গ্যাস ক্ষেত্র- তিতাস, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
- বৃহত্তম হোটেল- সোনারগাঁও
- বৃহত্তম জেলা- রাঙ্গামাটি (৬১১৬ বর্গ. কি.মি)
- বৃহত্তম থানা (আয়তনে) - শ্যামনগর (সাতক্ষীরা)
- বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- বৃহত্তম বনভূমি (একক)- সুন্দরবন।
- বৃহত্তম বনভূমি (যৌথ)-চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চল
- বৃহত্তম চিড়িয়াখান- মিরপুর চিড়িয়াখান
- বৃহত্তম নদ- বৃহ্মপুত্র।
- বৃহত্তম পাহাড়- গারো পাহাড়।
- বৃহত্তম হাওড়- হাকালুকি, মৌলভী বাজার
- বৃহত্তম চক্ষু হাসপাতাল- চট্টগ্রাম চক্ষু হাসপাতাল
- বৃহত্তম ব-দ্বীপ অঞ্চল- সুন্দরবন
- বৃহত্তম তফসীল ব্যাংক- সোনালী ব্যাংক।
- বৃহত্তম সড়ক সেতু- যমুনা সেতু।
- বৃহত্তম রেল সেতু- যমুনা সেতু (২য় হার্ডিঞ্জ ব্রীজ)
- বৃহত্তম ঘন্টা- রামুনাথ বৌদ্ধবিহার ঘণ্টা
- বৃহত্তম জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত কারখানা- খুলনা শিপউয়ার্ড
- বৃহত্তম অফিস- বাংলাদেশ সচিবালয়
- বৃহত্তম থানা (জনসংখ্যায়)- বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।
- বৃহত্তম স্মৃতিসৌধ- জাতীয় স্মৃতিসৌধ, সাভার।
- বৃহত্তম মন্দির- ঢাকেশ্বরী মন্দির
- বৃহত্তম সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র- বাংলা একাডেমী
- বৃহত্তম চিনিকল (আয়তন)- কেরু এন্ড কোং, দর্শনা, কুষ্টিয়া
- বৃহত্তম চিনিকল (উৎপাদনে) জয়পুরহাট চিনিকল
- বৃহত্তম বিভাগ (জনসংখ্যায়)- ঢাকা।
- বৃহত্তম জেলা (আয়তনে)- রাঙ্গামাটি (৬১১৬ বর্গ কি.মি)
- বৃহত্তম নদী (দৈর্ঘ্যে) সুরমা (৩৯৯ কি.মি)
- বৃহত্তম নদী (প্রশস্থে) - মেঘনা
- বৃহত্তম মেডিকেল কলেজ- ঢাকা মেডিকেল কলেজ

tanbircox.blogspot.com

☆ বৃহত্তম নৌ-বন্দর- নারায়ণগঞ্জ
☆ বৃহত্তম রেডিও স্টেশন- রামপুরা (ঢাকা)
☆ বৃহত্তম সমাধিস্থল- আজিমপুর, ঢাকা।
☆ বৃহত্তম শহীদ মিনার- কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, ঢাকা।
☆ বৃহত্তম ই.পি.জেড- চট্টগ্রাম ই.পি.জেড
☆ বৃহত্তম যুদ্ধ জাহাজ- ডি ডবিউ ২০০০ এইচ (বিএনএস বঙ্গবন্ধু)
☆ বৃহত্তম বৈদ্যুতিক তার তৈরির কারখানা- ইষ্টার্ণ ক্যাবলস, চট্টগ্রাম
☆ বৃহত্তম সিগারেট কোম্পানি- বৃটিশ-আমেরিকান টোবাকো কোম্পানি (বিটিসি)
☆ বৃহত্তম পশু- হাতি।

## ক্ষুদ্রতম

☆ বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম ইউনিয়ন- সেন্টমার্টিন
☆ বিভাগ সিলেট (১২৫৯৬ বর্গ কি.মি)
☆ জেলা মেহেরপুর (৭১৬ বর্গ কি.মি)
☆ থানা (আয়তনে)- সূত্রাপুর/ কোয়াতলী, ঢাকা।
☆ ক্ষুদ্রতম থানা (জনসংখ্যায়)- রাজস্থলী, রাঙামাটি।
☆ গ্যাস ক্ষেত্র- বেগমগঞ্জ,নোয়াখালী
☆ সেচ প্রকল্প- পি এন ডি সেচ প্রকল্প
☆ রেল ষ্টেশন- ফতেহাবাদ, চট্টগ্রাম

## দীর্ঘতম

☆ বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদ- ব্রহ্মপুত্র।
☆ দীর্ঘতম সড়ক সেতু- যমুনা সেতু।
☆ বাংলাদেশের তথা বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত হচ্ছে- কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত।
☆ দীর্ঘতম সংসদ- সপ্তম জাতীয় সংসদ।

## উচ্চতম

☆ বাংলাদেশের উচ্চতম বৃক্ষ হচ্ছে বৈলাম বৃক্ষ।
☆ বাংলাদেশের উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ- তাজিন ডং (৪০৩৯ ফুট, ১২৩১ মিটার বান্দরবন)
☆ বাংলাদেশের উচ্চতম পাহাড়- গারো পাহাড়, ময়মনসিংহ।
☆ বাংলাদেশের উচ্চতম দালান- বাংলাদেশ ব্যাংক ভবন (নির্মাণাধীন সিটি সেন্টার, ৩৭ তলা)
☆ বাংলাদেশের উচ্চতম ভাস্কর্য- স্বাধীনতার সংগ্রাম, ঢাকা।

banglabircox.blogspot.com

# বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ

☆ শ্রেষ্ঠ কবি- কাজী নজরুল ইসলাম
☆ শ্রেষ্ঠ আধুনিক কবি- শামসুর রাহমান ও আল মাহমুদ
☆ শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি- সুফিয়া কামাল
☆ শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ ড. মুহাম্মাদ শহীদুলাহ
☆ শ্রেষ্ঠ কার্টুনিষ্ট- রফিকুন্নবী (রণবী)
☆ শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার- জহির রায়হান।
☆ শ্রেষ্ঠ স্থপতি- এফ, আর, খান
☆ শ্রেষ্ঠ জাদুকর- জুয়েল আইচ
☆ শ্রেষ্ঠ দাবাড়ু- গ্রান্ড মাস্টার নিয়াজ মোর্শেদ
☆ শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত সাধক- ওসত্মাদ আলাউদ্দিন খাঁ
☆ শ্রেষ্ঠ পলী কবি- জসীম উদ্দীন
☆ শ্রেষ্ঠ কাঠ খোদাই শিল্পী- অলক রায়
☆ শ্রেষ্ঠ সাতারু- ব্রজেন দাশ
☆ শ্রেষ্ঠ ফুটবলার- যাদুকর সামাদ
☆ শ্রেষ্ঠ পর্যটন কেন্দ্র- কক্সবাজার
☆ শ্রেষ্ঠ মহিলা দাবাড়ু- রাণী হামিদ
☆ শ্রেষ্ঠ ভাস্কর- শামীম শিকদার
☆ শ্রেষ্ঠ শুটার- সাবরিন সুলতানা
☆ শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী- শাবানা
☆ শ্রেষ্ঠ নির্মাতা- জহিরুল ইসলাম
☆ শ্রেষ্ঠ সংগীত শিল্পী- মরহুম আববাস উদ্দিন
☆ শ্রেষ্ঠ মহিলা সংগীত শিল্প- রুনা লায়লা
☆ শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী- ড. কুদরত ই খুদা
☆ শ্রেষ্ঠ চিত্রকর- মরহুম শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন।

# জেনে রাখা প্রয়োজন:

১. "রুপসী বাংলাদেশ" হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে- সোনার গাঁয়ের যাদুঘর এলাকাকে।
২. মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের তিনটি জেলার সীমানা রয়েছে। (বান্দরবন, রাঙ্গামাটি ও কক্সবাজার জেলার)।
৩. বাংলাদেশ বরিশাল বিভাগের সাথে ভারতের কোন সীমামত্ম সংযোগ নেই।
৪. বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের ইউনিয়ন- সেন্টমার্টিন [দেশের সবচেয়ে ছোট ইউনিয়ন]।
৫. ভারত কর্তৃক দখলকৃত "পাদুয়া" নামক স্থানটি সিলেট সীমামেত্ম অবস্থিত।
৬. বাংলাদেশের সীমামত্মবর্তী ভারতের জেলা- ১০ টি (মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, চবিবশ পরগণা, মালদহ, বীরভূম, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, বাহারামপুর, কৃষ্ণনগর, বারাসাতে)।
৭. ঢাকার প্রতিপাদ স্থান- চিলির নিকট প্রশামত্ম মহাসাগরে।
৮. বাংলাদেশের বর্তমানে নৌ থানা ৪টি (হাইমচর, জুমসারা, কাইলসি ও বাহাদুরাবাদ)।
৯. ঢাকা শহর অবস্থিত- ৯০ ক্র ২০র্ পূর্ব দ্রাঘিমায়।

tanbircox.blogspot.com

১০. বাংলাদেশের পাদদেশীয় সমভূমি এলাকা- রংপুর, দিনাজপুর।

১১. টাইগার পাস অবস্থিত- চট্টগ্রামে।

১২. তালপট্টি দ্বীপ অবস্থিত- হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মোহনায় (শ্যামনগর, সাতক্ষীরা)।

১৩. জাহাজমারা- নোয়াখালী জেলার সর্বদক্ষিণের ইউনিয়ন

১৪. তেতুলিয়া ও টেকনাফ অবস্থিত- পঞ্চগড় ও কক্সবাজার জেলায়

১৫. বৈরাগীর চালা- গাজীপুর জেলায় শ্রীপুরে অবস্থিত, ইংল্যান্ডের রাণীর আগমনের জন্য বিখ্যাত।

১৬. বাংলাদেশের সীমামত্ম হতে ফারাক্কা বাঁধের দূরত্ব- ১৬.৫ কি.মি।

১৭. আগুনে মুখো- পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা থানার উত্তরে পাঁচটি নদীর মিলিত স্থান। ঝড়ের সময় নদীর ঢেউগুলো রক্তির বর্ণ ধারণ করে।

১৮. "জঙ্গলবাড়ী দূর্গ" অবস্থিত কিশোরগঞ্জ জেলায়।

১৯. দেশের প্রথম বর্ণমালার ইলেট্রিক বই "কথক লিপি" তৈরী করেছেন- প্রকৌশলী মাসুদ আহমেদ সরকার।

২০. চট্টগ্রাম "ডিসি হিল" পার্কের বর্তমান নাম- নজরুল স্কোয়ার।

২১. সোমপুর বিহার প্রতিষ্ঠা করেন- ধর্মপাল।

২২. বৈরাগীর ভিটা অবস্থিত- বগুড়ায়।

২৩. দেশের সর্বোচ্চ শহীদ মিনার অবস্থিত জাহাঙ্গীরনগরে বিশ্ববিদ্যালয় (এর উচ্চতা ২৪. ফুট, ব্যাস ৫১ ফুট, স্থপতি রবিউল হুসাইন)।

২৫. অতীশ দীপাঙ্কর বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ জেলার লোক ছিলেন।

২৬. গারো ক্যাপিটাল বলা হয়- নেত্রকোনা জেলার দূর্গাপুর উপজেলাকে।

২৭. "নজরুল মঞ্চ" ও "নজরুল চত্বর" অবস্থিত- বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে।

২৮. রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাসে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিসত্মম্ভের নাম- রক্ত সোপান।

২৯. মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান- ঈবহঃৎধষ ঘধঃরড়হধষ গড়যধসবফযধহ অংংড়পরধঃরড়হ.

৩০. জাতিসংঘের যে দু'টি শক্তিশালী দেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের বিরোধীতা করে- চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

৩১. যে সাহিত্যিক মুক্তিযুদ্ধের অবদানের জন্য "বীর প্রতিক" খেতাবে লাভ করে- আব্দুস সাত্তার।

# বাঙালি জাতির আবির্ভাব

☆ বাংলা শব্দের উৎপত্তি হয়- 'বঙ' থাদু থেকে, 'বঙ' হল প্রাচীন কালে এ অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী।

☆ 'বঙ' জনগোষ্ঠীর মানুষের বসবাসের ফলে এ অঞ্চলের নাম হয় 'বঙ্গভূমি'

☆ 'বঙ্গ নামের প্রথম উলেখ পাওয়া যায়- ঐতরেয় আরণ্যেক নামক গ্রন্থের ২-১-১ শোকে।

☆ 'বঙ' জনগোষ্ঠী মানুষের বাসভূমি ছিল- ভাগীরথী নদীর পূর্ব তীর থেকে আসামের পশ্চিমাঞ্চল।

☆ এ অঞ্চলের না 'বাংলা' নামকরণ করেন- সুলতান ইলিয়াস শাহ।

☆ বর্তমান বাঙালি জাতির পরিচয়- শংকর জাতি।

☆ বাংলা আদি জনপদগুলোর জনগোষ্ঠীর ভাষা ছিল- অষ্ট্রিক।

☆ বাঙালি জাতি মূলত; কোন শাখার বংধর রূপে পরিচিত?- আর্য শাখার।

☆ বাঙালি জাতি গড়ে উঠে- অস্টিক, দ্রাবিড়, ও আর্য সংমিশ্রণে।

☆ সর্বপ্রথম দেশবাচক 'বাংলা' শব্দের ব্যবহার হয়- আইন-ই আকবরী গ্রন্থে।

☆ বাংলায় সর্ব প্রথম নৌবাহিনী গড়ে তুলেন- ইওয়াজ খিলজী।

tabbiporiyon.blogspot.com

☆ বাঙ্গালি জাতির উদ্ভবের ইতিহাসে সমগ্র বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়- ২ ভাগে যেমনঃ ক) অনার্য নরগোষ্ঠী (প্রাক আর্য) খ) আর্য নরগোষ্ঠী।

☆ প্রাক আর্য নরগোষ্ঠী অমত্মগর্ত- নেগ্রিটো, অস্টিক, দ্রাবিড় ও ভোটচীনা জাতি।

☆ আর্যদের আদি বাসস্থান ছিল- ইউরাল পর্বতের দক্ষিণে তৃণভূমি অঞ্চলে।

☆ আর্য হল- ল্যাটিন, গ্রীক, সংস্কৃতি ও ফরাসি ভাষায় যারা কথা বলত তারা আর্য নামে পরিচিত ছিল।

☆ আর্যরা ভারতবর্ষে আসেন- খ্রিষ্টপূর্ব ১৪০০-১৩০০ অব্দে।

☆ আর্য যুগকে বলা হয়- বৈদিক যুগ।

☆ আর্য সাহিত্যেকে বলা হয়- বৈদিক সাহিত্য।

☆ আর্যদের প্রাচীনতম সাহিত্য- বেদ (বেদের রচয়িতা ঈশ্বর)

☆ আর্যদের পবিত্র গ্রন্থের নাম- ঋগ্বেদ।

☆ আর্যদের বঙ্গদেশে অনুপ্রবেশের পূর্বে বঙ্গ দেশ কোন জাতির প্রভাবাধীন ছিল? অষ্টিক গোষ্ঠীর।

☆ আর্যদের ধর্মের রক্ষাকর্তা ছিলেন- পুরোহিতগণ

☆ নিষাদ জাতি বলা হয়- নিগ্রোদের মত দেহগঠনযুক্ত অস্ট্রিক গোষ্ঠী থেকে বাঙ্গালি জাতির যে অংশ গড়ে উঠে।

☆ বাংলার আদম অধিবাসীদের বাংশধর- কোল,ভীল, সাঁওতাল, মুন্ডা প্রভৃতি উপজাতি।

☆ অস্ট্রিক গোষ্ঠী বঙ্গদেশে আসে- আনুমানিক পাঁচ ছয় হাজার বছর পূর্বে।

☆ প্রাগৈতিহাসিক যুগ বলা হয়- পাথর যুগকে।

☆ প্রসত্মর যুগের পরবর্তী যুগকে বলে- ধাতুর যুগ।

☆ ভারতীয় উপমহাদেশের অতি প্রাচীন সভ্যতা- সিন্ধু সভ্যতা।

☆ বিশ্ব সভ্যতার যাত্রা শুরু হয়- আনুমানিক খ্রিষ্ট পূর্ব ৫০০০ অব্দে।

☆ প্রাচীনতম এ সভ্যতার নিদর্শন প্রথম আবিস্কৃত হয়- ১৯২২ সালে।

☆ মহাভারত এর রচয়িতা- বেদব্যাস।

☆ রামায়ণ এর রচয়িতা- বাল্মীকি।

☆ আলেকজেন্ডার ভারতে থাকেন- খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৬ অব্দ থেকে ৩২৫ অব্দ পর্যমত্ম।

## প্রাচীন বাংলার জনপদ

| জনপদ | অবস্থান |
|---|---|
| বঙ্গ | প্রাচীন কালে বাংলার পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল, ময়মনসিংহ, ঢাকা এবং ফরিদপুর অঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠেছিল। |
| পুন্ড্র | উত্তর বঙ্গের রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর এবং দিনাজপুর অঞ্চল নিয়ে এই জনপদ গড়ে উঠেছিল। এটি হচ্ছে বাংলার সবচেয়ে প্রাচীনতম জনপদ। বগুড়ার মহাসত্মান গড় তৎকালে পুন্ড্রনগর নামে পরিচিত ছিল যা এই জনপদের রাজধানী ছিল। |
| ওাঢ় | ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে এই জনপদের অবস্থান ছিল। রাঢ় এর অপর নাম ছিল সুক্ষ। |
| গৌড় | উত্তর বঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গের মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও এর পাশ্ববর্তী অঞ্চল এবং বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে এ জনপদটি গড়ে উঠেছিল। |
| সমতট | পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা অর্থাৎ কুমিলা ও নোয়াখালী জেলা। |
| হরিকেল | বাকেরগঞ্জ অঞ্চলের সংলগ্ন এলাকা (তাছাড়া বর্তমান সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল) |
| বরেন্দ্র | গঙ্গা ও করতোয়া নদীর মধ্যবর্তী উচ্চভূমি অঞ্চল (বর্তমান উত্তর বঙ্গ) |

tanbircox.blogspot.com

# প্রাচীন বাংলার আগত পর্যটক

ইবনে বতুতা: মরক্কোর অধিবাসী ছিলেন। ১৩৩৩ খ্রিষ্টাব্দে মুহম্মদ বিন তুঘলকের শাসনামলে ভারত বর্ষে আগমন করেন। পরবর্তীতে ১৩৪৫ সালে ফখরউদ্দিন মুবারক শাহের শাসনামলে তিনি বাংলায় আসেন। কিতাবুল রেহালা নামক গ্রন্থে তিনি বাংলার অনিন্দ্য সুন্দর রুপ বর্ণনা করেন।

ফা- হিয়েন: চীনা পর্যটক। ২য় চন্দ্রগুপ্তের শাসনামলে বাংলায় আসেন।

হিউয়েন সাঙ: চীন দেশীয় বৌদ্ধ এই পন্ডিত সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে উপমহাদেশে আসেন। তিনি ৬৩০- ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যমত্ম এখানে অবস্থান করেন।

মা হুয়ান: তিনিও একজন চীনা পরিব্রাজক। তিনি ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের রাজত্বকালে বাংলায় আসেন।

# মধ্য ও আধুনিক যুগের বাংলা ও রাজধানী

| যুগ | শাসনকাল | রাজা/রাজধানী |
|---|---|---|
| পাল বংশ | ৭৫০-১১৫০ ইং | রাজা- গোপাল, ধর্মপাল,রাজধানী- পাহাড়পুর, সোমপুর |
| সেন | ১০৯৫-১২৮০ ইং | রাজা- বিজয়সেন ও লক্ষণসেন, রাজধানী- নদীয়া, বিক্রমপুর |
| তুর্কী বংশ | ১২০৪-১৩২৪ ইং | ১ম মুসলিম শাসক- বখতিয়ার খলজি, রাজধানী- নদীয়া |
| স্বাধীন সুলতানী আমল | ১৩৩৮-১৫৩৮ ইং | রাজধানী- গৌড় (শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ), সোনারগাঁ (ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ) |
| মোগল আমল | ১৫২৬-১৭৫৭ ইং | মোগল সম্রাটগণ, রাজধানী রাজমহল (১৫৭৫), ঢাকা (১৬১০), মুর্শিদাবাদ (১৭০৪) |
| ইংরেজ আমল | ১৭৫৭-১৯৪৭ ইং | ইংরেজ গর্ভনর ও ভাইসরয়গণ, রাজধানী কলকাতা (১৭৬৪), ঢাকা (১৯০৫) কলকাতা (১৯১১) |
| আধুনিক যুগ | ১৯৪৭ বর্তমান | ঢাকা (১৯৪৭), ঢাকা (১৯৭১) |

banglircox.blogspot.com

# মৌর্য বংশ

☆ মৌর্য সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য।

☆ মৌর্য বংশের রাজত্বকাল ছিল- খ্রিঃ পূর্ব ৩২৪ থেকে ১৮৫ খ্রিঃ পূর্ব অব্দ পর্যমত্ম।

☆ চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী ছিল- পাটলী পুত্রে বা বর্তমান পাটনায়।

☆ আশোক ক্ষমতা গ্রহণ করে- খৃষ্টপূর্ব ২৭৩ অব্দে।

☆ কোন যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন?- কলিঙ্গ যুদ্ধ।

☆ কলিঙ্গ যুদ্ধ হয়- খ্রিষ্টপূর্ব ২৬০ মতান্তরে ২৬১ অব্দে।

☆ কার প্রচেষ্টায় বৌদ্ধ ধর্ম পরিণত হয়?- অশোকের।

☆ মেগাস্থিনিস কার রাজসভার গ্রীক দূত ছিলেন?- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের

☆ সর্বশেষ মৌর্য সম্রাট- বৃহদ্রথ

# গুপ্ত বংশ

☆ গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা- শ্রী গুপ্ত।
☆ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন- খ্রিষ্টপূর্ব ৩২ সালে।
☆ গুপ্ত বংশের মধ্যে স্বাধীন ও শক্তিশালী রাজা ছিলেন- প্রথম চন্দ্র গুপ্ত।
☆ ফা-হিয়েন- চীনের পর্যটক (দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় ভারতে আসেন)।
☆ গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা- সমুদ্র গুপ্ত।
☆ ফা হিয়েন এর ভ্রমণ সংক্রান্ত গ্রন্থের নাম- ফো-কুয়ো-কিং।
☆ গুপ্ত সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়- সমুদ্র গুপ্তের রাজত্বকে।
☆ গুপ্ত সম্রাজ্যের রাজধানীর নাম- বৈশালী।
☆ গুপ্ত ও মৌর্য বংশের রাজধানী ছিল- গৌড়ে (মহাস্থানগড়)।

# গৌড় বংশ [গৌড় রাজ্যের উত্থান ৬০০ খ্রিষ্টাব্দে]

☆ গৌড় বংশের শক্তিশালী ও প্রথম রাজা ছিলেন- শশাংক (৬০৬ সাল)
☆ বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা ছিলেন- শশাংক
☆ শশাঙ্কের উপাধি ছিল- মহাসামান্ত
☆ স্বাধীন গৌড় রাজ্যের রাজধানী ছিল- কর্ণসুবর্ণ
☆ কর্ণসুবর্ণ বর্তমান কোন অঞ্চলের নাম?- বর্তমান মালদহ জেলা (পশ্চিম বঙ্গ)।
☆ রাজা হর্ষবর্ধণ সিংহাসনে আরোহণ করেন- ৬০৬ খ্রিষ্টাব্দে।
☆ হর্ষবর্ধণের সময় আগত চীনা পরিব্রাজকের নাম-হিউয়েন সাং।
☆ হিউয়েন সাং শশাঙ্কের বৌদ্ধে ধর্মের নিগ্রহকারী হিসাবে অভিহিত করেছেন।

# পাল বংশ

☆ পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা- গোপাল
☆ গোপাল আনুমানিক কতদিন রাজত্ব করেছেন- ৭৫৬ থেকে ৭৯১ খ্রিঃ পর্যমত্ম।
☆ বাংলার প্রথম দীর্ঘস্থায়ী রাজা বাংশের নাম- পাল বংশ।
☆ পাল বংশের রাজাগণ রাজত্ব করেন- প্রায় চারশত বছর।
☆ সোমপুর বিহার প্রতিষ্ঠা করেন- ধর্মপাল (নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে)
☆ কুমিলা জেলার ময়নামতি বিহার প্রতিষ্ঠা করেন- রাজা ধর্মপাল।
☆ ধর্মপাল উপাধি গ্রহণ করেন- পরমেশ্বর, পরম ভদ্রারক মহারাজাধিরাজে।
☆ পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারটি নির্মাণ করেছিলেন- ধর্মপাল।
☆ পাল বংশের শাসনামলে বঙ্গের অর্থনৈতিক জীবন ছিল- কৃষি নির্ভর।
☆ পাল রাজাগণ তাদের শাসনকালে কোন সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেন?- বৌদ্ধ সংস্কৃতি।
☆ দেব রাজাদের রাজধানী দেব পর্বত অবস্থিত- বর্তমান কুমিলা জেলার ময়নামতিতে।
☆ ৩য় বিগ্রহ পালের সময় পাল রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে।
☆ পাল বংশের সর্বশেষ রাজা রাজা- রাম পাল।

banglainternet.blogspot.com

# সেন বংশ

☆ সেন রাজাদের পূর্ব পুরুষগণ দাক্ষিণাতের কর্ণাটকের অধিবাসী ছিলেন।
☆ সেন বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা- বিজয় সেন।
☆ বিজয় সেনের রাজত্বকাল বিস্তৃত ছিল- ১৯০৮-১১৬০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।
☆ সেন বংশের প্রথম রাজা ছিলেন- হেমন্ত সেন।
☆ বাংলা সর্বপ্রথম একক শাসনাধীন আসে- বিজয় সেনের শাসনামলে। (১৯০৮-১১৬০ খ্রিঃ)।
☆ সেন বংশের সর্বশেষ রাজা- লক্ষণ সেন।
☆ বাংলার সর্বশেষ হিন্দু রাজা- লক্ষণ সেন।
☆ লক্ষণ সেন কোন গ্রন্থের যৌথ লেখক ছিলেন?- অদ্ভুত সাগর গ্রন্থের।
☆ বাংলায় পেশাভিত্তিক বর্ণবাদ চালু করেন- সেন রাজারা।
☆ কৌলিণ্য প্রথার প্রবর্তক- বল্লাল সেন।

# মধ্যযুগঃ সুলতানী আমল

☆ ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মাদ বখতিয়ার খিলজী ১২০৪ সালে লক্ষণসেনকে পরাজিত করে বাংলায় মুসলিম শাসনের গোড়া পত্তন করেন।
☆ বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতানী যুগের সূচনা করেন- ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ। (১৩৩৮ সালে)।
☆ হোসেন শাহী যুগের তথা বাংলার সুলতানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন আলাউদ্দিন হোসেন শাহ। তিনি ৪৫ বছর (১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রিঃ পর্যন্ত) রাজত্ব করেন। তারপর রাজধানী ছিল একডালায়। বাংলার আকবর খ্যাত আলাউদ্দিন হোসেন শাহ গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ নির্মাণ করেন।
☆ খিলজী বংশের প্রতিষ্ঠাতা জালাল উদ্দিন খিলজী। শ্রেষ্ঠ সম্রাট মোবারক খিলজী। শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ এর শাসন আমলে তুরস্কের অধিবাসী হযরত শাহজালাল (রঃ) ধর্ম প্রচারে সিলেটে আসেন।
☆ বাংলাদেশকে দোযখপুর নিয়ামত বলেছেন- ইবনে বতুতা।
☆ ইবনে বতুতার "কেতাবুল রেহালা" গ্রন্থে বাংলার অপরূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা পাওয়া যায়।

# মুঘল আমল

☆ মুঘল সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জহিরউদ্দিন মুহম্মদ বাবর। তার পৈতৃক নিবাস ছিল বর্তমান আফগানিসত্মানের ফারগানায়। ১৫২৬ সালে পানি পথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহীম লোদীকে পরাজিত করে বাবর উপমহাদেশ মুঘল সম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করেন।
☆ পানি পথ নামক স্থানটি ভারতের হরিয়ানা প্রদেশে অর্থাৎ দিল্লী ও আগ্রার মধ্যবর্তী যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। এই পানি পথের প্রামত্মরে মোট তিনটি যুদ্ধ সংঘটিত হয় যেগুলো পানি পথের যুদ্ধ নামে খ্যাত। পানি পথের প্রথম যুদ্ধ সংগঠিত হয় ১৫২৬ সালে বাবর ও ইব্রাহীম লোদীর মধ্যে। পানি পথের দ্বিতীয় যুদ্ধ ১৫৫৬ সালে বৈরাম খাঁ ও হিমুর মধ্যে সংঘটিত হয় এবং সর্বশেষ ১৭৬১ সালে আহমেদ শাহ আবদালী ও মারাঠাদের মধ্যে পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

banglainfo.blogspot.com

☆ মুঘল সম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন সম্রাট আকবর। তিনি ১৩ বছর বয়সের দিলীর সিংহাসনে আরোহন করেন। প্রথম জীবনে শিয়া মতালম্বী বৈরামখাঁ ছিলেন আকবরের অভিভাবক। সম্রাট আকবর 'দ্বীন-ই-ইলাহী নামে একটি ধর্ম প্রবর্তন করেন যার অনুসারী ছিল মাত্র- ১৮ জন। 'মনসবদারী প্রথা' রাজপুত নীতি, জিজিয়াকর ও তীর্থকর রহিত করণ ইত্যাদির প্রবক্তা হচ্ছেন আকবর।

☆ বাবর রচিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের নাম- তুযুক-ই বাবর বা বাবর নামা তুর্কী ভাষার রচিত।

☆ আকবর রাজ সভায় শোভা বর্ধনকারী ছিলেন- তানসেন।

☆ আকবর বাংলা বিজয় করেন- ১৫৭৪-৭৬ খ্রিঃ।

☆ বাংলা সনের সূচনা হয় ৯৬৩ হিঃ ১৫৫৬ খ্রঃ ১১ এপ্রিল ১লা বৈশাখ ৯৬৩ বাংলা গণনা শুরু হয়।

☆ নূরজাহান ছিলেন- সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রিয়তমা স্ত্রী।

☆ আগ্রার দুর্গের নির্মাতা- সম্রাট জাহাঙ্গীর।

☆ নুরজাহানের প্রকৃত নাম- মেহেরুন্নিসা (মেহের-উন নিসা)

☆ শাহজাহানের স্ত্রীর নাম- মমতাজ।

☆ ২০ হাজার শ্রমিক ২২ বছর ব্যাপী পরিশ্রম করে 'তাজমহল' নির্মাণ করে।

☆ দিলীর দরবারে শাহজাহানের নির্মিত অমর কীর্তি দিওয়ান-ই আম, দিওয়ান-ই খাস।

☆ আগ্রার জামে মসজিদ নির্মাণ করেন- সম্রাট শাহজাহান।

☆ মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবকে 'জিন্দাপীর' বলা হয়।

☆ 'ফাতেমা-ই আলমগীর' রচনা করেন- সম্রাট আওরঙ্গজেব।

☆ আওরঙ্গজেব এর শাসনামলে বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন- শায়েস্তা খান।

☆ শায়েসত্মা খানের পূর্ব নাম- মির্জা আবু তালিব ওরফে নবাব শায়েস্তা খান।

☆ ঢাকায় শায়েসত্মা খানের নির্মিত কীর্তিগুলো- ছোট কাটরা, চকবাজারের মসজিদ, সাত গম্বুজ মসজিদ, চক মসজিদ ও চম্পাতলীতে বিবি চম্পার মাজার।

☆ শায়েসত্মা খানের সময়ে- টাকায় আট মন চাউল পাওয়া যেত।

☆ চট্টগ্রামের নাম ইসলামাবাদ রাখেন- শায়েস্তা খান

☆ লালবাগে পরিবিধির সমাধিসৌধ তৈরী করেন- শায়েস্তা খান

☆ বাংলায় বার ভুঁইয়ার উৎপত্তি হয়- মুঘল শাসনামলে।

☆ বার ভুঁইয়াদের প্রধান ছিলেন- ঈঁসা খাঁ।

☆ মুঘল সম্রাজ্যের পতন হয়- ১৮৫৭ সালে।

☆ মুঘল সম্রাজ্যের সর্বশেষ সম্রাট- দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ।

☆ দিলীর লাল কেলা নির্মাণ করেছেন- শাহজাহান।

☆ আগ্রার যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের একটি তাজমহল নির্মাণ করেন- সম্রাট শাহজাহান ১৬৩২-১৬৫৩ খৃঃ।

☆ আইন-ই- আকবরী' গ্রন্থের রচয়িতা আবুল ফজল ছিলেন সম্রাট আকবরের সভাকবি আর টোডরমল ছিলেন আকবরের রাজস্বমন্ত্রী।

☆ আফগান শাসক শের শাহ্ সূর বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৫৪০ (১৭ মে) সালে কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাজিত করে দিলীর সিংহাসন দখল করেন। শেরশাহ এর উলেখযোগ্য অবদান হচ্ছে ভারত বর্ষে ঘোড়ার ডাক এর প্রচলন, দাম মুদ্রার প্রচলন এবং গ্র্যান্ডে ট্রাংক রোড নির্মাণ। তিনি দিলী থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করেন। সম্রাট হুমায়ুন বাংলাকে জান্নাতবাদ বলে ঘোষণা করেছিলেন। সম্রাট হুমায়ুন গ্রন্থগারের সিঁড়ি হতে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন।

banglabook.blogspot.com

☆ চৎরহপব ড়ভ ইঁরষফবৎং, খ্যাত সম্রাট শাহজাহান তাহমহল নির্মাণ করেন। তাজমহলের স্থপতি হচ্ছেন ওস্তাদ ঈশা সিরাজী। তাছাড়া সম্রাট শাহজাহানের নির্দেশে শিল্পী বেবাদল খাঁন ময়ুর সিংহাসন নির্মাণ করেন। পরে ১৭৩৯ সালে পারস্যের সম্রাট নাদির শাহ্ লুণ্ঠন করে নিয়ে যান।

☆ মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বশেষ সম্রাট হচ্ছেন দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্। তাঁকে বৃটিশ সরকার রেঙ্গুনে নির্বাসন দেন। পরবর্তীতে তিনি রেঙ্গুনেই মারা যান এবং তাঁকে সেখানেই সমাহিত করা হয়।

☆ ভারত বর্ষে "ঘোড়ার ডাক" প্রচলন করেন- শের শাহ।

☆ অমৃতসর স্বর্ণমন্দির নির্মাণ করেন- আকবর।

☆ ইতিহাসে পাবর্ত্য মূষিক নামে পরিচিত- শিবাজী রাও।

# বার ভুঁইয়া

মুঘল সম্রাট আকবর দাউদ খান কররানীকে পরাজিত করার পর প্রায় ৪০ বছর ব্যাপী বাংলাদেশে কোন নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ছিল না। এ সময় 'বার ভূইঁয়া' নামে খ্যাত বাংলাদেশের জমিদারগণ স্বাধীনভাবে নিজেদের এলাকা শাসন করতেন। স্বাধীকার, স্বতন্ত্র ও স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে বার ভুঁইয়াদের বীরত্ব এ দেশবাসী গর্বের সাথে স্বরণ করে।

| নং | বার ভুঁইয়া | অঞ্চল |
|---|---|---|
| ১ | মসনদ-ই-আলা ঈশা খাঁ, জুমা খাঁ (ঈশা খাঁর ভাই), মুসা খাঁ (ঈশা খাঁর পুত্র) | খিজিরপুর, ঢাকা |
| ২ | মহারাজা প্রতাপদিত্য | খুলনা, যশোর |
| ৩ | ফজল গাজী, বাহাদুর গাজী, আনোয়ার গাজী | ভাওয়াল, গাজীপুর |
| ৪ | কন্দপ নারায়ণ রায়, রামচন্দ্র রায় চন্দ্রদ্বীপ | বাকেরগঞ্জ |
| ৫ | লক্ষণ মাণিক্য | ভাওয়াল, গাজীপুর |
| ৬ | চাঁদগাজী, জুনাগাজী | মানিকগঞ্জ |
| ৭ | চাঁদ রায় ও কেদার রায় | বিক্রমপুর, মুন্সিগঞ্জ |
| ৮ | হামিদুর রহমান | বাকুঁড়া |
| ৯ | পীতাম্বর রায়, রামচন্দ্র রায় | পুটিয়া, রাজশাহী |
| ১০ | গণেশ রায়, প্রমথ রায় | দিনাজপুর |
| ১১ | মুকুন্দ রাম, রঘুনাথ | ভূষার, ফরিদপুর |
| ১২ | কংস নারায়ণ | তাহিরপুর নাটোর |

tanbircox.blogspot.com

# ইউরোপীয়দের আগমন

☆ সর্বপ্রথম ১৪৮৭ সালে ইউরোপ থেকে সমুদ্রপথে ভারত বর্ষে আসার পথ আবিস্কৃত হয়। এই পথ আবিস্কার করেন পর্তুগীজ নাবিক বার্থো লোমিউ দিয়াজ।

☆ পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা ভারত বর্ষে আসেন ১৪৯৮ সালে। তিনি সর্বপ্রথম ভারতের কালিকট বন্দরে এসে উপস্থিত হন।

☆ ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে পর্তুগীজরাই সর্বপ্রথম ১৫১০ সালে বাণিজ্যের উদ্দেশ্য ভারত বর্ষে আসেন। আর পর্তুগীজরা গোয়া থেকে বাংলায় আসেন ১৫১৬ সালে।

☆ পর্তুগীজদের পর ওলন্দাজ বা ডাচ্রা ১৬০২ সালে বাণিজ্যের জন্য বাংলায় আসেন। নেদার ল্যান্ডের অধিবাসীদের ওলন্দাজ বা ডাচ্ বলা হয়।

☆ ১৬০০ সাল ২১৭ জন অংশীদার নিয়ে ইংরেজদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়। তারা বাণিজ্যের জন্য বাংলায় আসে ১৬০৮ সালে।

☆ ১৬৬৪ সালে ফরাসী বণিকগণ "ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পাণী" গঠন করে এবং তারা ১৬৬৮ সালে বাণিজ্যের জন্য বাংলায় আসে। উপমহাদেশে সাম্রাজ্যে স্থাপনের প্রথম প্রচেষ্টা চালায় ফরাসি বণিকেরা।

☆ বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব হচ্ছেন মুর্শিদকুলী খাঁ এবং বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব হচ্ছেন সিরাজউদ্দৌলা। আর বাংলার শেষ নবাব হচ্ছেন মীর জাফরের পুত্র নিজামউদ্দৌলা।

# পলাশী থেকে ১৯৪৭

☆ পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয় ২৩ জুন ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও ইংরেজ বাহিনীর মধ্যে। পলাশী নামক স্থানটি মুর্শিদাবাদের নিকট অবস্থিত।

☆ ১৭৬৪ সালে ইংরেজ ও মীর কাসিমের মধ্যে সংঘটিত হয় বক্সারের যুদ্ধ।

☆ মীরনের নির্দেশে মুহাম্মাদী বেগ নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করে।

☆ সিরাজউদ্দৌলা ক্ষমতা লাভ করেন ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে।

☆ পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি ছিল- রবার্ট ক্লাইভ।

☆ পলাশীর যুদ্ধে নবাবের সেনাপতি ছিল- মীর জাফর।

☆ 'অন্ধকূপ' হত্যা কাহিনীর স্রষ্টা- হলওয়েল (১৭৫৬ সালে)

☆ লর্ড ক্লাইভ ভারত বর্ষে ইংরেজ শাসনের গোড়াপত্তন করেন। তিনি ছিলেন উপমহাদেশের প্রথম বৃটিশ গর্ভনর। লর্ড ক্লাইভ ১৭৫৬ সালে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা চালু করেন। পরবর্তীতে ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা বিলোপ করেন।

☆ ইতিহাস খ্যাত দুর্ভিক্ষ ছিয়াত্তরের মন্বমত্মর, হয়েছিল ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে (বাংরা ১১৭৬ সালে)। অন্যদিকে পঞ্চাশের মন্বমত্মর হয়েছিল ১৯৪৩ খ্রিঃ (বাংলা ১৩৫০ সালে)।

☆ উপমহাদেশে পাঁচ শালা বন্দোবসত্ম প্রবর্তন করেন ওয়ারেন হেস্টিংস। তাছাড়া বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানামত্মর এবং রাজস্ব বোর্ড স্থাপন, তার কাজ।

☆ ১৭৯৩ সালে ২৩ মার্চ লর্ড কর্নওয়ালিস বাংলায় চিরস্থায়ী ভুমি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। (তাছাড়া তিনিই সর্বপ্রথম ভারত বর্ষে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা প্রচলন করেন)।

☆ ১৮২৯ সালে রাজা রামমোহন রায়ের সহায়তায় লর্ড বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা বিলোপ সাধন করেন। তাছাড়া তিনি আদালতে ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজী ভাষা চালু করেন।

banglainternet.blogspot.com

☆ লর্ড ডালহৌসী ১৮৫৩ সালে উপমহাদেশে সর্বপ্রথম রেল যোগাযোগ চালু করেন। ১৭৫৭ সালের ৯ মার্চ লর্ড ক্যানিং এর সময় বঙ্গ দেশের ব্যারাকপুরে সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।

☆ উপমহাদেশের সর্বশেষ ব্রিট্রিশ গর্ভনর ছিলেন লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন।

☆ ইংরেজরা ১৭৫৭ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যমত্ম মোট ১৯০ বছর উপমহাদেশ শাসন করে।

☆ কলকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা- জব চার্ণক।

☆ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৮৫৮ সালে।

# ব্রিট্রিশ বিরোধী আন্দোলন

☆ 'নীল বিদ্রোহ'- নীল চাষের বিরুদ্ধে দেশীয় চাষীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন।

☆ নীলকরদের অত্যাচারের লোমহর্ষক বর্ণনামূলক গ্রন্থের নাম- 'নীল দর্পণ'।

☆ তিতুমীর ছিলেন- ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অগ্রনায়ক।

☆ ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য বাঁশের কেলা তৈরী করেন- তিতুমীর (নারিকেল বাড়িয়ায়)।

☆ 'তিতুমীরের বাঁশের কেলা' ভেঙ্গে দেয় ইংরেজগণ (জন স্টুয়ার্ড)।

☆ ৪০ জন সঙ্গীসহ তিতুমীর শহীদ হন- ১৯ ডিসেম্বর ১৮৩১ সালে।

☆ উপমহাদেশে মুসলিম শিক্ষা বিসত্মারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন নওয়াব আব্দুল লতিফ।

☆ কলিকাতায় 'মোহামেডান লিটারীর সোসাইটি' বা মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন- নওয়াব আব্দুল লতিফ- ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে।

☆ লন্ডনের প্রিভি কাউন্সিলরের সদস্য পদ প্রথম কোন মুসলমান অর্জন করেন?- সৈয়দ আমীর আলী।

☆ কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম মুসলিম বিচারপতি- সৈয়দ মাহমুদ।

☆ 'আলীগড় আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা- সৈয়দ আহমদ খান।

☆ ইংরেজগণ দেওয়ানী লাভ করেন- ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে।

☆ উপমহাদেশে সর্ব প্রথম রাজস্ব বোর্ড স্থাপন করেন- ওয়ারেন হেস্টিংস

☆ বৃটিশ পার্লামেন্ট 'ভারত শাসন আইন' পাশ হয়- ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে।

☆ পাঁচশালা বন্দোবসত্ম প্রবর্তন করে ওয়ারেন হেস্টিংস

☆ 'ছিয়াত্তরের মন্বমত্মর' ইংরেজ দুঃশাসনের ফলে বাংলাদেশে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, এতে বাংলার এক তৃতীয়াংশ (প্রায় ১ কোটি) লোক মারা যায়।

☆ ছিয়াত্তরের মন্বমত্মর হয়েছিল বাংলা ১১৭৬ সালে এবং ইংরেজী ১৭৭০ সালে।

☆ লর্ড কর্ণওয়ালিস ভারতে গর্ভণর জেনারেল নিযুক্ত হন- ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে

☆ চিরস্থায়ী বন্দোবসেত্ম' প্রবর্তন করেন- লর্ড কর্ণওয়ালিস (২২ মার্চ ১৭৯৩)

☆ 'সূর্যাসত্ম আইন'- নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাসেত্মর পূর্বে জমির রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থ হলে সরকার জমি নিলামে বিক্রি করে দিত।

☆ 'সতীদাহ প্রথার' বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন- রাজা রামমোহন রায়।

☆ 'সতীদাহ প্রথা' উচ্ছেদ আইন পাশ হয়- ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে।

☆ সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আইন পাশ করেন- লর্ড বেন্টিঙ্ক

☆ বিধবা বিবাহ বৈধ আইন পাশ হয়- ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে

☆ ভারতে সর্ব প্রথম রেলপথ চালু করেন- লর্ড ডালহৌসী।

banglaexam.blogspot.com

☆ আদালতে ফরাসী ভাষার পরিবর্তে দেশীয় ভাষায় প্রবর্তন করেন- লর্ড বেন্টিক

☆ 'সিপাহী বিদ্রোহের' সূচনা হয়- ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে

☆ সিপাহী বিপবে পরাজয়ের পর শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহকে নির্বাসন দেয়া হয়- রেঙ্গুনে (মায়ানমার)

☆ উপমহাদেশ নিযুক্ত প্রথম ভাইসরয়- লর্ড ক্যানিং

☆ উপমহাদেশের প্রথম কাগজের মুদ্রা প্রচলন করেন- লর্ড ক্যানিং ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে।

☆ লর্ড কার্জন ভারতের বড় লাট নিযুক্ত হন- ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে।

☆ "হিন্দু সমাজে ৪টি বর্ণ" ব্রাহ্মণ (ধর্মগুরু), ক্ষত্রীয় (সৈন্য), বৈশ্য (ব্যবসায়ী), শুদ্র (অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ)।

☆ ঢাকা হতে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানামত্বর করে- মুর্শিদ কুলী খান।

☆ ঢাকার নাম পরিবর্তন করে জাহাঙ্গীনগর নাম রাখেন- ইসলাম খান।

☆ ইলা মিত্র- বৃটিশ বিরোধী তেভাগা আন্দোলেনের নেত্রী।

☆ মাস্টারদা সূর্যসেন চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন- ১৯৩০ সালে।

☆ ক্ষুদিরাম- বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন কর্মী। ইংরেজরা তাঁকে ফাঁসি দেয়।

☆ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে, প্রতিষ্ঠা করেন অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ সিভিলিয়ান অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম

## বাংলার জাগরন ও সংস্কার আন্দোলন

☆ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম সংঘবদ্ধ আন্দোলন ছিল ফকির আন্দোলন। ফকির আন্দোলনের প্রধান নেতা ও সংগঠক ছিলেন ফকির মজনু শাহ। ফকির আন্দোলনের ব্যাপ্তী ছিল ১৭৬০ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে। ১৭৮৭ সালে ফকির মজনুশাহের মৃত্যুর পর সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাব এ আন্দোলন সস্তমিত হয়ে পড়ে।

☆ হাজী শরিয়তউলাহ প্রবর্তিত ফরায়েজী আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল ফরিদপুর জেলায়। হাজী শরিয়তুলাহর মৃত্যুর পর এই আন্দোলনের দায়িত্ব ভার গ্রহন করেন তার পুত্র দুদু মিয়া এবং তিনিই ফরায়েজী আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলনের রুপদান করেন।

☆ রাজা রামমোহন রায় ১৮২৮ সালে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সংবাদ কৌমুদী, ও মীরাত- উল- আখবার, নামক দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আকবর তাকে রাজা উপাধি প্রদান করেন।

☆ বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মাত্র ২০ বছর বয়সে ১৮৩৯ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন।

☆ ১৮৬৩ সালে নওয়াব আবদুল লতিফ মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি প্রতিষ্টা করেন।

☆ সৈয়দ আমীর আলী ১৯০৯ সালে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হন।

☆ পাক ভারত উপমহাদেশ ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন শুরু হয়- ১৮৩৬ সালে।

tanbircoolbd.blogspot.com

## বঙ্গ-ভঙ্গ

☆ 'বঙ্গ-ভঙ্গ'- বঙ্গভঙ্গ হল অবিভক্ত বাংলাকে দ্বিখন্ডকরণ। উত্তর ও পূর্ব বাংলাকে আসামের সাথে যুক্ত করে পূর্ব বঙ্গ ও আসাম নামক নতুন প্রদেশ সৃষ্টি। এতে বাংলা দ্বিধা বিভক্ত হয়।

☆ উত্তর পূর্ব বাংলা ও আসাম অঞ্চল নিয়ে পূর্ববঙ্গ হয়।

☆ 'বঙ্গ-ভঙ্গ কার্যকর হয়- লর্ড কার্জনের সময়ে (১ সেপ্টেম্বর ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে)।

☆ ১৯০৫ সালে নব গঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের প্রথম লেফটেন্যান্ট গর্ভণর ছিলেন- ব্যামফিল্ড ফুলার।

☆ 'বঙ্গ-ভঙ্গের' ফলে সৃষ্ট নতুন প্রদেশের রাজধানী ছিল- ঢাকায়।

☆ তখন বাংলার আয়তন ছিল- ১০৬৬৫০ বর্গমাইল।

☆ বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করেন- লর্ড হার্ডিঞ্জ (সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিষেক অনুষ্ঠান উপলক্ষে আহুত দিলীর দরবারে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর)।

## রাজনৈতিক আন্দোলন

☆ 'মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর।

☆ মুসলিম লীগ গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন- নবাব সলিমুলাহ।

☆ মুসলিম লীগের প্রকৃত নাম ছিল- 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ।'

☆ দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রবক্তা- মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ।

☆ অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলনের জনক- মহাত্মাগান্ধী।

☆ ''খেলাফত আন্দোলনের'' সূচনা হয়- ১৯২০ সালে।

☆ 'খেলাফত আন্দোলনের' নেতৃত্ব দেন- মাওলানা মুহাম্মাদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ও এ,কে ফজলুল হক।

☆ বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী- এ কে ফজলুল হক।

☆ ঐতিহাসিক ''লাহোর প্রস্তাব'' উত্থাপন করেন- এ, কে ফজলুল হক, ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ, মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশন।

☆ ঋণসালিশী বোর্ড গঠন করেন- এ,কে ফজলুল হক।

☆ আলীগড় আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান।

☆ ভারত পাকিসত্মানের বিভক্ত করে- র‍্যাডক্লিফ কমিশন।

## ইংরেজ শাসনের অবসান

☆ উপমহাদেশের ভবিষ্যৎ সংবিধানের খসড়া তৈরী করে কোন কমিশন? 'সাইমন কমিশন' (গঠিত হয় ১৯০৭ সালে)।

☆ ১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো আইনের ফলে মুসলমানগণ পৃথক নির্বাচনের সুযোগ পায়।

☆ লাহোর প্রস্তাবে ছিল- উপমহাদেশের উত্তর পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন।

☆ ১৯৩০ সালে মুসলিমদের স্বতন্ত্র আবাস ভূমির কথা বলেছিলেন- কবি ও দার্শনিক আলামা মোহাম্মাদ ইকবাল।

☆ জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড সংগঠিত হয়- ১৯১৯ সালে ১৩ এপ্রিল।

☆ ভারত ছাড়া আন্দোলনের সূচনা হয়- ১৯৪২ সালে।

☆ বাংলায় দুর্ভিক্ষে দেখা দেয়- ১৯৪৩ সালে (পঞ্চাশ দশকের মন্বমত্মর) এ দুভিক্ষে ৩০-৩৮ লক্ষ লোক মারা যায়।

tanbircox.blogspot.com

☆ 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' সূচনা হয়- ১৯৪৬ সালের ১৬ আগষ্ট।
☆ ভারতের সর্বশেষ ব্রিট্রিশ গর্ভণর জেনারেল ছিলেন লর্ড মাউন্ট ব্যাট্রে
☆ ভারত স্বাধীনতা আইন পাশ হয় ১৯৪৭ সালে ১৮ জুলাই।
☆ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয়- ১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট।
☆ ভারত স্বাধীনতা লাভ করে- ১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট।
☆ পাকিসত্মান স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট।

# বৃটিশ শাসনে বাংলা

☆ চিরস্থায়ী বন্দোবসত্ম (১৭৯৩) ঃ লর্ড কর্ণওয়ালিস
☆ বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) ঃ লর্ড কার্জন
☆ বঙ্গভঙ্গ রদ (১৯১১) ঃ লর্ড হার্ডিঞ্জ
☆ সতীদাহ প্রথা নিবারণ ঃ লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং (১৮২৯)
☆ দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা (১৭৬৫) ঃ রবার্ট ক্লাইভ
☆ সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭) ঃ লড ক্যানিং
☆ ভূমি সংস্কার ঃ লর্ড কার্জন
☆ প্রথম আদমশুমারী ঃ লর্ড রিপন
☆ ভারত শাসন আইন ১৯৩৫ ঃ লর্ড উইলিংডন
☆ ভারত বিভাগ (১৯৪৭) ঃ লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন
☆ মর্লিমিন্টো সংস্কার (১৯০৫) ঃ লর্ড মিন্টো
☆ মন্টেগু- চেমসফোর্ড সংস্কার (১৯১৯)ঃ লর্ড চেমসকোর্ড
☆ ক্রিপস মিশন, ভারত ছাড় আন্দোলন ঃ লর্ড লিনলিথগো

## জেনে রাখা প্রয়োজন

১. আর্যদের সাহিত্য ও ধর্মগ্রন্থের নাম- বেদ।
২. সংস্কৃতিতে 'বঙ্গ' দিয়ে কি বুঝায়?- গোষ্ঠীর নাম
৩. ঐতিহাসিকদের মতে সিন্ধু সভ্যতার বয়স ছিল- ৫০০০ বছর
৪. পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা- ধর্মপাল
৫. লক্ষণ সেন কোন ধর্মের অনুসারী ছিলেন?- হিন্দু (ব্রাহ্মণ)
৬. উপমহাদেশের নাম 'ইন্ডিয়া' সর্ব প্রথম দেয়- গ্রঅকগণ
৭. ভারতে তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা- মুহাম্মাদ ঘুরী
৮. বাংলা আদি জন গোষ্ঠীর নাম- অস্ট্রিক
৯. কুতুব মিনার নির্মাণ- কুতুবউদ্দিন আইবক
১০. "বিবি মরিয়ম"- আসাম যুদ্ধে মীর জুমলার ব্যবহৃত কামান
১১. গভর্ণর হাউসকে বঙ্গভবন নামকরণ করা হয়- ১৯৭২ সালে
১২. বার ভুঁইয়াদের অন্যতম ছিলেন- ঈশা খাঁ।
১৩. সম্রাট আকবরের সমাধি সৌধ অবস্থিত- সেকেন্দায় (ভারত)

tanbircox.blogspot.com

১৪. বাঙ্গালী ঐতিহাসিক যিনি প্রথম প্রাচীন ঢাকার ইতিহাস রচনা করেন- সৈয়দ মুহাম্মাদ তৈফুর (এষরসঢ়ংবং ড়ভ ড়ষফ উধপপধ)

১৫. "শাহে-বাঙ্গালা" উপাধি লাভ করেন- সুলতান ইলিয়াস শাহ

১৬. ১৩৫২ খ্রিষ্টাব্দে শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ পূর্ববঙ্গ জয় করেন

১৭. ১৪৮৩ খ্রিষ্টাব্দে বাবর ফারগানা নামক তুর্কিস্থানের একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাত্র ১৫ বছরে বয়সে পূর্বপুরুষ তৈমুরের রাজধানী সমরখদ অধিকার করেন

১৮. পর্তুগীজ জলদস্যুর বলা হত- হার্মাদ

১৯. ভারতে প্রথম ইউরোপীয় দুর্গ- কোচিন

২০. ইউরোপ থেকে ভারতে আসার জলপথ আবিস্কার করে পর্তুগীজরা

২১. 'ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠিত হয়- ১৬৬৪ সালে

২২. লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৭৮৯ সালে বাঙলা ও বিহারের দশ সনা বন্দোবসত্ম প্রথা প্রবর্তন করেন এবং ১৭৯০ সালে উড়িষ্যার দশ সনা বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্তন করেন।

২৩. কোন মুঘল সুবাদার ঢাকার নাম দেন জাহাঙ্গীরনগর- ইসলাম খান

২৪. বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকার স্থানামত্মর করেন- মীর জুমলা

২৫. শায়েস্তা খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন- ১৬৬৪ সালে।

২৬. কোন সুবাদার ইংরেজ কোম্পানিকে শুল্ক থেকে অব্যাহতি দেন- শায়েসত্মা খান

২৭. 'ডাচ' নামে পরিচিতি- ওলন্দাজরা

২৮. পর্তুগীজদের পর বাংলায় আসে- ওলন্দাজরা

২৯. ইউরোপীয় জাতিগুলোর মধ্যে সবার শেষে উপমহাদেশে আসে- ফরাসিরা

৩০. ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয়- ১৬৬৪ সালে।

৩১. ফরাসিরা এই দেশে বাণিজ্য করে প্রায়- ১০০ বছর

৩২. আনারস, পেঁপে, পেয়ারা, জলপাই, কামরাঙ্গা প্রভৃতি ফল পর্তুগীজরা এদেশে চাষ করে

৩৩. বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

৩৪. ডেনমার্কের অধিবাসীদের বলা হয়- দিনেমার

৩৫. ডেনিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয়- ১৬১৬ সালে।

৩৬. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয়- ১৬০০ সালে।

৩৭. ঈশা খাঁ, কেদার রায় ও রাজা প্রত্যাপাদিত্যের সেনাবাহিনীতে বহু পর্তুগীজ সৈনিক ছিল

৩৮. সিরাজ-উদ-দ্দৌলা মাত্র ২৩ বছর বয়সে সিংহাসন আরোহন করেন

৩৯. কলকাতার নাম আলী নগর রাখেন- নবাব সিরাজ-উদ-দ্দৌলা

৪০. ইংরেজরা সিরাজের সাথে শত্রুতা না করার অঙ্গীকার করে- আলী নগর সন্ধির মাধ্যমে।

৪১. ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধ সংগঠিত হয়।

৪২. ১৭৬৪ সালের ২২ অক্টোবর বক্সারের যুদ্ধ সংগঠিত হয়।

৪৩. বক্সারের যুদ্ধের পর উপমহাদেশের ইংরেজ শাসন সুদৃঢ় হয়।

৪৪. ১৭৭২ সালে দ্বৈত শাসনের অবসান হয়।

৪৫. ১৭৮৬ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস ভারতে গভর্ণর হয়ে আসেন

৪৬. ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়

৪৭. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বাংলা বিভাগ চালু হয়- ১৮০১ সালে

৪৮. ১৮৩৭ সালে অফিস আদালতে ফার্সির বদলে ইংরেজী চালু হয়

banglabook.blogspot.com

৪৯. নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় বেথুন কলেজ

৫০. ভারতে পশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন করেন- বড় লাট লর্ড কর্ণওয়ালিস বেন্টিংক

৫২. চিরস্থায়ী বন্দোবসেত্মর মাধ্যমে জমির উপর জমিদারের ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫৩. ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয়- ১৬০২ সালে

৫৪. মুঘল সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন- সম্রাট আকবর

৫৫. সর্ব প্রথম দেশবাচক শব্দ "বাংলা" আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়

৫৬. ১৫৮২ খ্রি: আকবর বিভিন্ন ধর্মের সার নিয়ে "দীন-ই-ইলাহী" নামে তাঁর নতুন ধর্মমত ঘোষণা করেন।

৫৭. নূরজাহানের বাল্য নাম ছিল মেহের-উন-নেসা, ১৬১১ খ্রি: সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাথে তাঁর বিবাহ হয় এবং সম্রাট তাকে "নুরজাহান" উপাধিতে ভূষিত করেন।

৫৮. সম্রাট আকবরের গৃহ শিক্ষক ছিলেন বৈরাম খান, বাদশাহ হুমায়ুন মারা যাওয়ার পর বৈরাম খান আকবরকে বাদশাহ হিসেবে গড়ে তোলেন। বাদশাহ আকবর বৈরাম খানের নিকট তার ঋণের স্বীকৃতি স্বরূপ বৈরামখানকে "খান বাবা" বলে ডাকতেন।

৫৯. পানি পথের দ্বিতীয় যুদ্ধকে উপমহাদেশে মুঘলদের ভাগ্য লক্ষী বলা হয়। এই যুদ্ধই মুঘল বংশকে উপমহাদেশে সুদৃঢ় ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করে

৬০. সম্রাট আকবর ১৫৬৩ খ্রি: তীর্থ যাত্রীদের কর এবং ১৫৬৪ খ্রি: জিযিয়া কর রহিত করেন।

৬১. "অমৃতসর স্বর্ণমন্দির" নির্মাণ করেন- সম্রাট আকবর

৬২. ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন- সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি

৬৩. বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানামত্মর করেন- ওয়ারেন হেস্টিংস

৬৪. উপমহাদেশে প্রথম কাগজের মুদ্রা চালু করেন- লর্ড ক্যানিং (১৮৫৭ সালে)

৬৫. পানি পথ নামক স্থানটি বর্তমানে ভারতের উত্তর প্রদেশের হরিয়ানা নামক স্থানে, যমুনা নদীর তীরে

৬৬. ইংরেজরা প্রথম কুঠিস্থাপন করেন- সুরাটে

৬৭. উপমহাদেশে প্রথম ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন করেন- লর্ড বেন্টিক

৬৮. 'জমি থেকে খাজনা আদায় আলাহর আইনের পরিপন্থী' এটি কার ঘোষণা?- দুদু মিয়ার

৬৯. খেলাফত আন্দোলনের বিখ্যাত নেতা- মাওলানা মোহাম্মাদ আলী

৭০. মুসলমানদের পাশ্চত্য শিক্ষা গ্রহণে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন- স্যার সৈয়দ আহমদ, নওয়াব আব্দুল লতিফ ও স্যার আমীর আলী

৭১. ফকীর আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন- ফকীর মজনু শাহ

৭২. তিতুমীরের আসল নাম- মীর নিসার আলী। তিনি প্রথম জীবনে লাঠিয়াল ছিলেন, তিতুমীরকে বাংলার প্রথম শহীদ বলা হয়।

৭৩. তিতুমীরের সংগ্রামের সময় ইংরেজ গর্ভণর ছিলেন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক

৭৪. ফরায়েজী আন্দোলনের রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপদান করেন- (দুদু মিয়া ফরায়েজি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হাজী শরিয়তউলাহর পুত্র ছিলেন)

৭৫. নীল চাষ অবলম্বনে রচিত নাটক "নীল দর্পন" রচনা করেন- দীন বন্ধু মিত্র প্রথম মঞ্চস্থ হয় কলকাতা কারাগারে

৭৬. উপমহাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে নীল চাষ বন্ধ হয়- ১৮৬০ সালে।

৭৭. নীল চাষ বন্ধের লক্ষ্যে গঠন করা হয়- "ইন্ডিগো কমিশন"

৭৮. প্রথম আধুনিক ভারতীয় বলা হয়- রাজা রামমোহন রায়কে

৭৯. ১৮২৮ সালে "ব্রাহ্ম" সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন- রাজা রামমোহর রায়

৮০. আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে শায়েসত্মা খান চট্টগ্রাম ও সন্দীপ থেকে পর্তুগীজদের বিতাড়িত করেন।

tarbirox.blogspot.com

৮১. ১৮৩০ সালে রামমোহন রায়কে রাজা উপাধী প্রদান করেন- সম্রাট দ্বিতীয় আকবর

৮২. ১৮৩০ সালে রাজা রামমোহন রায় "সংবাদ কৌমুদী ও মীরাত-উল- আখবার" নামে দুটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করেন

৮৩. ১৮৩৩ সালে ২৭ সেপ্টেম্বর: ব্রিস্টল শহরে রাজ রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয়।

# বণিকদের কবলে বাংলাদেশ

☆ বাংলায় ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে কারা প্রথম এসেছিল?

⇒ পর্তুগীজরা

☆ পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা ভারতবর্ষে আসেন কত সালে?

⇒ ১৪৯৮ সালে।

☆ ইউরোপ থেকে সমুদ্র পথে ভারতবর্ষে আসার পথ আবিস্কৃত হয় কত সালে?

⇒ ১৪৮৭ সালে।

☆ পর্তুগীজরা কবে বাংলায় ব্যবসা বাণিজ্য আরম্ভ করে?

⇒ ১৫৮০ সালে।

☆ পর্তুগীজরা পর কারা বাণিজ্যের জন্য বাংলায় আসে?

⇒ ওলন্দাজরা

☆ 'ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' কারা,কবে গঠন করেন?

⇒ ওলন্দাজ,১৬০২ সালে।

☆ বাংলা থেকে আরব বণিকদের বিতাড়িত করে কোন পর্তুগীজ নাবিক?

⇒ পেড্রো আলভারেজ কাব্রাল

☆ ফরাসিরা কখন বাংলায় বাণিজ্য করতে আগমন করে?

⇒ ১৬৬৮ সালে

☆ কোন যুদ্ধের ফলে ভারতে ফরাসিদের সাম্রাজ্যে বিস্তারের স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়?

⇒ ১৭৬০ সালের বন্দিবাসের যুদ্ধে।

☆ বন্দিবাসের যুদ্ধে কে, কার কাছে পরাজয় স্বীকার করে?

⇒ ইংরেজ সেনাপতি আয়ারকুটের কাছে ফরাসী গর্ভণর কাউন্ট লালী

☆ উপমহাদেশে ব্যর্থ হয়ে ওলন্দাজরা কোথায় বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে?

⇒ ইন্দোনেশিয়ায়।

☆ ইংরেজরা বাংলায় প্রথম কোন স্থানে কুঠি স্থাপন করে?

⇒ সুরাটে

☆ কে শান্তিপূর্ণ বাণিজ্য নীতি পরিত্যাগ করে বন্দর আক্রমণ করে?

⇒ ইংরেজ নৌবাহিনীর জন চাইল্ড।

☆ বাংলায় ইংরেজদের কোন কুঠিটি সবচেয়ে সুরক্ষিত ছিল?

⇒ ফোর্ট উইলিয়াম।

☆ মুঘল সম্রাটের সাথে ইংরেজদের সন্ধি কোন সালে?

⇒ ১৯৬০ সালে।

banglabirdox.blogspot.com

☆ কলকাতা নগরী কে প্রতিষ্ঠা করেন?

⇒ ইংরেজ কর্মচারী জান চার্ণক।

☆ কোন সালে ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়?

⇒ ১৬৬৪ সালে।

☆ কোন সালে বিট্রিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়?

⇒ ১৬০০ সালে।

☆ কলকাতা নগরী প্রতিষ্ঠিত হয় কোন সালে?

⇒ ১৬৯০সালে।

☆ বর্গী নামে কারা পরিচিত ছিল?

⇒ মারাঠারা।

## ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন

☆ উপমহাদেশের প্রথম বিট্রিশ গর্ভনর কে ছিল?

⇒ লর্ড ক্লাইভ।

☆ দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তক কে?

⇒ লর্ড ক্লাইভ

☆ দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা চালু হয়?

⇒ ১৭৭৫ সালে।

☆ দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় শাসন কর্তৃত্ব কার ওপর ন্যস্ত হয়?

⇒ নবাবের হাতে।

☆ দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব কার ওপর ন্যস্ত হয়?

⇒ লর্ড ক্লাইভের হাতে।

☆ বাংলায় দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা কে রহিত করেন?

⇒ ওয়াকেন হেস্টিংস।

☆ নিলাম সূত্রে কে জমি বন্দোবস্তের প্রথা চালু করেন?

⇒ ওয়ারেন হেস্টিংস।

☆ ওয়ারেন হেস্টিংস কবে বাংলার গর্ভণর জেনারেল নিযুক্ত হন?

⇒ ১৭৭৪ সালে।

☆ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন কে?

⇒ লর্ড কর্নওয়ালিস (১৭৯৩ সালে, ২২ শে মার্চ)।

☆ ছিয়াত্তরের মন্তন্তর' কখন হয়েছিল?

⇒ ১১৭৬ বাং (১৭৭০ ইং)।

☆ পঞ্চাশের মন্বন্তর'কখন হয়েছিল?

⇒ ১৩৫০ বাং এবং ১৯৪৩ ইং সালে।

☆ কে বাংলার রাজধানী মর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থান্তান্তর করেন?

⇒ ওয়ারেন হেস্টিংস।

tanbircox.blogspot.com

☆ উপমহাদেশে ব্রিটিশ বিরোধী সিপাহী বিদ্রোহ কোন সালে ও কোথায় শুরু হয়?

⇒ ১৬৬৪ সালে। ১৮৫৭ সালে ২৯ মার্চ, বঙ্গদেশের ব্যারাকপুরে।

☆ উপমহাদেশে সর্বপ্রথম 'রাজস্ব বোর্ড' স্থাপন করেন কোন ইংরেজ শাসক?

⇒ ওয়ারেন হেস্টিংস।

☆ আদালতে ফরাসি ভাষার পরিবর্তে দেশীয় ভাষার প্রচলন করেন কোন ইংরেজ শাসক?

⇒ লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক।

☆ "সতীদাহ প্রথার বিলোপ আইন" কে পাশ করেন এবং কখন?

⇒ লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক (১৮২৯ সালে)।

☆ উপমহাদেশে সংস্কৃতি ও ফরাসি পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন কে করেন?

⇒ লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক।

☆ "বিধবা বিবাহ আইন" কে কখন প্রচলন করেন?

⇒ লর্ড ডালহৌসি (১৮৫৬ সালে)।

☆ বাংলার প্রথম গর্ভনর জেনারেল কে?

⇒ ওয়ারেন হেস্টিংস।

☆ বাংলার সর্বশেষ গর্ভনর কে ছিলেন?

⇒ ওয়ারেন হেস্টিংস।

☆ 'সতীদাহ রহিতকরণ আইন' টি কবে কার্যকর হয়?

⇒ ১৮৩০ সালে।

☆ 'দশশালা বন্দোবস্ত' (১৭৯০) কে চালু করেন??

⇒ লর্ড কর্ণওয়ালিস।

☆ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট 'ভারত শাসন আইন' বা 'রেলগুলেটিং এ্যাক্ট' পাশ হয় কখন?

⇒ ১৭৭৩ সালে।

☆ পাঁচশালা বন্দোবস্তের প্রবর্তক কে?

⇒ ওয়ারেন হেস্টিংস।

☆ উপমহাদেশের সর্বপ্রথম রেল যোগাযোগ চালু করেন কে, কোন সালে?

⇒ লর্ড ডালহৌসী,১৮৫৩ সালে।

☆ উপমহাদেশের প্রথম কাগজের মুদ্রার প্রচলন করেন কে?

⇒ লর্ড ক্যানিং।

☆ উপমহাদেশের সর্বশেষ ব্রিট্রিশ ভাইসরয় ছিল?

⇒ লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন।

☆ 'রামমোহন রায়' কে 'রাজা' উপাধি কে দেন?

⇒ সম্রাট দ্বিতীয় আকবর।

☆ সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা দখল করে কি নাম রাখেন?

⇒ আলীনগর।

☆ সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরেজরা শেষ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফরকে কোথায় নির্বাসনে প্রেরণ করে?

⇒ বর্তমান মায়ানমার (রেঙ্গুনে)।

☆ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফরের সমাধি কোথায় অবস্থিত?

tanbircox.blogspot.com

⇒ মায়ানমারে।

# ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সময়ে বিদ্রোহসমূহ:

১. ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ- ১৭৬৩ সালে ফকির মজনু শাহের নেতৃত্বে।

২. ফরায়েজী আন্দোলন- ১৮১৮ সালে হাজী মোহাম্মাদ শরীয়তউল্লাহর নেতৃত্বে এ আন্দেলন হয়। তিনি বাংলাকে দারুল হারব (যুদ্ধরত দেশ) নামে অভিহিত করেন। তার মৃত্যুর পর আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন পুত্র মুহসীন উদ্দিন (দদু মিয়া)

৩. ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন- ১৮২৩-১৮২৯ পর্যন্ত লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর নেতৃত্বে এ আন্দোলন হয়। কলকাতা হিন্দু কলেজকে কেন্দ্র করে গঠিত হয় এ আন্দোলন একটি সামাজিক ছাত্র আন্দোলন।

৪. তিতুমীর বিদ্রোহ- ১৮৩১ সালের ২৩ অক্টোবর মীর নিসার আলীর (তিতুমীর) নেতৃত্বে সশস্ত্র আন্দোলন হয়। কলকাতার বারাসত মহকুমার নারিকেলবাড়িয়াতে তাঁর বাঁশের কেল্লা ছিল। কর্ণেল স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে বাঁশের কেল্লা পতন হয়। তিতুমীরের সেনাপতি ছিলেন গোলাম মাসুম।

৫. সাঁওতাল বিদ্রোহ- ১৮৫৫-৫৬ সালে সিধু ও কানু দুই ভাইয়ের নেতৃত্বে এ আন্দোলন হয়।

৬. সিপাহী বিদ্রোহ- ১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ। বাংলায় ১ম বিদ্রোহ শুরু হয় কানপুরে মঙ্গলপান্ডের নেতৃত্বে। ঢাকায় নেতৃত্ব দেন রজব আলী। সিপাহী বিদ্রোহের নেতা নানা সাহেব। শ্রেষ্ট সিপাহী তাতিয়া টোপি। ঝাঁসির রাণী লক্ষীবাঈ এতে উলে-খযোগ্য ভূমিকা রাখেন।

banglafox.blogspot.com

☆ প্রথম দিকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব কে দেন?

⇒ তিতুমীর।

☆ তিতুমীর এর জন্মগ্রহন কোথায়?

⇒ চবিবশ পরগনা জেলার বারাসত মহকুমার চাঁদপুর গ্রামে।

☆ বাঁশের কেল্লা তৈরির পরিকল্পনা করেন কে?

⇒ গোলাম মাসুম।

☆ নারিকেলবাড়িয়ার বাঁশের কেল্লা ধ্বংস হয় কোন সালে?

⇒ ১৮৩১ সালে।

☆ নারিকেলবাড়ীয়ার প্রথম যুদ্ধ কোন ইংরেজ পরাজিত হয়?

⇒ আলেকজান্ডার (বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট)।

☆ বাংলাদেশে ফরায়েজী আন্দোলনের প্রবক্তা কে?

⇒ হাজী শরিয়তউল্লাহ।

☆ কার নেতৃত্বে বাঁশের কেল্লা ধ্বংস হয়?

⇒ লেঃ কর্ণেল স্টুয়ার্ট।

☆ কোন সালে সতীদাহ প্রথা রহিতকরণ আইন পাশ হয়?

⇒ ১৮২৯ সালে।

☆ তিতুমীর এর প্রকৃত নাম কি?

⇒ মীর নিসার আলী।

☆ হাজী শরিয়তউল্লাহ কত সালে কোথায় জন্ম গ্রহন করেন?

⇒ ১৭৮১ সালে শরীয়তপুর জেলায়।

☆ ফকিরদের উলেখযোগ্য নেতা কে ছিলেন?

⇒ মজনুশাহ মস্তানা।

☆ সন্নাসীদের উলেখযোগ্য নেতা কে ছিলেন

⇒ ভবানী পাঠক।

☆ ফকিরদের সাথে যুদ্ধে কোন ইংরেজ নিহত হন?

⇒ ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ক।

☆ কোন কবি ফকির মজনু শাহের তৎপরতার তথ্য নিয়ে কবিতা রচনা করেন?

⇒ পঞ্চানন দাস।

☆ ইংরেজ শাসনামলে হিন্দু সমাজের পুনর্জাগরণের অগ্রনায়ক কে ছিলেন?

⇒ রাজা রামমোহন রায়।

☆ ব্রাহ্মন ধর্ম ও ব্রাহ্ম সমাজের প্রবর্তন করেন কে, কবে?

⇒ রাজা রামমোহন রায়, ১৮২৯ সালে।

☆ কোন সালে বিধবা বিবাহের বৈধকরণ আইন পাশ হয়?

⇒ ২৬ জুলাই, ১৮৫৬ সালে।

☆ মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য কে তার সমস্ত সম্পত্তি দান করে যান?

⇒ হাজী মুহম্মদ মুহসীন।

☆ নওয়াব আব্দুল লতিফ কবে,কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন

⇒ ১৮২৮ সালে,ফরিদপুরে।

☆ সতীদাহ প্রথা রহিতকরণে কোন সমাজ সংস্কারের ভূমিকা উলেখযোগ্য?

⇒ রাজা রামমোহন রায়।

☆ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোন কলেজের হেড পন্ডিত ছিলেন?

⇒?ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ।

☆ কোন শিক্ষাবিদের সহায়তায় হিন্দু বিধবা বিবাহের প্রচলন হয়?

⇒ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

☆ বাংলাদেশে ইংরেজী শিক্ষা চালু হওয়ার কোন সম্প্রদায় সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয়?

⇒ হিন্দু।

☆ কোন কলেজকে প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত করা হয়?

⇒ হিন্দু কলেজ।

☆ মুসলিম সাহিত্য সমাজ এর প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

⇒ নওয়াব আব্দুল লতিফ।

☆ আলীগড় আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

⇒ সৈয়দ আহমেদ খান।

☆ ভারত উপমহাদেশের কোন মনীষী প্রথম প্রিভিকাউন্সিলের সদস্য হন?

⇒ সৈয়দ আমীর আলী।

☆ কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম মুসলিম বিচারপতি কে ছিলেন?

⇒ সৈয়দ মুহম্মদ।

tanbircox.blogspot.com

☆ বাংলায় নীল চাষ বিলুপ্ত হয় কোন সালে?

⇒ ১৮৬০ সালে।

☆ বাংলায় নীল বিদ্রোহ করা অংশগ্রহন করে?

⇒ নীলচাষীরা।

☆ নওয়াব আব্দুল লতিফের উলেখযোগ্য কীর্তি কি?

⇒ মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি,প্রতিষ্ঠা ১৮৬৩ সালে।

☆ কোন লাটের সময় বঙ্গ-ভঙ্গ হয়?

⇒ লর্ড কার্জন?

☆ বঙ্গ-ভঙ্গ কবে কার্যকর হয়?

⇒ ১৯০৫ সালে, ১৬ অক্টোবর।

☆ বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করার সুপারিশ করেন কোন ভাইসরয়?

⇒ লর্ড হার্ডিঞ্জ।

☆ বঙ্গ-ভঙ্গ রদ হয় কোন সালে?

⇒ ১৯১১ সালে।

☆ উপমহাদেশে ভবিষ্যৎ সংবিধানের খসড়া তৈরীর জন্য গঠিত কমিশনের নাম?

⇒ ১৯২৭ সালে, সাইমন কমিশন।

☆ কংগ্রেস কোন সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

⇒ ১৮৮৫ সালে।

☆ কোন সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে?

⇒ বর্ণ হিন্দুগণ।

☆ মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনে দাবি কোন আইন দ্বারা স্বীকৃত হয়?

⇒ মর্লি মিন্টো সংস্কার আইন।

☆ ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত মুসলমানদের বাংলা মুখপাত্রটির নাম কি?

⇒ দৈনিক আজাদ।

☆ কে বাংলায় ঋণ সালিশী আইন প্রবর্তন করেন?

⇒ এ,কে ফজলুল হক।

☆ বৃটিশ ভারত বিভক্তির সময় বাংলার প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?

⇒ হোসেন শহীদ সোরাওয়ার্দী।

☆ কোন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ভারতে সাধারণ নির্বাচনের নির্দেশ প্রদান করেন?

⇒ মিঃ এটালী।

☆ খেলাফত আন্দোলন কখন শুরু হয়?

⇒ ১৯২০ সালে।

☆ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারত শাসন আইন কবে পাশ হয়?

⇒ ১৯৩৫ সালে।

☆ 'দ্বি-জাতি তত্ত্বের' প্রবক্তা কে?

⇒ মুহম্মদ আলী জিন্নাহ।

☆ 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' ঘোষণা কবে করা হয়?

banglircox.blogspot.com

⇒ ১৯৩৯ সালে।

☆ লাহোর প্রস্তাব' কে কবে ঘোষণা করেন?

⇒ শেরে বাংলা এ,কে ফজলুল হক, ২৩ মার্চ, ১৯৪০ সালে।

☆ ব্রিটিশি ভারতে কবে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়?

⇒ ১৯৩৭ সালে।

☆ বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী কে হন?

⇒ শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক।

☆ ক্ষুদিরামকে কখন ফাঁসি প্রদান করা হয়?

⇒ ১৯০৮ সালে।

☆ মাস্টারদা সূর্যসেন কবে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন?

⇒ ১৮ এপ্রিল,১৯৩০।

☆ কংগ্রেস কে প্রতিষ্ঠা করেন?

⇒ এ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম।

☆ লক্ষ্ণৌ চুক্তি কত সালে হয়?

⇒ ১৯১৬ সালে, ১৬ ডিসেম্বর।

☆ অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করেন কে?

⇒ মহাত্মা গান্ধী।

☆ মহাত্মা গান্ধীর প্রকৃত নাম কি?

⇒ করম চাঁদ মোহন দাস গান্ধী।

☆ মুসলিম লীগ কখন প্রতিষ্ঠিত হয়?

⇒ ১৯০৬ সালে।

☆ মুসলিম লীগের প্রস্তাবক কে?

⇒ নবাব স্যার সলিমুলাহ।

☆ মাস্টারদা সূর্যসেনের সাথে কোন মহিলা বিপবী ছিলেন?

⇒ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।

☆ বৃটিশ সরকার ভারতীয়দের নিকট শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য লর্ড ওয়াভেলের স্থলে কাকে পাঠান?

⇒ লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনকে।

☆ স্বাধীন সার্বভৌম ভারত রাষ্ট্রের জন্ম হয় কবে?

⇒ ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭ সালে।

☆ স্বাধীন সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয় কবে?

⇒ ১৪ আগস্ট, ১৯৪৭ সালে।

tanbircox.blogspot.com

# ব্রিটিশ শাসনামলের উলেখযোগ্য ঘটনাবলি বিদ্রোহসমূহ

১. নীল বিদ্রোহ-১৮৫৯-৬০ সালে এ আন্দোলন হয়। বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান কমিটির নাম 'ইন্ডিগো কমিশন' (মার্চ ৩১,১৮৬০)।

২. কংগ্রেস- ১৮৮৫ সালে গঠিত। ১ম সভাপতি-উমেশচন্দ্র ব্যাণার্জী। ১ম সাধারণ সম্পাদক- এলান অক্টোভিয়ান হিউম।

৩.বঙ্গভঙ্গ- ১৯০৫ সালের ৫জুলাই সরকারী ঘোষণার পর ১৬ অক্টোবর এটি কার্যকর হয়। এটি রদ করেন লর্ড হার্ডিঞ্জ। ১২ ডিসেম্বর, ১৯১১ সালে ইংল্যান্ডের সম্রাট ৫ম জর্জ দিলীতে বঙ্গভঙ্গ রদ করার সরকারী ঘোষণা দেন। রদকরণ কার্যকর হয় ১ জানুয়ারী, ১৯১২ সালে।

৪. মুসলিম লীগ- ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠা। ১ম সভাপতি আগা খান। প্রস্তাবক- স্যার সলিমুলাহ।

৫. মর্লি-মিন্টো সংস্কার- ১৯০৯ সালে ভারত সচিব মর্লি ও ভাইসরয় মিন্টোর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা গঠন সংক্রান্ত প্রস্তাব এবং মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন আইন।

৬. নথান কমিশন- ১৯১২ সালের ১৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিশন। এর মাধ্যমে ১৯২১ সালের ২১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

৭. লক্ষ্ণৌ চুক্তি- ১৯১৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ পরস্পরকে রাজনৈতিক দল হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

৮. মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার- ১৯১৮ সালে প্রণীত মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯১৯ সালে বৃটিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত ভারত শাসন আইনের সংস্কারই মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার।

৯. খিলাফত আন্দোলন- ১৯১৯ সালের ১৭ ই অক্টোবর খিলাফত দিবস। ১৯১৯-১৯২২ সাল পর্যন্ত এ আন্দোলন চলে। নেতৃত্ব দেন মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা মোহাম্মাদ আলী প্রমুখ।

১০. অসহযোগ আন্দোলন- ১৯২০-১৯২২ পর্যন্ত চলে এ আন্দোলন। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে এ আন্দোলন সংগঠিত হয়।

১১. বেঙ্গল প্যাক্ট- ১৯২৩ সালে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে বঙ্গীয় কংগ্রেস ও মুসলমানদের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি।

১২. সাইমন কমিশন- ১৯২৭ সালে গঠিত হয়। এর সদস্য ছিল ৮ জন।

১৩. ভারত শাসন আইন- মন্টেগু-চেমর্সফোর্ড সংস্কার,সাইমন কমিশন ও ১৯৩০ সালের গোলটেবিল বৈঠকের আলোকে ১৯৩৫ সালের প্রণীত শাসন আইন।

১৪. আইন অমান্য ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন- ১৯২৯ সালে ভাইসরয় আরডাইন কর্তৃক ঘোষিত ডোমিনিয়নের প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধী ১৯৩০ সালে এই আন্দোলন করেন।

১৫. গোল টেবিল বৈঠক- ১৯৩০,১৯৩১ ও ১৯৩২ সালে লন্ডনে।

১৬. কৃষক-প্রজা পার্টি- ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে এই পার্টি প্রধান শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক অবভিক্ত বাংলায় প্রথম মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

১৭. দ্বি-জাতি তত্ত্ব- ১৯৩৯ সালে মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ কর্তৃক ঘোষিত হিন্দু ও মুসলমান দুটি পৃথক জাতি সম্পর্কিত তত্ত্ব।

১৮. লাহোর প্রস্তাব- ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে মুসলিম লীগের অধিবেশনে এ কে ফজলুল হক এই প্রস্তাব করেন।

১৯. পঞ্চাশের মন্বন্তর- বাংলা ১৩৫০ সালে (ইংরেজি ১৯৪৩ সালে) ১৯৪৩-৪৫ সালে খাজা নাজিমুদ্দিনের শাসনামলের দুর্ভিক্ষ। ১৯৪৪ সালে এটি প্রকট আকার ধারণ করে। এর কারণ অনুসন্ধানে গঠিত কমিশন 'উডহেড কমিশন।'

২০. ক্রীপস মিশন- ১৯৪২ সালে ভারতে প্রেরিত হয়।

২১. ভারত ছাড়-আন্দোলন- ১৯৪২ সালে মহাত্মা গান্ধী নেতৃত্বে আন্দোলন।

banglafox.blogspot.com

২২. কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা- ১৯৪৬ সালে ভারত সচিব পেথিক লরেন্স-এর নেতৃত্বে৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিশন ভারতে প্রেরিত হয়।

২৩ . ভারত বিভক্তি- র‍্যাডক্লিফ কমিশন-এর প্রধান সাইরিল র‍্যাডক্লিফ-এর রোয়েদাদ অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান ও ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হয়।

# বাংলাদেশেরঐতিহাসিকপটভূমি(১৯৪৭-১৯৭১)

☆ দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিক ১৯৫৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের রাষ্ট্রের জন্ম হয় । স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম গভির্ণ জেনারেল মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ ।

☆ পাকিস্থানের প্রথম প্রধান মন্ত্রী ছিলেন লিয়াকত আলী খান এবং প্রথম প্রেসীডেন্ট ছিলেন ইস্কন্দার মির্জা ।

☆ পাকিস্থানের মোট জনসংখ্যা প্রায় শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষের মাতৃভাষা ছিল বাংলা এবং মাত্র ৬ ভাগ মানুষের মাতৃভাষা ছিল উর্দু ।

☆ রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন হচ্ছে ; তমুদ্দুন মজলিশ । ১৯৪৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর অধ্যাপক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে এই সংগঠনটির সূত্রপাত ঘটে। এই সংগঠনটি পাকিস্তানের রাষ্ট্রে ভাষা বাংলা না উর্দু নামক পুস্তিকা প্রকাশ করে।

☆ পূর্ববঙ্গ প্রদশের প্রথম মূখ্যমন্ত্রী ছিলেন খাজা নাজিম উদ্দিন । আর অভিভক্ত বাংলার প্রথম মূখ্য মন্ত্রী ছিলেন এ, কে ফজলুল হক।

☆ পাকিস্তানের গণপরিষদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি প্রথম উত্থাপন করেন কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

☆ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রভাবে প্রথম করে, কোথায় গৃহীত হয় ?- ডিসেম্বর, ১৯৪৭ সালে করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলন ।

☆ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় - ৩০ জানুয়ারী ১৯৪৮ (আহবায়ক-নুরুল হক ভুঁঞা )

☆ দদটৎফঁ ধহফ টৎফঁ ংযবষষ নব --------চধশরংঃঃংহচ- এ ঘোষণা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর, রেসকোর্স ময়দানে ২১ মার্চ ১৯৪৮ কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে - ২৪ মার্চ ১৯৪৮ ঘোষণা দেন।

☆ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় - ২ মার্চ ১৯৪৮ ( আহকবায়ক - কামরুদ্দিন আহম্মদ)ু

☆ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি চ গঠিত হয় - ৩০ জানুয়ারী, ১৯৫২।

☆ ২১ শে ফেব্রুয়ারী বাংলা তারিখ- ৮ ফাল্গুন ।

☆ শেখ মুজিব রাষ্ট্র ভাষা বাংলার দাবীতে কারাগারে অনশন বরেন - ১৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ থেকে ১৭ দিন ।

☆ ২১ ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার দাবী জানায়ঃ গড়ঃযবৎ খধহমঁধমব ড়ভ ড়িৎষফ (কানাডা ভিত্তিক সংগঠন ) নেতা খান মিজানুল ইসলাম সেলিম ও আব্দুস সালাম ।

☆ পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না ঊর্দু পুস্তিকাটি প্রকাশ হয় - ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সালে।

☆ যুক্তফ্রন্ট গঠন - ৪ ডিসেম্বর ১৯৫৩ সালে

☆ যুক্তফ্রন্টের দফা - ২১ টি, প্রথম দফা বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করা, অন্যতম দবী আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন ।

☆ যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী সভার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন - শেরে বাংলা এ কে, ফজলুল হক ।

☆ ৬ দফা দাবী উত্থাপন -১৯৬৬ সালে ১৩ ফেব্রুয়ারী লাহোরে, বিরোধী দলের সম্মেলন, শেখ মুজিবুর রহমান ।

☆ আসামী - শেখ মুজিব সহ ৩৫ জন ।

☆ বর্তমানে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার স্মৃতিবাহি যাদুঘর - ঢাক সেনানিবাসে

☆ বর্তমানে আগরতলা ষড়য়ন্ত্র মামলার কআসামী সার্জেন্ট জহুরুল হক কারাগারে খুন হন - ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ ।

☆ সর্বদালীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন - ডিসেম্বর ১৯৬৮ সালে।

banglacook.blogspot.com

☆ আইউব খান পদত্যাগ করেন - ২৫ মার্চ ১৯৬৯ সালে
☆ এগার দফা - পাকিস্তানে গণ আন্দোলনের পেক্ষাপটে ৬ দফাসহ পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্বমাসনের দাবিতে ছাত্র সমাজের ১১ দফা সম্বিরিত ঐতিহাসিক ঘোষনা ।
☆ এগার দফা ঘোষণা হয় - ১৯৬৯ সালে ।
☆ নির্বাচন অনুষ্ঠিত - ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০, ফলাফলঃ মোট আসন -৩১৩, মহিলা -১৩ জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯ আসনে আওয়ামীলীগ - ১৬৭ প্রদেশিক পরিষদে ৩১০ আসনে আওয়ামীলীগ ২৬৯ (২৮৮+১০)।
☆ পূর্ব বাংলার নাম পূর্বপাকিস্তান হয় ২৩ ,মার্চ ১৯৫৬ সালে এবং এই একই দিনে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়।
☆ ৫২-ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন খাজা নাজিমউদ্দিন এবং পূর্ব বাংলার মূখ্য মন্ত্রী ছিলেন নূরুল আমিন।
☆ ১৯৫০ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা এবং পূর্ববাংলার জমিদার প্রথা বিলোপ সাধন কারা হয়।
☆ ১৯৫৩ সালে কারাগারে আটক থাকাকালে অধ্যাপক মুনির চৌধুরী রচনা করেন একুশের প্রথম নাটক ওকবরহ ।
☆ ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো, ২১ ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে।
☆ বাংলাদেশের ২৪ বছর পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত ছিল।
☆ ১৯৫২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারুী শহীদ শফিউরের পিতা মাহবুবর রহমান কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের উদ্বোধন করেন।
☆ ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্তি সময় বাংলার মূখ্যমন্ত্রী ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
☆ পূর্বা পাকিস্তানের নাম বাংলাদেশের রাখা হয় - ১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর ।

## মুক্তিযুদ্ধ

☆ ১৯৭১ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় তৎকালীন ডাকসু ভিপি.আ.স.ম আব্দুর রব সর্বপ্রথম বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন।
☆ অস্থায়ী সচিবালয়/রাজধানী -মেহেরপুরের মুজিবনগর (পূর্বনাম ভাবের পড়া / বৈদ্যনাথ তলা )
☆ সচিবালয় ক্যাম্প অফিস - ৮ থিয়েটর রোড, কলকাতা, ভারত।
☆ গঠন - ১০ আপ্রিল ১৯৭১
☆ শপথ গ্রহণ- ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ (বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা)
☆ মুজিবনগরে নতুন সরকার গঠনের ঘোষণাপত্র পাঠ করেন - অধ্যাপক ইউসুফ আলী।
☆ অস্থায়ী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল - ৯ জন ।
☆ উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি ছিলেন- মাওলানা আব্দুল হামীদ খান ভাসানী।
☆ রাষ্ট্রপতি ও সর্বাধিনায়ক- শেখ মুজিবুর রহমান।
☆ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি - সৈয়দ নজরুল ইসলাম ।
☆ প্রধানমন্ত্রী - তাজউদ্দিন আহমদ
☆ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী - কামরুজ্জামান
☆ সশস্ত্র বাহিনী প্রধান - জেনারেল এম.এ.জি ওসমানি।
☆ জাতীয় পরিষদের বৈঠক অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থাগিত ঘোষণা করা হয় -১ মার্চ ১৯৭১ সালে
☆ এদেশের মাটি চাই, মানুষ মানুষ নয় - উক্তিটি ইয়াহিয়া খানের
☆ শেখ মুজিব স্বাধীনতা সংক্রাতা ঐতিহাসিক ভাষণ দেন-৭মার্চ ১৯৭১ সালে, রেসকোর্স ময়দানে ( বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)

banglafox.blogspot.com

☆ ঢাকা মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক হয়-১৯৭১ সালের ১৬-২৫ মার্চ পর্যন্ত ১০ দিন।
☆ আলোচনার প্রহসন শেষে ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করেন-২৫ মার্চ ১৯৭১ সালে, রাতে।
☆ অপারেশন সার্চ লাইট- পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী বর্তৃক ২৫ মার্চ ১৯৭১ কালো রাতে সংগঠিত গণহত্যা। এ রাতে অসংখ্যা নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয়।
☆ স্বাধীনতার ঘোষণা হয়-২৭ মার্চ ১৯৭১ চট্টগ্রামের কালুরঘাটস্থ অস্থায়ী 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রহ কতে।
☆ ২৬ মার্চকে জাতীয় দিবস ঘোষণা করা হয়-১৯৮০ সালে
☆ বাংলাদেশ বিমান বাহীনীরন প্রথম অধিনায়ক ছিলেন - এয়ার কামোডোর এ.কে. খন্দকার
☆ বাংলাদেশের মবদ্ধিজীবীদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়-১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে
☆ কোথায়, কার নিকট পাকিস্তানী বাহিনী আত্মাসমর্পণ করে ? - হানাদার বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল নিয়োজী ৯৩ হাজার সৈন্য ও অস্ত্রসহ রেসর্কোস ময়দান বর্তমান সোহরাওয়াদী র্ উদ্যানে মিত্র বাহিনীর প্রধান জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরার নিকট আত্মাসমর্পণের দলীলে স্বাক্ষর করেন।
☆ বীরশ্রেষ্ট মতিউর রহমানের দেহাশেষ পাকিস্তানের থেকে বাংলাদেশের আনা হয়-২৪ জুন ২০০৬ সালে (দীর্ঘ ৩৫ বছর পর)
☆ যুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে - ইস্টবেঙ্গল রেজমেন্ট।
☆ মুক্তিযুদ্ধে একমাত্র নৌ সেক্টর ছিল ১০ নং সেক্টর। এই সেক্টরে কোন নিয়মিত সেক্টর কমান্ডর চিলেন না।
☆ মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্রিগেড আকারে আকারে ৩টি ফোর্স গঠন করা হয়েছিল এগুলো হলো (১) জড. ফোর্স (২) এস. ফোর্স (৩) কে. ফোর্স
☆ বাংরাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মাদার মারিও ভেরেনাজি নামক একজন ইতালীয় নাগরীক মৃত্যুবরণ করেন।
☆ ভারত-বাংলাদেশ যৌথবাহিনী গঠিত হয় ২১ নভেম্বর ১৯৭১। কিন্তু তারা যৌথভাবে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১।
☆ জর্জ হ্যারিসন ও পন্ডিত রবি সংকর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অর্থ সংগ্রহের জন্য নিউইর্য়কের ম্যাডিসন স্কোয়ার 'ঈড়হপবৎঃ ভড়ৎ ইধহমষধফবংযহ এর আয়োজন করে।
☆ মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রথম শত্রু মুক্ত হয় যশোর জেলা।
☆ মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হতে পত্র নামক যে কবিতাটি প্রচারিত হত তা পাঠ করতেন এম. আর. আখতার মুকুল।

## মুক্তিযুদ্ধেরবিবিধপ্রসঙ্গ

☆ স্বাধীনতার যুদ্ধে বাংলাদেশের পতাকা কোন বিদেশী মিলনে প্রথম উত্তোলন করা হয় ? -কলকাতায়।
☆ স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় সমগ্র বাংলাদেশকে ভাগ হয়- ১১ সেক্টরে
☆ স্বাধীনতার সময় ঢাকা শহর ছিল-২নং সেক্টর
☆ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় চট্টগ্রাম শহর ছিল- ১নং সেক্টরে
☆ বীর প্রতীক খেতাব প্রাপ্ত একমাত্র বিদেশী - মিঃ ওডারল্যান্ড (অস্ট্রেলিয়া)
☆ মিঃ ওডারল্যান্ড যুদ্ধ করেন - ১ ও ২ নং সেক্টর।
☆ শিখাচিরন্তন প্রজ্জ্বলন-৭ মার্চ ১৯৯৭ এবং স্থাপন - ২৬ মার্চ ১৯৯৭
☆ পাকিস্থানের চূড়ান্ত পরাজয়ের আত্মাসমপর্ণ দলিলে সাক্ষর করেন -
☆ পাকিস্তানের পক্ষে-জেনারেল নিয়াজী
☆ মুক্তিবাহিনীর পক্ষে-এ.কে.খন্দকার

tanbircc.blogspot.com

☆ মিত্র বাহিনীর পক্ষে-জগিজিৎ সিং অরোরা

☆ শেখ মুজিব পাক কারাগার থেকে মুক্তিপান - ৮ জানুয়ারী ১৯৭২ স্বদেশ পত্যাকর্তন - ১০ জানুয়ারী ১৯৭২।

# মুক্তিযুদ্ধেপ্রদত্তউপাধি

☆ মক্তি যুদ্ধে অবদানের জন্য চারটি রাষ্ট্র পুরুস্কার প্রদান করা হয়। এগুলো হল বীরশ্রেষ্ঠ, বীর উত্তম, বীরবিক্রম , বরিপ্রতীক।

☆ স্বাধীনতার যুদ্ধ অবদান রাখার জন্য ৭ জনকে বীরশ্রেষ্ট , ৬৮জনকে বীরউত্তম, ১৭৫ জনকে বীরবিক্রম, এবং ৪২৬ জনকে বীর প্রতীক উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

☆ স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদানের জন্য মহিলাকে বীরপ্রতীকে উপাধি প্রদান করা হয়।

# বীরশ্রেষ্ঠ পরিচিতি

| নাম | জন্মস্থান | জন্ম কাল | পদবি | কর্ম স্থল | মৃত্যু |
|---|---|---|---|---|---|
| মুন্সি আব্দুর রউফ | ফরিদপুর জেলার, বোয়ালমারী থানার সালামত পুর গ্রাম। | মে, ১৯৪৩ | ল্যান্স নায়েক | ইপিআর | ০৮ এপ্রিল১৯৭১ |
| মোঃমোস্তফা কামাল | ভোলা মৌটুপীগ্রাম, আলীনগর, ভোলা । | ১৬ ডিঃ ১৯৪৭ | সিপাহী | সেনাবাহিনী | ১৭এপ্রিল ১৯৭১ |
| মতিউর রহমান | নরসিয়ংদী জেলার রায়পুরা থানার রামনগর গ্রাম ( জন্মমো বরক লজ, ১০৯ আগাসাদেক রোড, ঢাকা। | ২৯ নভেঃ ১৯৪২ | ফ্লাইট লেঃ | বিমান বাহিনী | ২০ আগষ্ট১৯৭১ |
| নূর মোহাম্মদ শেখ | নাড়াইল জেলার মহেশখালী গ্রাম। | ২৬ ফেব্রু ১৯৩৬ | ল্যান্স নায়েক | ই পি আর | ০৫ সেপ্টে ১৯৭১ |
| হামিদুর রহমান | ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর থানার খোরদা খালিশপুর গ্রাম। (জন্মস্থান : ডুমুরিয়া গ্রাম, চব্বিশ পরহনা,পশ্চিম) | ২ ফেব্রু ১৯৫৩ | সিপাহী | সেনা বাহিনী | ২৮ অক্টো ১৯৭১ |
| রুহুল আমীন | নেয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার বাগ পাঁচড়া গ্রাম। | ১৯৩৪ | ইঞ্জি রুম আর্টিফি সার | নৌবাহিনী | ১০ ডিঃ ১৯৭১ |
| মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর | বরিশালজেলার বাবুগঞ্জ থানার রহিমগঞ্জ গ্রাম। | ১৯৪৮ | ক্যাপ্টেন | সেনাবাহিনী | ১৪ ডিঃ ১৯৭১ |

tanbircox.blogspot.com

# মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর সমূহ

| সেক্টর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কামান্ডর | এলাকা |
|---|---|---|
| ১ নম্বর সেক্টর | মেজর জিয়া রহমান (এপ্রিল-জুন) মোঃ রকিবুল ইসলাম (জুন- ডিসেম্বর) | চট্রগ্রাম, পর্বত্য চট্টগ্রাম এবং ফেনী নদী পর্যন্ত |
| ২ নম্বর সেক্টর | মেজর খালেদ মোশাররফ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) মেজর এটি এম হায়দার (সেপ্টে-ডি) | নেয়াখলী, কুমিলা আখাউড়া - ভৈরব রেললাইন পর্যন্ত এবং ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার অংশ বিশেষ |
| ৩ নম্বর সেক্টর | মেজর শফিউলাহ (এপ্রিল- সে) মেজর নুরুজ্জামান (সি-ডি) | আখউড়া- ভৈরব রেললাইন থেকে দিকেপূর্ব দিকে কুমিলা জেলার অংশ হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জও ঢাকা জেলার অংশ বিশেষ |
| ৪ নম্বর সেক্টর | মেজর সি আর দত্ত | সিলেটের পূর্বাঞ্চল, শায়েস্তাগঞ্জ রেললাইন থেকে পূর্ব-উত্তরদিকে সিলেট - ডাউকি সড়ক |
| ৫ নম্বর সেক্টর | মেজর মীর শওকত আলী | সিলেট পশ্চিম এলাকা-ডাউকি সড়ক থেকে সুনাম গঞ্জ এবং বৃহত্তর ময়মনসিংহের সীমান্তবর্তী অঞ্চল |
| ৬নম্বর সেক্টর | উইং কমান্ডার এম. কে বাদশা | ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র রংপুর জেলা ও ঠাঁকুরগাও |
| ৭ নম্বর সেক্টর | মেজর কাজী নুরুজ্জামান, মেজর নাজমুল হক, সুবে.মেজর এ. রব | সমগ্র রাজশাহী, দিনাজপুরের অবশিষ্ট অংশ এবং ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী এলাকা ব্যতীত সমগ্র বগুড়া ও পাবনা জেলা |
| ৮ নম্বর সেক্টর | মেজর আর ওসমান চৌধুরী (আগষ্ট), মেজর এম এ মঞ্জুর (আগষ্ট-ডিঃ) | সমগ্র কুষ্টিয়া ও যোশর জেলা, ফরিদপুরের অংশ বিশেষ এবং দৌরতপুর সাতক্ষীরা সড়কপর্যন্ত খুলনা জেলার এলাকা |
| ৯ নম্বর সেক্টর | আব্দুল জলিল (ডিঃ) এম.এ. মঞ্জুর ও মেজর জয়নাল আবেদীন | সাতক্ষীরা দৌলতপুর সড়কসমুহ খুলনা জেলার সমগ্রক্ষিণাঞ্চল এবং বৃগত্তর বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা |
| ১০ নম্বর সেক্টর | মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং প্রাাপ্ত নৌ কমান্ডোহন | অভ্যান্তরীণ নৌপথ ও সমুদ্র উপকুলীয় অঞ্চল চট্টগ্রাম ও চালনা |
| ১১ নম্বর সেক্টর | মেজর আবু তাহের (৩নভেঃ) ফ্লাইট লেঃ এম হামিদুলাহ (৩ নভেঃ-ডি) | কিশোরগঞ্জ ব্যতীতসমগ্র ময়মনসিংহ টাঙ্গাইল জেলা |

# বাংলাদেশকেস্বীকৃতিদানকারী দেশসমূহ

☆ বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম দেশ ভারত (৬ ডি. ১৯৭১)। দ্বিতীয় দেশ হিসাবে ভূটান ৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে স্বীকৃতী দেয়।

☆ আরব দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দেয় ইরাক।

☆ আফ্রিকার দেশগুলোর মধ্যে প্রথম স্বীকৃতি দেয় সেনেগাল।

☆ ইউরোপের দেশগুলোর প্রথম স্বীকৃতি দেয় বুলগেরিয়া ও পোল্যান্ড।

☆ বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম অনারব মুসলিম দেশ হচ্ছে- মালয়েশিয়া।

☆ যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় ৪ এপ্রিল ১৯৭২।

☆ যুক্তরাজ্য-৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২।

☆ রাশিয়া-২৫জানুয়ারী ১৯৭২।

☆ পশ্চিম জার্মানী-৪ ফেব্রুয়ারী।

☆ অস্ট্রেলিয়া - ৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২।

☆ সৌদি আরব-১৫ আগষ্ট ১৯৭৫।

☆ চীন-৩১ আগষ্ট ১৯৭৫।

- পাকিস্থান-২২ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪।

☆ পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলা ভাষা সংক্রান্ত সংশোধনী প্রস্তাব আনেন কে?

⇒ গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (কুমিল্লা)।

☆ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব প্রথম কবে, কোথায় গৃহীত হয়?

⇒ ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে।

☆ তমুদ্দিন মজলিস কি?

⇒ একটি সংগঠন। ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর গঠিত হয়।

☆ তমুদ্দিন মজলিস প্রকাশিত পুস্তিকার নাম কি?

⇒ পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু। এটি প্রকাশিত হয় ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭।

☆ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কবে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়?

⇒ ২ মার্চ, ১৯৪৮ সালে।

☆ বাংলা ভাষা সংস্কারের নামে পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি কবে গঠিত হয়?

⇒ ৯মার্চ, ১৯৪৯ সালে।

☆ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন?

⇒ নূরুল আমিন।

☆ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?

⇒ খাজা নাজিমদ্দিন।

☆ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে কবে কোথায় প্রথম শহীদ মিনার নির্মান করা হয়।

⇒ ১৯৫২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী।

☆ ওউর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা এ কথাটি কে বলেছিলেন?

⇒ মুহম্মদ আলী জিন্নাহ।

☆ কত সালে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃত দেয়া হয়?

⇒ ২৩ মার্চ, ১৯৫৬ সালে।

☆ পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?

⇒ লিয়াকত আলী খান।

☆ পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন?

⇒ ইস্কান্দার মির্জা।

☆ পাকিস্তানের প্রথম গর্ভণর জেনারেল কে ছিলেন?

⇒ মুহম্মদ আলী জিন্নাহ।

☆ পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী কে হন?

⇒ খাজা নাজিমদ্দিন।

☆ পাকিস্তানে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন কোথায় বসে?

⇒ করাচিতে।

☆ পাকিস্তানের গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন কবে বসে?

⇒ ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮।

☆ প্রথম ওশহীদ মিনারহ কে উন্মোচন করেন?

⇒ শহীদ শফিউরের পিতা মৌলভী মাহবুবুর রহমান।

tanbircox.blogspot.com

☆ যুক্তফ্রন্ট কবে গঠিত হয়?

⇒ ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর।

☆ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা কবে কার নেতৃত্বে গঠিত হয়?

⇒ ৩ এপ্রিল, ১৯৫৪ সালে শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে।

☆ যুক্তফ্রন্টের ২১-দফা কর্মসূচীর মধ্যে প্রথম দফা কি ছিল?

⇒ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা।

☆ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল ঘোষণা করা হয় কবে?

⇒ ৩০ মে, ১৯৫৪ সালে।

☆ আতাউর রহমান কবে মুখ্যমন্ত্রী হন?

⇒ ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ সালে।

☆ কবে পাকিস্তানের গণপরিষদ বাতিল করা হয়?

⇒ ২৪ অক্টোবর,১৯৫৪ সালে।

☆ পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র কবে গৃহীত হয়?

⇒ ২৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৬ সালে।

☆ পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র কবে কার্যকর হয়?

⇒ ২৩ মার্চ, ১৯৫৬ সাল।

☆ শহীদ সোহরাওয়ার্দী কবে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন?

⇒ ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬ সালে।

☆ মালিক ফিরোজ খান নুন কবে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন?

⇒⇒ ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৫৭ সালে।

☆ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন কোথায় হয়?

⇒ ঢাকায়।

☆ গর্ভণর এ.কে. ফজলুল হক কবে আতাউর রহমান মন্ত্রীসভা বরখাস্ত করেন?

⇒ ৩১ মার্চ, ১৯৫৮ সালে।

☆ বাংলাদেশ কত বছর পাকিস্তানের অন্তভুক্ত ছিল?

⇒ ২৪ বৎসর।

☆ আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম সভাপতি কে হন?

⇒ মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী।

☆ আইয়ুব খানের সহচর ও পূর্ব পাকিস্তানের দীর্ঘকালীন গর্ভনর কে ছিলেন?

⇒ মোনায়েম খান।

☆ পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র কে, কবে বাতিল করেন?

⇒ ইস্কান্দার মির্জা। ৭ অক্টোব, ১৯৫৮ সালে।

☆ পাকিস্তানের প্রথম কে, করে সামরিক আইন জারী করেন?

⇒ ইস্কান্দার মির্জা। ৭ অক্টোবর ১৯৫৮ সালে।

☆ আইয়ুব খান কবে ইস্কান্দার মির্জার স্থলভিত্তিক হন?

⇒ ২৭ অক্টোবর,১৯৫৮ সালে।

☆ জেনারেল আইয়ুব খান নিজেকে স্বনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন কবে?

pakistanirccx.blogspot.com

⇒ ২৭ অক্টোবর, ১৯৫৮ সালে।

☆ মৌলিক গণতন্ত্রীদের আস্থা ভোটে আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন কত সালে?

⇒ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০ সালে।

☆ ১৯৬১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভণর কে ছিলেন?

⇒ জেনারেল আজম খান।

☆ পাকিস্তানের দ্বিতীয় শাসনতন্ত্রের ঘোষনা দেন কে কবে?

⇒ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান। মার্চ, ১৯৬২ সালে।

☆ ১৯৫৪ সালের  পর কবে প্রাদেশিক নির্বাচন হয়?

⇒ ৭ মে, ১৯৬২ সালে।

☆ ১৯৬২ সালের নির্বাচনের পরে পূর্ব পাকিস্তানের আইন পরিষদের স্পীকার কে ছিলেন?

⇒ আব্দুল হামিদ চৌধুরী।

☆ ১৯৬২ সালের পর কবে প্রাদেশিক নির্বাচন হয়?

⇒ ১৬ মে, ১৯৬৫ সালে।

☆ কোন নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের বিপক্ষে ফাতেমা জিন্নাহ দাঁড়িয়ে ছিলেন?

⇒ ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী মাসের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে।

☆ প্রথম পাক-ভারত যুদ্ধ কবে শুরু হয়?

⇒ ১৯৪৭ সালে।

☆ প্রথম পাক-ভারতের যুদ্ধের কারণ কি?

⇒ পাকিস্তানের ভারত অধিকৃত কাশ্মীর দখল প্রচেষ্টা।

☆ ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধ কত দিন স্থায়ী ছিল?

⇒ ১৭ দিন।

☆ ওআগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয় কত সালে?

⇒ ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাসে।

☆ আগরতলা মামলার ষড়যন্ত্রহ মামলার বিশেষ আদালতের বিচারক কে ছিলেন?

⇒ পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি এস,এ রহমান।

☆ ওআগরতলা ষড়যন্ত্রহ মামলার আসামী কত জন ছিল?

⇒ ৩৫ জন।

☆ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী কে ছিলেন?

⇒ শেখ মুজিবুর রহমান।

☆ ওআগরতলা মামলা প্রত্যাহার করা হয়?

⇒ ২২ ফেব্রুয়ারী,১৯৬৯ সালে।

☆ কবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে হত্যা করা হয়?

⇒ ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ সালে।

☆ আইয়ুব খান কবে কেন পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়?

⇒ ২৫ মার্চ, ১৯৬৯ সালে। রাজনৈতিক সংকটের জন্য।

☆ পুলিশের গুলিতে শহীদ আসাদ কবে নিহত হন?

⇒ ২০ জানুয়ারী, ১৯৬৯ সালে।

anbircox.blogspot.com

☆ শহীদ আসাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগের ছাত্র ছিলেন?

⇒ আইন বিভাগের।

☆ পুলিশের গুলিতে শহীদ মতিউর কবে নিহত হন?

⇒ ২৪ জানুয়ারী, ১৯৬৯ সালে।

☆ শহীদ মতিউর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন?

⇒ নবকুমার ইনস্টিটিউটের, নবম শ্রেণীর ছাত্র।

☆ শহীদ ড. শামসুজ্জোহাকে কবে কোথায় হত্যা করা হয়েছিল?

⇒ ১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯ সালে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে।

☆ আইয়ুব খান কবে কার নিকট পাকিস্তানের ক্ষমতা হস্তান্তর করে?

⇒ ২৫ মার্চ, ১৯৬৯ সালে। আগা মুহাম্মাদ ইয়াহিয়া খান।

☆ শেখ মুজিবুর রহমানকে কবে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয়?

⇒ ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯ সালে।

☆ কখন শেখমুজিবুর রহমানকে জাতির জনক ঘোষণা দেয়া হয়?

⇒ ৩ মার্চ ১৯৭১ সালে।

☆ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কে প্রথমে জাতির পিতা ঘোষণা দেন?

⇒ আ.স.ম আব্দুর রব।

☆ ১৯৭০ সালের কোন তারিখে পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলভাগে ইতিহাসের বৃহত্তম ঘূর্ণিঝড় হানা দেয়?

⇒ ১২ নভেম্বর।

☆ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের কয়টি আসন পেয়েছিল?

⇒ ১৬৭ টি আসন।

☆ পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন কবে অনুষ্ঠিত হয়?

⇒ ৭ ডিসেম্বর, ১৯৭০ সালে।

☆ পাকিস্তানের প্রাদেশিক নির্বাচন কত তারিখে হয়?

⇒ ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭০ সালে।

☆ আলোচনা ভেঙ্গে দিয়ে ইয়াহিয়া খান কবে ঢাকা ত্যাগ করেন?

⇒ ২৫ মার্চ, ১৯৭১ সালে।

banglaircox.blogspot.com

# বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

☆ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বাধিনায়ক কে ছিলেন?

⇒ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

☆ প্রথম কোথায় বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়?

⇒ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলাভবনের সামনে বটতলায় এক ছাত্র সভায়।

☆ প্রথম কবে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়?

⇒ ২মার্চ, ১৯৭১ সাল।

☆ বাংলাদেশের পতাকা কে প্রথম উত্তোলন করেন?

⇒ আ.স.ম আব্দুর রব।

☆ কবে, কোথায় স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করা হয়?

⇒ ৩ মাচ, ১৯৭১ সালে পল্টন ময়দানে।

☆ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করা হয়?

⇒ ২৬ মার্চ, ১৯৭১ সালে।

☆ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র কবে, কোথায় স্থাপন করা হয়?

⇒ ২৬ মার্চ, ১৯৭১ সালে চট্টগ্রামের কালুরঘাটে।

☆ মুক্তিযুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন কারা?

⇒ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট।

☆ বাংলার অস্থায়ী সরকারের রাজধানী কোথায় ছিল?

⇒ মেহেরপুর জেলায় মুজিবনগরে।

☆ মুজিবনগরের পুরাতন নাম কি ছিল?

⇒ বৈদ্যনাথতলার ভবের পাড়া।

☆ কে বৈদ্যনাথ তলার নাম মুজিব নগর রাখেন?

⇒ তাজউদ্দিন আহম্মেদ।

☆ মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?

⇒ তাজউদ্দিন আহম্মেদ।

☆ মুক্তিযুদ্ধ প্রথমে সশস্ত্র প্রতিরোধ কবে কোথায় সংগঠিত হয়?

⇒ ১৯ মার্চ, ১৯৭১ সালে গাজীপুরে।

☆ শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায় কখন?

⇒ ৮জানুয়ারী, ১৯৭২ সাল।

☆ ুএ দেশের মাটি চাই, মানুষ নয়চ- এ উক্তিটি কার?

⇒ জেনারেল ইয়াহিয়া খান।

☆ সর্বপ্রথম কবে বাংলাদেশের স্বাধীন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়?

⇒ ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ সাল।

☆ বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার কবে গঠিত হয়?

⇒ ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ সাল।

☆ বাংলাদেশের প্রজতন্ত্র ঘোষণা করা হয়েছিল কবে?

tanbircox.blogspot.com

⇒ ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ সাল।

☆ বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার কবে শপথ গ্রহণ করেছিল?

⇒ ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ সাল।

☆ বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের সদস্য সংখ্যা কত ছিল?

⇒ ৬ জন।

☆ কোন বিদেশী মিশনে বাংলাদেশের পতাকা প্রথম উত্তোলন করা হয়?

⇒ ১৮ এপ্রিল, কলকাতায়।

☆ স্বাধীনতার ইশতেহার প্রথম পাঠ করেন কে?

⇒ শাহজাহান সিরাজ।

☆ বাংলাদেশে বিমানবাহিনী গঠিত হয় কবে?

⇒ ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ সাল।

☆ অস্থায়ী সরকারের সচিবালয় কোথায় ছিল?

⇒ ৮নং থিয়েটার রোড, কলকাতা।

☆ মুক্তি ফৌজ গঠিত হয় কবে?

⇒ ৩রা এপ্রিল, ১৯৭১ সালে।

☆ প্রথম শত্রুমুক্ত জেলা কোনটি?

⇒ যশোর (৬ ডিসেম্বর,১৯৭১ সাল)।

☆ মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন?

⇒ শেখ মুজিবুর রহমান।

☆ মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন?

⇒ সৈয়দ নজরুল ইসলাম।

☆ মুজিবনগরে নতুন সরকার গঠনের ঘোষণাপত্র পাঠ করেন কে?

⇒ অধ্যাপক ইউসুফ আলী।

☆ জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী কবে বাংলাদেশের সেনাা প্রধান নিযুক্ত হন?

⇒ ১৮, এপ্রিল, ১৯৭১ সাল।

☆ বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রথম বিমান বাহিনীর প্রধান কে ছিলেন?

⇒ এয়ার কমোডর এ.কে. খন্দকার।

☆ প্রথম বাংলাদেশী কুটনীতিক দেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন?

⇒ এম. হোসেন আলী।

☆ সাইমন ড্রিং কে ছিলেন?

⇒ ১৯৭১ সালে ঢাকায় কর্মরত ব্রিটিশ সাংবাদিক। যিনি সর্বপ্রথম পাকিস্তানিরা বর্বরতার কথা বর্হিবিশ্বে প্রকাশ করেন। তিনি পরবর্তিতে একুশে টেলিভিশনের পরিচালক ছিলেন।

☆ স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদানের জন্য মোট কতজন খেতাব প্রাপ্ত হন?

⇒ ৬৭৬ জন।

☆ কোন বীর শ্রেষ্ঠের মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি?

⇒ বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমীন।

☆ কোন বীর শ্রেষ্ঠের কোন খেতাবী কবর নেই?

tanbircox.blogspot.com

⇒ বীর শ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন।

✯ সমপ্রতি কোন বীর শ্রেষ্ঠের কবর পাকিস্তান থেকে এনে সমাহিত করা হয়েছে?

⇒ বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান।

✯ বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের কবর কোথায় ছিল?

⇒ পাকিস্তানের করাচীর মাশরুর বিমান ঘাটিতে।

✯ দুইজন খেতাবধারী মহিলা মুক্তিযোদ্ধার নাম কি?

⇒ ক্যাপ্টেন সেতারা বেগম ও তারামন বিবি।

✯ বাংলাদেশের উপর কবে বিমান হামলা বন্ধ রাখা হয়?

⇒ ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সাল।

✯ মুক্তিযুুদ্ধ চলা কালে সমগ্র বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল?

⇒ ১১টি।

✯ কোন সেক্টরে নিয়মিত কোন সেক্টর কমান্ডার ছিল না?

⇒ ১০ নং সেক্টরে।

✯ স্বাধীনতা যুদ্ধে কত জন বীরশ্রেষ্ঠ উপাধি লাভ করেন?

⇒ ৭ জন।

✯ স্বাধীনতা যুদ্ধে কত জন বীরউত্তম খেতাব লাভ করেন?

⇒ ৬৮জন।

✯ স্বাধীনতা যুদ্ধে কত জন বীরউত্তম খেতাব লাভ করেন?

⇒ ৬৮ জন।

✯ স্বাধীনতা যুদ্ধে কত জন বীর বিক্রম উপাধি লাভ করেন?

⇒ ১৭৫ জন।

✯ স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদানের জন্য বীর প্রতীক খেতাব প্রাপ্তির সংখ্যা কত?

⇒ ৪২৬ জন।

✯ মুক্তিযুদ্ধের আত্মসর্মপণ দলিল কোথায় স্বাক্ষরিত হয়?

⇒ রেসকোর্স ময়দানে।

✯ জেনারেল এ.কে নিয়াজী কার নিকট আত্মসর্মপণ করে?

⇒ ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমান্ডের সেনাধ্যক্ষ জেনারেল জগজিৎ সিং অঁরোরা।

✯ আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে কে নেতৃত্ব প্রদান করেন?

⇒ তৎকালীন বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার কমোডর এ কে খন্দকার।

✯ জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণের সময় পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনীর কত সংখ্যা ছিল?

⇒ ৯৩ হাজার।

✯ কোন সাহিত্যিক মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য বীর প্রতিক খেতাব লাভ করেন?

⇒ আব্দুস সাত্তার।

✯ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ওচরমপত্রহ নামক কথিকা কে পাঠ করতেন?

⇒ এম.আর আখতার মুকুল।

✯ ২৬ মার্চ কে স্বাধীনতা দিবস ঘোষণা করা হয় কখন?

⇒ ১৯৮০ সালে।

tanbircox.blogspot.com

☆ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে একজন ইতালির নাগরিক মৃত্যুবরণ করেন। তার নাম কি ছিল?

⇒ মাদার মারিও ভেরেনজি (৪ এপ্রিল, ১৯৭১সাল)।

☆ স্বাধীনতা যুদ্ধে বীর প্রতীক খেতাব প্রাপ্ত একমাত্র বিদেশী কে?

⇒ ডব্লিউ এইচ, ওয়াডারল্যান্ড, অষ্ট্রেলিয়া।

☆ বাংলাদেশের সর্বপ্রথম কনিষ্ঠ খেতাবধারী মুক্তিযোদ্ধা কে?

⇒ শহীদুল ইসলাম (লালু) বীর প্রতীক।

☆ ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বাহিনী গঠন করা হয় কবে?

⇒ ২১ নভেম্বর, ১৯৭১ সাল।

☆ ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বাহিনী কবে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে?

⇒ ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সাল।

☆ ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমান্ডের সেনাধ্যক্ষ কে ছিলেন?

⇒ জেনারেল জগজিৎ সিং অঁরোরা।

☆ পাকিস্তানের পক্ষে কে আত্মসমর্পন করেন?

⇒ জেনারেল এ, কে নিয়াজী।

☆ বীর শ্রেষ্ঠদের মধ্যে প্রথম মৃত্যু বরণ কে করেন?

⇒ মুন্সী আব্দুর রব (৭ এপ্রিল, ১৯৭১ সাল। [সূত্র বাংলা পিডিয়া]

☆ বীর শ্রেষ্ঠদের মধ্যে সর্বশেষ মৃত্যুবরণ কে করেন?

⇒ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর (১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সাল)।

☆ সিপাহী হামিদুর রহমানকে আমবাসা হতে আনা হয় কবে?

⇒ ১০ ডিসেম্বর ২০০৭। সমাহিত করা হয় ১১ ডিসেম্বর, ২০০৭।

☆ মতিউর রহমানকে ঢাকায় আনা হয় কবে?

⇒ ২৪ জুন, ২০০৬। সামহিত করা হয় ২৫ জুন, ২০০৬।

☆ মতিউর রহমানকে নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্রের নাম কি?

⇒ অস্তিত্বে বাংলাদেশ।

tanimcox.blogspot.com

# বাংলাদেশের সংবিধান

- সংবিধান হচ্ছে একটি রাষ্ট্রের মূল ও সবোর্চ্চ আইন। সংবিধানকে প্রথমত দুভাবে ভাগ করা যায় যথা-লিখিত সংবিধান ও অলিখিত সংবিধান। আবার সংশোধন পদ্ধতির ভিত্তিতে সংবিধানকে দুভাগে ভাগ করা যায় যথা-সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিকর্তনীয়।
- বাংলাদেশের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় ও লিখিত।
- বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংবিধান ভারতের এবং সবচেয়ে ছোট সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রের।
- সংবিধান রচনার নির্দেশ দেয়া হয়- ২৩ মার্চ ১৯৭২
- সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র বিরোধী দলীয় সদস্য - সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত
- সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের মূলনীতি কয়টি ওকি কি ? ৪ টি যথাঃ- (১) সর্বশক্তিমান আলাহর উপর পূর্ণ আস্থাও বিশ্বাস, (২) বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, (৩) গণতন্ত্র, (৪) সামাজিক ন্যায় বিচার অর্থে সমাজতন্ত্র
- বাংলাদেশের সংবিধানের ব্যাখ্যায় বাংলা ও ইংরেজী মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে কোনটি গ্রহণযোগ্য হবে ?-বাংলা।
- কোন সংশোধনী আইন বলে দ্বিতীয় তফসীল বিলুপ্ত বরা হয়েছে ? ৪র্থ সংশোধনী
- সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদটি তুলে দেয়া হয়েছে - ১২ নং অনুচ্ছেদ
- সংবিধান নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্বদিয়েছে-সুপ্রীম কের্টকে।
- সংবিধান অনুযায়ী ভোটধিকার প্রয়োগ করতে পারে-জাতি,ধর্ম,বর্ণ, নির্বিশেষে ১৮ বছর উর্ধ্ব বয়স্ক সকল নাদগরিক।
- রাষ্ট্রপতি ২ মেয়াদে রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্টিত হতে পারবেন।
- বাংলাদেশ ভোটাধিকার লাভের নূন্যতম বয়স-১৮ বছর।
- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন - সংবিধান
- প্রধান মন্ত্রী বাসভবন- গণভবন
- রাষ্ট্রপতির বাসভবন-বঙ্গভবন
- সংবিধান সংশোধনের জন্য প্রয়োজন-কমপক্ষে ২৩১ ভোট ( দুই তৃতীয়াংশের বেশি)
- বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগে দেশের জরুরী অবস্থা ঘোষনা করতে পারেন-রাষ্ট্রপতি।
- সংবিধানের কত ধারা মোতাবেক রাষ্ট্রপতি ও প্রতিমন্ত্রীদের নিযুক্ত দেন ? ৫৬(২) নং ধারা।
- সংবিধানের কোন সংশোধনীর অংশ বিশেষ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক বাতিল ঘোষণা করা হয় ? অষ্টম সংশোধনীর অংশ বিশেষ।
- সংবিধান অনুযায়ী তত্ত্বধয়ক সরকারের সদস্য থাকবেন সর্বোচ্চ-১১জন।
- অধ্যাদেশ প্রণয়ন-দেশে সংসদ বর্তমান না থাকলে অথবা সংসদ বৈঠককরত না থাকলে রাষ্ট্রপতি জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যাদেশ প্রণযণ করতে পারেন
- সংবিধান বর্ণিত মৌলিক অধিকার-সংবিধানের বর্ণিত মৌলিক অধিকার ১৮ টি, নিম্নে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার উলেখ করা হয়েছে-আইনের দৃষ্টিতে সমতা,ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য নিষিদ্ধকরণ, সরকারী নিয়োগ লাভের সুযোগে সমতা, জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার সংরক্ষণ, সংরক্ষণ, গ্রেফতার ও আটক সম্পর্কে রক্ষকবচ, সংগঠনের স্বাধীনতা, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাকস্বাধীনতা
- সংবিধানের মূলনীতি হতে ধর্ম নিরপেক্ষতা বাদ দেওয়া হয়-১৯৭৮সালের দ্বিতীয় ঘোষণাপত্র আদেশ নং-৪ এর ২য় তফসীল বলে।
- বাংলাদেশের সংবিধান রচানা -কমিটি সদস্য ছিল ৩৪। ড. কামাল হোসেন এইকমিটির প্রধান। সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র মহিলা সদস্য ছিল বেগম বাজিয়া বানু। বাংলাদেশের সংবিধান ভারতও বৃটেনের সংবিধানের আলোকে রচনা করা হয়।

tanbircox.blogspot.com

- খসড়া সংবিধান গণপরিষদে উত্থাপন করা হয় ১৯৭২সালের ১২ অক্টোবর। ৪ নভেম্বর ৭২ সালের খসড়া সংবিধান গহীহ হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়।
- বাংলাদেশের সংবিধান দুটি ভাষায় (বাংলা ও ইংরেজি) রচিত। ১১ ভাগে বিভক্ত সংবিধানের মোট ১৫টি অনুচ্ছেদ রয়েছে।
- বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য হতে হলে কমপক্ষে ২৫ বছর বয়স্ক হতে হবে। রাষ্ট্রপতি হতে হলে কমপক্ষে ৩৫ বছর বয়স্ক হতে কবে।
- রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করতে চাইলে স্পীকারের নিকট করবেন। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করতে চাইলে রাষ্ট্রপতির কাছে করবেন।
- জাতীয় সংসদের সভাপতি হচ্ছেন স্পীকার।
- বাংলাদেশের সংসদ অধিবেশন আহবান করেন রাষ্ট্রপতি।
- সংসদীয় পদ্ধিতিতে রাষ্ট্রপতিই সর্বোচ্চ মর্যাদার অধীকারী। রাষ্ট্রপতির উপর আদালতের কোন এখাতিয়ার নেই।
- সংবিধানের শুরুতে বিসমিলাহির রহমানির রহিম গৃহীত হয় ১৯৭৮ সালে ২২ এপ্রিল।
- গণ পরিষদের প্রথম স্পীকার শাহ আব্দুল হামিদ এবং প্রথম ডেপুটি স্পীকার মোহাম্মদ উলাহ।
- সংবিধানের প্রস্তাবনা এবং ৮,৪৮,৫৬ নম্বর অনুচ্ছেদের সংশোধনের জন্য হণভোটের প্রয়োজন হয়।
- অ্যাটর্নি জেনারেল, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, নির্বাচন কসিশন মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি কর্ম কমিশন মহাহিসাব নিরীক্ষক, সরকারি কর্ম কসিশন এগুলো হচ্ছে সাংবিধানিক সংস্থা।

## সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ

| বিষয় | অনুচ্ছেদ নং |
|---|---|
| রাষ্ট্র ধর্ম | ২ (ক) |
| রাষ্ট্র ভাষা | ৩ |
| জাতীয় জীবনে মহিলাদের অংশগ্রহণ | ১০ |
| গণতন্ত্র ও মানবাধিকার | ১১ |
| অবৈনিক ও বাধ্যতা মূলক শিক্ষ | ১৭ |
| সুযোগের সমতা | ১৯ |
| নির্বহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ | ২২ |
| তত্ত্বধয়ক সরকার | ৫৮(ক-ঙ) |
| আইনের দৃষ্টিতে সমতা | ২৭ |
| ৭ফ্লোর ক্রসিং | ৭০ |
| ন্যায়পাল | ৭৭ |
| নির্বাচন কমিশনার | ১১৮ |
| সকারী কর্মকমিশন | ১৩৭ |
| জরুরী অবস্থা | ১৪১ (ক) |
| প্রাজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা | ২ |
| জতীয় সংগীত, পতাকা ও প্রতীক | ৪ |

tanbircox.blogspot.com

| | |
|---|---|
| মূলনীতি | ৮ |
| স্থানীয় সরকার | ৫৯ |
| প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল | ১১৭ |
| মহাহিসাব নিরীক্ষক | ১২৭ |
| যুদ্ধপরাধী, গণহত্যা | ৪৭(৩) |
| ইম্পিচামেন্ট | ৫২ |
| চলাফেরার স্বাধীনতা | ৩৬ |
| সমাবেশশির স্বদীনতা | ৩৭ |
| সংগঠনের স্বাধীনতা | ৩৮ |
| বাক ও সংবাদ | ৩৯ |

# সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী সমূহ

| সংশোধনী | বিষয় বস্তু | তরিখ |
|---|---|---|
| ১ম | যুদ্ধপরাধীদের বিচার সংক্রামত্ম | ১৫/০৭/১৯৭৩ |
| ২য় | জরুরী অবস্থা ঘোষণা | ২০/০৭/১৯৭৩ |
| ৩য় | ভারতকে বেরুবাড়ীহসত্মমত্মর | ২৩/১১/১৯৭৩ |
| ৪র্থ | রাষ্ট্রপতির শাসন চালু ও একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কয়েম। | ২৫/০১/১৯৭৫ |
| ৫ম | চার মূলনীতির পরিবর্তন এবং ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান থেকে পরিবর্তী সমরিক শাসনের কার্যকলাপের বৈধতা দান | ০৫/০৪/১৯৭৯ |
| ৮ম | রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে ইসলামকে স্বৃকৃতি দান | ০৭/০৬/১৯৮৮ |
| ১২তম | সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন | ০৬/০৮/১৯৯১ |
| ১৩তম | তত্ত্বধায়ক সরকার প্রবর্তন | ২৭/০৩/১৯৯৬ |
| ১৪ | সংসদে নারী আসন বৃদ্ধি,প্রধান বিচার পতির অবসর বয়স, পিএসসির চেয়ারম্যানের অবসর বয়স বৃদ্ধি, প্রধান হিসাব নিরীক্ষকের অবসর বয়স বৃদ্ধি,নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ পাঠ, বিভিন্ন অফিসে প্রধান মন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির ছবি প্রদর্শন। | ১৬/০৫/২০০৪ |

mbircox.blogspot.com

# সংবিধান অনুযায়ী কে কাকে শপথ পাঠ করাবেন

| যাকে পাঠ করান | যিনি পাঠ করান |
|---|---|
| রাষ্ট্রপতি | প্রধানমন্ত্রী |
| প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্যমন্ত্রী | রাষ্ট্র পতি |
| স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার | রাষ্ট্রপতি |
| সংসদ সদস্য | স্পিকার |
| প্রধান বিচারপতি | রাষ্ট্রপতি |
| অন্যান্য | প্রধান বিচার পতি |
| নির্বাচন | প্রধান বিচারপতি |
| সহাহিসাব নিরীক্ষক | প্রধান বিচারপতি |
| পি এস সি চেয়ারম্যান ও সদস্য | প্রধান বিচারপতি |

# সংবিধান অনুযায়ী কার বয়সসীমা কত

| পদ | সর্বনিম্ন বয়স | সর্বোচ্চ বয়স |
|---|---|---|
| প্রেসিডেন্ট | ৩৫ | |
| প্রধানমন্ত্রী | ২৫ | |
| সংসদ সদস্য | ২৫ | |
| এ্যাটর্নী জেনারেল | | প্রেসিডেন্টের সমেত্মাষ অনুযায়ী |
| প্রধান বিচার পতি | | ৬৭ |
| মহা হিসাব নিরীক্ষক | | ৬৫বছর বা কার্যভার গ্রহণ থেকে ৫ বছর। যেটি আগে ঘটে |
| প্রধান নির্বাচন কমিশনার | | ৬৫বছর বা কার্যভার গ্রহণ থেকে ৫ বছর। যেটি আগে ঘটে |
| পিএস সি চেয়ারম্যান/ সদস্য | | ৬৫বছর বা কার্যভার গ্রহণ থেকে ৫ বছর। যেটি আগে ঘটে |
| ন্যায়পাল | | কার্যভার গ্রহণ থেকে ৪ বছর |

tanbircox.blogspot.com

# সংবিধান – মনে রাখার কিছু উপায় ও শর্টকাট টেকনিক

## ☆ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আপনার করনীয়ঃ

১। প্রথমেই সংবিধান প্রনয়ন সংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্য মনে রাখুন যেমন-কবে সংবিধান প্রনয়ন কমিটি গঠন করা হয়, কতজন সদস্য ছিলেন, একমাত্র মহিলা সদস্যের নাম, তখনকার আইনমন্ত্রী এবং সংবিধান প্রনয়ন কমিটির সভাপতি, কতটি মীটিং করেছিলেন তারা, কতদিন লেগেছিল সংবিধান প্রনয়ন করতে, কবে এটি কার্যকর হয়, কে এতে সাক্ষর করেন নি ইত্যাদি। এই তথ্য গুলো আপনি রচনামূলক বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে ব্যবহার করতে পারবেন।

২। এরপর জেনে নিন সংবিধানের ভাগ গুলো এবং এই ভাগের মধ্যকার অনুচ্ছেদ গুলো। যেমন-
প্রথম ভাগ- প্রজাতন্ত্র (অনুচ্ছেদ- ১ থেকে ৭)
দ্বিতীয় ভাগ- রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি (অনুচ্ছেদ- ৮ থেকে ২৫)

এইভাবে আপনি ১১টি ভাগের অনুচ্ছেদগুলো মনে রাখুন। এই তথ্য গুলো আপনাকে অনেক সাহায্য করবে। কোন কারনে যদি ভুলে যান, সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ এ কি আছে তখন কমপক্ষে ধারনা করতে পারবেন কোন ভাগে এটি পড়েছে।

৩। এরপর প্রত্যেক অনুচ্ছেদ এর শিরোনাম গুলো মুখস্ত করুন।

৪। এরপর অনুচ্ছেদ গুলো ভালভাবে পড়ুন। বার বার পড়ুন। কোন বন্ধুর সাথে আলাপ করুন "বলতো আইনের দৃষ্টিতে সমতা এটি কোন অনুচ্ছেদ এ আছে?" প্রথম বার না পারলেও সমস্যা নেই। আস্তে আস্তে দেখবেন আপনি ঠিকই বলতে পারছেন।

৫। নিজে নিজে একাকী মনে করার চেষ্টা করুন কোন অনুচ্ছেদ এ কি আছে। ভুলে গেলে ভাববেন না সব শেষ। বরং চিন্তা করবেন আরো ভালো ভাবে পড়তে হবে!! সব সময় হাতের কাছে পকেট এডিশনের সংবিধান সাথে রাখুন। গল্পের বই (!!!!!!) মনে করে পড়ুন।।

কী পড়তে হবে- এই বিষয়ে অনেক কিছু বললাম। এই বার আসি মূল আলোচনায়।

আমি হুবহু মুখস্ত করার জন্য প্রথমেই বলব প্রস্তাবনাটাকে। কারন এই প্রস্তাবনা অনেক বার সংশোধিত হয়েছে। আবার, সংবিধান নিয়ে প্রশ্ন আসলে চেষ্টা করবেন ভূমিকা হিসেবে কোটেশন আকারে এটি ব্যবহার করতে। যেহেতু মুখস্ত করেছেন সেহেতু কোটেশন হিসেবে দেয়ার সময় অবশ্যই নীল রঙের কালি ব্যবহার করবেন। পরীক্ষক কে বুঝান যে সংবিধান টা আপনি পড়েছেন বেশ ভালো (!!!) করে।

tanbircox.blogspot.com

## ☆ তো চলুন মুখস্ত করে ফেলি-

"আমরা, বাংলাদেশের জনগন, ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষনা করিয়া জাতীয় মুক্তির (স্বাধীনতা) জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের (যুদ্ধের) মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি"
[আগ্রহী পাঠকগন হয়ত খেয়াল করবেন আমি বন্ধনীর মধ্যে ২টি শব্দ ব্যবহার করেছি। কারন সংবিধান সংশোধন করে এই শব্দ গুলো একবার যোগ হয়েছে ও একবার প্রতিস্থাপিত হয়েছে]

☆ আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগনকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের (স্বাধীনতার) জন্য যুদ্ধে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রানোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল সর্বশক্তিমান আল্লাহের উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারের সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।
[আমার কাছে এই মুহূর্তে ১৫তম সংশোধনীর পরের সংবিধান টা নাই বলে আগ্রহী পাঠকরা সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুসারে এটা ঠিক করে নিবেন। এই রকম হবার কথা- জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা-সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।]

## সংবিধানের ১১টি ভাগ মনে রাখার উপায়ঃ

☆ প্র রা মৌ নি আ বি নি ম বাং জ সং বি

আসুন, মিলিয়ে নেই-

১। প্র- প্রজাতন্ত্র
২। রা-রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি
৩। মৌ- মৌলিক অধিকার
৪। নি- নির্বাহী বিভাগ
৫। আ- আইন সভা
৬। বি- বিচার বিভাগ
৭। নি- নির্বাচন
৮। ম- মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
৯। বাং- বাংলাদেশের কর্মবিভাগ
৯ক। জ- জরুরী বিধানাবলী
১০। সং-সংবিধান সংশোধন
১১। বি- বিবিধ

চলুন, এইবার আলাদা ভাবে অনুচ্ছেদ গুলোর দিকে দৃষ্টি দেই।

tanbircox.blogspot.com

☆ অনুচ্ছেদ ১-১২

---

অনুচ্ছেদ ১-১২ মোটামুটি এমনি মনে থাকে। এই অনুচ্ছেদ গুলোর মধ্যে গুরুত্তপূর্ন অনুচ্ছেদ গুলো হল-

২- প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা

২ক- রাষ্ট্রধর্ম ( মনে রাখবেন কোন সংশোধনীর মাধ্যমে এটি হয়েছে)

৪ক- প্রতিকৃতি (১৫ তম সংশোধনীতে পরিবর্তন হয়েছে এখানে)

৬- নাগরিকত্ব

৭- সংবিধানের প্রাধান্য

৮- মূলনীতিসমূহ ( সংবিধান সংশোধন হয়েছে এইখানে)

৯- স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নয়ন ( সংবিধান সংশোধন হয়েছে এইখানে)

১০- জাতীয় জীবনে মহিলাদের অংশগ্রহন

১১- গনতন্ত্র

১২- ধর্মনিরপেক্ষতা ( সংবিধান সংশোধন হয়েছে এইখানে)

☆ অনুচ্ছেদ ১৩-২৫

---

অনুচ্ছেদ ১৩ থেকে অনুচ্ছেদ ২৫ পর্যন্ত মনে রাখতে আমি এই ছন্দটা মনে রাখতাম।

☆ মালি কৃষককে মৌ গ্রামে নিয়ে গিয়ে অবৈতনিক জনস্বাস্থ্যের জন্য সুযোগের সমতা সৃষ্টি করে। এতে অধিকার ও কর্তব্য রূপে নাগরিকরা নির্বাহী বিভাগ থেকে জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় স্মৃতি নিদর্শনের জন্য আন্তর্জাতিক শান্তির অংশীদার হলেন।

চলুন, ছন্দের সাথে অনুচ্ছেদ গুলো মিলেয়ে নেই-

১৩-মালি- মালিকানার নীতি

১৪-কৃষক- কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি

১৫- মৌ- মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা

১৬- গ্রাম- গ্রামীন উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব

১৭- অবৈতনিক- অবৈতনিক ও বাধ্যতা মূলক শিক্ষা

১৮। জনস্বাস্থ্য- জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা

১৯। সুযোগের সমতা- সুযোগের সমতা

২০- অধিকার ও কর্তব্য রূপে- অধিকার ও কর্তব্য রূপে কর্ম

২১- নাগরিক- নাগরিক ও সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য

২২- নির্বাহী বিভাগ থেকে- নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরন

২৩- জাতীয় সংস্কৃতি- জাতীয় সংস্কৃতি

২৪- জাতীয় স্মৃতি নিদর্শন -জাতীয় স্মৃতি নিদর্শন প্রভৃতি

২৫-আন্তর্জাতিক শান্তি- আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন

এইখানে একটি কথা বলতেই হবে। যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি গুলো সংবিধানের আলোকে আলোচনা করুন অনেকেই শুধু অনুচ্ছেদ-৮ এর "মূলনীতি সমূহ" দিয়ে আসে। মনে রাখতে হবে দ্বিতীয় ভাগে বর্নিত অনুচ্ছেদ- ৮ থেকে

anbircox.blogspot.com

অনুচ্ছেদ-২৫ সব –ই রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি। অনুচ্ছেদ ৮ এ বর্নিত "মূলনীতি সমূহ" আসলে সংবিধানের মূলনীতি যা প্রস্তাবনায় বলা আছে। আরেকটি কথা এখানে বলব ঝেহেতু এই প্রশ্নটির উত্তর অনেক বড় হবে সেহেতু, আপনি অনুচ্ছেদ ৮ এ বর্নিত মূলনীতি সমূহ একটু বেশী আলোচনা করে অন্য অনুচ্ছেদ গুলো শুধু নাম লিখে ১ /২ লাইনের মধ্যে লেখা শেষ করবেন। সময়ের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। একটি ভালো পারেন দেখে শুধু সেই প্রশ্নের উত্তর অনেক বড় করে দিবেন, সেটা করলে দেখবেন আপনি সব প্রশ্নের উত্তর দেয়ার মতো পর্যাপ্ত সময় পাচ্ছেন না। আর যাদের হাতের লেখা একটু স্লো, তাদের তো এটা আরো ভাল করে মনে রাখতে হবে।

☆ অনুচ্ছেদ- ২৬ থেকে ৩১

অনুচ্ছেদ ২৬ থেকে অনুচ্ছেদ ৩১ পর্যন্ত মনে রাখতে আমি এই ছন্দটা মনে রাখতাম।

☆ মৌলিক অধিকার আইনের দৃষ্টিতে ধর্ম , সরকারী নিয়োগ ও বিদেশী খেতাব গ্রহনে সকলের আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার রয়েছে

চলুন, ছন্দের সাথে অনুচ্ছেদ গুলো মিলেয়ে নেই-
২৬-মৌলিক অধিকার- মৌলিক অধিকারের সহিত অসামঞ্জস্য আইন বাতিল
২৭-আইনের দৃষ্টিতে - আইনের দৃষ্টিতে সমতা
২৮- ধর্ম- ধর্ম প্রভৃতি কারনে বৈষম্য
২৯- সরকারী নিয়োগ- সরকারী নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা
৩০- বিদেশী খেতাব গ্রহনে- বিদেশী খেতাব প্রভৃতি গ্রহন নিষিদ্ধকরন
৩১। আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার - আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার

☆ অনুচ্ছেদ- ৩২ থেকে ৩৫

অনুচ্ছেদ ৩২ থেকে অনুচ্ছেদ ৩৫ পর্যন্ত মনে রাখতে আমি এই ছন্দটা মনে রাখতাম।

☆ জীবনে ১বার গ্রেপ্তার হলে জবরদস্তি বিচার হয়

চলুন, ছন্দের সাথে অনুচ্ছেদ গুলো মিলেয়ে নেই-
৩২-জীবনে- জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার রক্ষণ
৩৩-গ্রেপ্তার – গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ
৩৪- জবরদস্তি- জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরন
৩৫- বিচার- বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে রক্ষণ
৩০- বিদেশী খেতাব গ্রহনে- বিদেশী খেতাব প্রভৃতি গ্রহন নিষিদ্ধকরন
৩১। আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার - আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার

tanbircox.blogspot.com

☆ অনুচ্ছেদ- ৩৬ থেকে ৩৯

---

অনুচ্ছেদ ৩৬ থেকে অনুচ্ছেদ ৩৯ পর্যন্ত মনে রাখতে আমি এই ছন্দটা মনে রাখতাম।

☆ চসমা সংবা(দ)ক

চলুন, ছন্দের সাথে অনুচ্ছেদ গুলো মিলেয়ে নেই-

৩৬-চ-চলাফেরার স্বাধীনতা

৩৭-সমা – সমাবেশের স্বাধীনতা

৩৮- সং- সংগঠনের স্বাদহীনটা

৩৯- বাদ(ক)- চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতা

☆ অনুচ্ছেদ- ৪০ থেকে ৪৩

---

অনুচ্ছেদ ৪০ থেকে অনুচ্ছেদ ৪৩ পর্যন্ত মনে রাখতে আমি এই ছন্দটা মনে রাখতাম।

☆ পেধসগৃ

চলুন দেখি ছন্দের সাথে অনুচ্ছেদ গুলো মিলেয়ে নেই-

৪০-পে-পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা

৪১-ধ – ধর্মীয় স্বাধীনতা

৪২- স- সম্পত্তির অধিকার

৪৩- গৃ- গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ

☆ অনুচ্ছেদ- ৪৮ থেকে ৫৪

---

অনুচ্ছেদ ৪৮ থেকে অনুচ্ছেদ ৫৪ পর্যন্ত মনে রাখতে আমি এই ছন্দটা মনে রাখতাম।

☆ রাষ্ট্রপতি তার ক্ষমার মেয়াদে দায়মুক্তি পেতে অভিসংশন ও অপসারনের ক্ষমতা স্পীকার কে দিলেন।

চলুন, ছন্দের সাথে অনুচ্ছেদ গুলো মিলেয়ে নেই-

৪৮-রাষ্ট্রপতি -রাষ্ট্রপতি

৪৯-ক্ষমার –ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার

৫০- মেয়াদে- রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ

৫১- দায়মুক্তি- রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি

৫২-অভিসংশন –রাষ্ট্রপতির অভিসংশন

৫৩-অপসারনের – অসামর্থ্যের কারনে রাষ্ট্রপতির অপসারন

৫৪- স্পীকার- অনুপস্থিতি প্রভৃতির কালে রাষ্ট্রপতি পদে স্পীকার

tanbircox.blogspot.com

☆ অনুচ্ছেদ- ৫৫ থেকে ৫৮

অনুচ্ছেদ ৫৫ থেকে অনুচ্ছেদ ৫৮ পর্যন্ত মনে রাখতে আমি এই ছন্দটা মনে রাখতাম।

☆ মন্ত্রিসভায় মন্ত্রিগণ প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীর পদের মেয়াদ ঠিক করেন।

চলুন দেখি ছন্দের সাথে অনুচ্ছেদ গুলো মিলেয়ে নেই-

৫৫-মন্ত্রিসভায়- মন্ত্রিসভা
৫৬-মন্ত্রিগণ- মন্ত্রিগণ
৫৭- প্রধানমন্ত্রী- প্রধানমন্ত্রী পদের মেয়াদ
৫৮-অন্যান্য মন্ত্রীর পদের মেয়াদ- অন্যান্য মন্ত্রীর পদের মেয়াদ

☆ অনুচ্ছেদ- ৬৫ থেকে ৭৯

অনুচ্ছেদ ৬৫ থেকে অনুচ্ছেদ ৭৯ পর্যন্ত মনে রাখতে আমি এই ছন্দটা মনে রাখতাম।

☆ সংসদ সদস্যগন শুন্য পারিশ্রমিকে অর্থদন্ড ও পদত্যাগের কারনে দ্বৈত অধিবেশেনে ভাষনের অধিকার স্পীকার কে দিলেন। কিন্তু কোরাম না থাকায় স্থায়ী কমিটি ন্যায়পাল নিয়োগে বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি পেতে সচিবালয় গঠন করেন।

চলুন, ছন্দের সাথে অনুচ্ছেদ গুলো মিলেয়ে নেই-
৬৫-সংসদ –সংসদ প্রতিষ্ঠা
৬৬-সদস্যগন –সংসদে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা
৬৭- শুন্য- সদস্যদের আসন শুন্য হওয়া
৬৮- পারিশ্রমিকে- সংসদ সদস্যদের পারিশ্রমিক প্রভৃতি
৬৯-অর্থদন্ড– শপথ গ্রহনের পূর্বে আসন গ্রহন বা ভোট দান করিলে সদস্যের অর্থদন্ড
৭০-পদত্যাগের কারনে – পদত্যাগ ইত্যাদি কারনে আসন শূন্য হওয়া
৭১- দ্বৈত- দ্বৈত সদস্যতায় বাঁধা
৭২-অধিবেশেনে –সংসদের অধিবেশেন
৭৩-ভাষনের –সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও বাণী
৭৩ক-অধিকার- সংসদ সম্পর্কে মন্ত্রীগণের অধিকার
৭৪- স্পীকার- স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার
৭৫-কোরাম– কার্যপ্রনালী বিধি, কোরাম প্রভৃতি
৭৬-স্থায়ী কমিটি – সংসদের স্থায়ী কমিটি সমূহ
৭৭- ন্যায়পাল- ন্যায়পাল
৭৮-সচিবালয়- সচিবালয়

tanbircox.blogspot.com

এতক্ষন ধরে পড়ার পর যারা চিন্তা করছেন এই কবিতাই তো মনে থাকবে না, তাদের জন্য বলছি আর কোন কবিতা বা ছন্দ আমি তৈরি করি নি!!! কিন্তু তারপরেও আমি বলব, আরো বেশ কিছু অনুচ্ছেদ আপনাদের নিজেদের প্রয়োজনে পড়তেই হবে। সেগুলো হলঃ

☆ অনুচ্ছেদ-৪৬- দায়মুক্তি বিধানের ক্ষমতা

☆ অনুচ্ছেদ-৬৩- যুদ্ধ

☆ অনুচ্ছেদ- ৬৪- অ্যাটনী জেনারেল

☆ অনুচ্ছেদ- ৮১- টীকা হিসেবে অনেকবার এসেছে, টীকা হিসেবে তাই খুব ই গুরুত্বপূর্ণ

☆ অনুচ্ছেদ-৮৩-অধ্যাদেশ প্রনয়নের ক্ষমতা

☆ অনুচ্ছেদ- ১১৭-প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল

☆ অনুচ্ছেদ- ১২২-ভোটার তালিকায় নামভুক্তির যোগ্যতা

☆ অনুচ্ছেদ-১৪১ ক, খ, গ- জরুরী অবস্থা

☆ অনুচ্ছেদ- ১৪২-সংবিধান সংশোধন

☆ ১৪৫ক- আন্তর্জাতিক চুক্তি

☆ ১৪৮- পদের শপথ

tanbircox.blogspot.com

# জাতীয় সংসদ

- বাংলাশের পার্লামেন্টর নাম জাতীয় সংসদ। জাতীয় সংদদের প্রতীক শাপলা ফুল।
- জাতীয় সংসদে বর্তমানে ৩৫০ টি আসন রয়েছে।
- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের প্রথম স্পীকার মোহাম্মদ উলাহ।
- সংসদে কাস্টিং ভোট-কোন বিষয়ে সংসদে ভোটাভুটির ক্ষেত্রে পক্ষেএবং বিপক্ষে সমান হলে স্পীকার এর ভোটের মাধ্যমে সমাধা করা হয়, এক্ষেত্রে এর স্পীকার ভেটকে কাস্টিং ভোট বলে।
- সংসদ সদস্যের বাইরে থেকে মন্ত্রী নিয়োগ করা যায়-অনধিক এক দশমাংশ।
- সংসদ সদস্যদের সম্মতি ছাড়া যুদ্ধ ঘোষণা করা যায় না।
- সংসদের এক অধিবেশনের সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে সর্বাধিক সময় - ৬০ দিন
- রাষ্ট্রপতির নিকট কোন বিল পেশ করার ১৫ দিনের মধ্যে তিনি সম্মতি দিবেন।
- সরকারী কর্মকশিশনের রিপোর্ট প্রতি মার্চ মাসের ১ম দিবস এক বছরের কার্যবিবরণী রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করতে হয়।
- সংসদ অধিবেশনের কোরাম -৬০ জনে।
- গণপরিষদের ১ম অধিবেশনের সভাপতি - আব্দুল রশীদ তর্কবাগীশ
- গণ পরিষদের ১ম অধিবেশনের স্পীকার -শাহ আব্দুল হামিদ
- স্বাদীন বাংলাদেশে গণপরিষদের ১ম বৈঠক -১০ এপ্রিল ১৯৭২
- পুরাতন জাতীয় সংসদ ভবন-বর্তমানে প্রধান মন্ত্রীর কার্যলয়।
- অনুপস্থিতি প্রভৃতি কালে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন - স্পীকার।
- সংসদে হুইপের কাজ - শৃঙ্খলা রক্ষা করা।
- জাতীয় সংসদে বেরসরকারী দিবস-বৃহস্পতিবার।
- জাতীয় সংসদে প্রধান মন্ত্রীর প্রশ্নের উত্তর দিবস - মঙ্গলবার।
- সংসদ সদস্যদের প্রশিক্ষণদেওয়ার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে-UNDP.
- জাতীয় সংসদে ১ম স্পীকারের দায়িত্ব পালনকারী মহিলা-ব্যারিস্টার রাবেয়া ভুঁঞা।
- জাতীয় সংসদের ইংরেজী নাম-House of the nation.
- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ১নং আসন পঞ্চগড় এবং ৩০০ নং আসন বান্দরবান।
- সংসদ হুইপের কাজ হচ্ছে-সংসদের মাঝে শৃঙ্খলা রক্ষা করা।
- বাংলাদেশের জতীয় সংসদ এ পর্যমত্ব দুজন বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান ভাষণদেন। তারা হলেন সাবেক যুগোশাভ প্রেসিডেন্ট মার্শাল যোশেফ টিটো এবং ভারতের সাবেক প্রেসিডেন্ট ভি.ভি গিরি।

# জাতীয় সংসদ ভবন

- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবন ঢাকার শেরে বাংলা নগরে ২১৫ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত।
- এটির স্থাপতি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক লুই আইকান।
- নির্মান কাজ শুরু১৯৬৪-৬৫অর্থ বছরে।
- উদ্বোধন হয়-২৮জানুয়ারী ১৯৮২ সাল (প্রেসিডেন্ট আব্দুস সাত্তার) সংসদীয় পদ্ধতিতে সরকার প্রধান-প্রধানমন্ত্রী।
- সংসদের ফ্লোর ক্রাসিং-অন্য দলে যোগদান কিংবা নিজ দলের বিপক্ষে ভোট দেয়।
- কোন সংসদের মেয়াদকাল সবচেয়ে কম? ৬ষ্ঠ সংসদ (মাত্র ১ মাস ১৩ দিন)

banglafox.blogspot.com

- ১ম জাতীয় সংসদে আসন ছিল-৩০০+১৫ (মহিলা)=৩১৫ সবচেয়ে বেশি সময়ে স্থয়ীত্বকাল ছিল-৭ম সংসদ।
- ৯ তালা বিশিষ্ট সংসদ ভবনের উচ্চতা ১৫৫ফুট ৮ ইঞ্চি
- জাতীয় সংসদ ভবন ১৯৮২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী সাবেক রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার উদ্বোধন করেন।
- ১৯৬২ সালে জাতীয় সংসদ ভবনের ভিত্তিস্থাপন করেন - আইয়ুব খান।
- সংসদ ভবনের পাশে ক্রিসেন্ট লেক অবস্থিত।

# জাতীয় বিষয়াবলী

| | |
|---|---|
| জাতীয় কাবি | কাজী নজরুল ইসলাম |
| জাতীয় পশু | রয়েল বেঙ্গল টাইগার |
| জাতীয় ফুল | শাপলা |
| জাতীয় পাখি | দোয়েল |
| জাতীয় ফল | কাঁঠাল |
| জাতীয় মাছ | ইলিশ |
| জাতীয় উদ্যান | সোহরাওয়ার্দী উদ্যান |
| জাতীয় বন | সুন্দর বন |
| জাতীয় মসজিদ | বাইতুল মোকাররম |
| জাতীয় খেলা | হা-ডু-ডু |
| জাতীয় বিমান বন্দর | শাহজালাল আমত্মর্জাতিক বিমান বন্দর |
| জতীয় গ্রন্থগার | বেগম সুফিয়া কামাল |
| জাতীয় ঈদগাহ | হইকোর্ট সংলগ্ন ঈদগাহ মাঠ |
| জাতীয় ভাষা | বাংলা |
| জাতীয় সঙ্গীত | আমার সোনার বাংলা (প্রথম ১০ লাইন), রচিতা জাতীয় ও সুরকার নবীন্দ্রনাথ ঠাকুর |
| জাতীয় রণ সঙ্গীত | চল্ চল্ চল্ (২১চরণ), রচয়িতা কাজী নজরুল ইসলাম |
| জাতীয় ক্রীড়া সংগীত | ‘বাংলাদেশের দূরমত্ম সমত্মান আমরা দুর্দম দর্জয়’ এর ১০ লাইন, |
| জাতীয় পতাকা | সবুজের মাঝে লাল বৃত্ত |
| জাতীয় পার্ক | ঢাকার শিশু পার্ক |
| জাতীয় উৎসব | ২৬ মার্চ |
| জাতীয় স্মৃতিসৌধ | সম্মিলিত প্রয়াস, সাভার, ঢাকা। |
| জাতীয় স্টেডিয়াম | বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম ঢাকা। |
| জাতীয় অধ্যাপক (নিয়োগ প্রাপ্ত, ১ ফেব্রেয়ারী ২০০৬) | ব্রিগ্রেডিয়ার অধ্যপক আব্দুল মালিক (অবঃ) এ কে এম নূরুল ইসলাম, অধ্যাপক এ কে এম আমিনুল হক এবং ড. তালুকদার মনিরুজ্জামান। |

tanbircox.blogspot.com

# জাতীয় দিবস সমূহ

| দিবসের নাম | তারিখ |
|---|---|
| স্বধীনতা দিবস/জাতীয় দিবস | ২৬ মার্চ |
| শহীদ দিবস (আমত্মর্জাতিক মাতৃভাষা) | ২১ ফেব্রুয়ারী |
| জাতীয় পতাকা দিবস | ২ মার্চ |
| সশস্ত্র বাহিনী দিবস | ২১ নভেম্বর |
| শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস | ১৪ ডিসেম্বর |
| বিজয় দিবস | ১৬ ডিসেম্বর |
| জনসংখ্যা দিবস | ২ ফেব্রুয়ারী |
| শহীদ দিবস | ২১ ফেব্রুয়ারী |
| মুজিব নগর দিবস | ১৭ এপ্রিল |
| জাতীয় নগর দিবস | ১ নভেম্বর |
| জাতীয় সংহতি ও বিপপ দিবস | ৭ নভেম্বর |
| জাতীয় যুব দিবস | ১ ডিসেম্বর |
| জাতীয় টিকা দিবস | ৭ ডিসেম্বর |

# বাংলাদেশের পলিত অন্যান্য দিবস

| | |
|---|---|
| শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস | ১০ জানুয়ারী |
| শহীদ আসাদ দিবস | ২০ জানুয়ারী |
| গণঅভ্যুত্থান দিবস | ২৪ জানুয়ারী |
| আগরতলা ষড়ন্ত্র মামলা প্রত্যাহার দিবস | ২২ ফেব্রুয়ারী |
| ডায়েবেটিক দিবস | ২৮ ফ্রেব্রুয়ারী |
| রাষ্ট্রভাষা দিবস | ১৫ মার্চ |
| ছয়দফা দিবস | ২৩ মার্চ |
| কলোরাত্রি দিবস | ২৫ মার্চ |
| ফারাক্কা দিবস | ১৬ মে |
| নৃত্য দিবস | ২৯ এপ্রিল |
| নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস | ২ মে |
| রাষ্ট্রপতি জিয়ার শাহাদাৎ দিবস | ৩০ মে |
| পলাশী দিবস | ২৩ জুন |
| ইসলামী শিক্ষা দিবস | ১৫ আগষ্ট |
| নারী নির্যাতন দিবস | ২৪ আগষ্ট |
| মীনা দিবস | ২৪ সেপ্টেম্বর |
| কন্যা শিশু দিবস | ৩০ সেপ্টেম্বর |

tanbircox.blogspot.com

| | |
|---|---|
| ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস | ১৫ অক্টোবর |
| জেলহত্যা দিবস | ৩ নভেম্বর |
| বঙ্গভঙ্গ দিবস | ১৬ নভেম্বর |
| সংবিধান দিবস | ৪ নভেম্বর |
| শহীদ নূর হোসেন দিবস | ১০ নভেম্বর |
| বাংলা একাডেমী দিবস | ৩ ডিসেম্বর |
| স্বৈরাচার পতন দিবস | ৬ ডিসেম্বর |
| বেগম রোকেয়া দিবস | ৯ ডিসেম্বর |

# প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

১. বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার হচ্ছেন-প্রেসিডেন্ট।
২. বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর - ঢাকা কুর্মিটোলায়।
৩. বাংলাদেশের নিয়মিত সেনাবাহিনী গঠিত হয়-২১নভেম্বর ১৯৭২
৪. বাংলাদেশে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক - প্রেসিডেন্ট
৫. মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ছিলেন - জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী
৬. বাংলাদেশ রাইফেল(BGB) এর প্রধানের পদবী-মহাপরিচালক
৭. বাংলাদেশের রাইফেল(BGB) এর সদর দপ্তর - ঢাকার পিলখানায়
৮. বাংলাদেশের একমাত্র অস্ত্র তৈরীর কারখানা-গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর
৯. সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর অবস্থিত-ঢাকার কুর্মিটোলায়
১০. বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমী অবস্থিত-চট্টগ্রামের ভাটিয়ারীতে
১১. সশস্ত্র বাহিনী দিবস পালিত হয় - ২১ নভেম্বর
১২. বিমান বাহিনীর ট্রেনিং একাডেমী অবস্থিত-যশোর এয়ারপোর্ট এলাকায়
১৩. নেভাল একাডেমী অবস্থিত-চট্টগ্রামের জলদিয়ায়
১৪. বাংলার যে বীর মোঘল সেনাপতিকে প্রতিহত করেন-ঈশা খাঁ
১৫. বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রতীক - রণতরী
১৬. সোর্ড অব অনার - সেনাবাহিনীর ক্যাডেটদের সর্বোচ্চ সম্মান
১৭. বাংলাদেশে মোট ক্যান্টনমেন্ট আছে - ১৬ টি
১৮. সেনাবাহিনীর প্রধানের পদবী-জেনারেল
১৯. সেনাবাহিনীর প্রধান - জেনারেল ইকবাল করিম
২০. বিমান বাহিনী প্রধান - এস, এম, জিয়াউর রহমান
২১. নৌবাহিনীর প্রধান - ভাইস এডমিরাল জাহীর উদ্দিন অহমেদ।
২২. স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর সম্মিলিত দলকে বলে - টাস্কফোর্স।
২৩. বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রতীক হচ্ছে- রণতরী।

tanbircox.blogspot.com

২৪. বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রতীক - জাঙ্গী বিমান।

২৫. সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জাম বিভাগকে বলা হয় - অর্ডন্যান্স বিভাগ।

২৬. বাংলাদেশ সমরিক জাদুঘর অবস্থিত - ঢাকা সেনানিবাস।

২৭. বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পূর্ব নাম হচ্ছে - ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট।

# পুলিশ বাহিনী

১. পুলিশ শব্দটি এসেছে-পুর্তুগীজ ভাষা থেকে।

২. POLICE শব্দটির পূর্ণরুপ-Polite Obedient, Loysl, Intelligent, Courageous

৩. বাংলাদেশ পুলিশের মূলনিতি-শান্ত-শৃক্সখলা-নিরাপত্তা-প্রগতি।

৪. বাংলাদেশ পুলিশের মনোগ্রাম বা প্রতীক-দুই পার্শ্বে ধানের শীষ বেষ্টিত, উপরে শাপলা এবং নৌকা।

৫. বাংলাদেশের পুলিশ প্রধানের নাম-নূর মোহাম্মদ

৬. বাংলাদেশের পুলিশ প্রধানের পদবী -Inspector General of Police = IGP

৭. পুলিশ কোন মন্ত্রণালয়ের অধীন ? -স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৮. পুলিশ সদর দপ্তর অবস্থিত-ঢাকায়

৯. ভারতীয় উপমহাদেশে কখন এবং কার সসয়ে পুলিশ সার্ভিস চালু হয় - ১৮৬১ সালে লর্ড ক্যানিং এর সময়

১০. বাংলাদেশের একমাত্র পুলিশ একাডেমি-রাজশাহীর চারঘাট থানার সারদায় অবস্থিত। এটি লর্ড হার্ডিঞ্জ এর সময় ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

# স্থাপত্য শিল্প

১. মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ- মেহেরপুরে: তানভীর কবির

২. শহীদ বুদ্ধিজীবি স্মৃতিসৌধ- মিরপুর ঢাকা: মোস্তফা হারুন কুদ্দুস হিলি

৩. দোয়েল চত্বর- তিন নেতার মাজার এলাকা, ঢাঃ বিঃ আজিজুল জলিল পাশা

৪. কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার- ঢাকা মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন; হামিদুর রহমান

৫. তিন নেতার মাজার- বাংলা একাডেমীর বিপরীতে; মাসুদ আহমেদ

৬.স্বোপার্জিত স্বাধীনতা- টি,এস,সি, সড়কদ্বীপ; শামীম শিকদার

৭. টি এস সি- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; কনসট্যানটাইন ডক্সাইড

৮. জাতীয় যাদুঘর- শাহবাগ; মোস্তফা কামাল পাশা

৯. রাজু স্মৃতি ভাস্কর্য- টি,এস,সি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; শ্যামল চৌধুরী

১০. জাতীয় সংসদ ভবন- শেরে বাংলা নগর; লুই আই কান

১১. শাহ্ জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর- কুর্মিটোলা, ঢাকা: লারোস

১২. কমলাপুর রেলস্টেশন- কমলাপুর; বব বুই

tanbircox.blogspot.com

১৩. চারুকলা ইনস্টিটিউড- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; মাজাহারুল ইসলাম

১৪. প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়- ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়; খায়রুল ইসলাম

১৫. মিশুক- শাহবাগ;হামিদুজ্জামান

১৬. বায়তুল মোকাররম- গুলিস্থান, ঢাকা, আবুল হোসেন মোহাম্মাদ থারিয়ানি।

১৭. বলাকা- মতিঝিল, ঢাকা, মৃণাল হক

১৮. শিশু পার্ক- শাহবাগ; সামছুল ওয়ারেস

১৯. রাজারবাগ স্মৃতিসৌধ- রাজারবাগ, ঢাকা: মোস্তফা হারুন কুদ্দুস হিলি

২০. দুরŠ—- শিশু একাডেমী; সুলতানুল ইসলাম

২১. সার্ক ফোয়ারা- সোনার গাঁও হোটেল, কাওরান বাজার, ঢাকা; নিতুন কুন্ডু

২২.বিজয় ফোয়ারা- তেজগাঁও, ঢাকা; আব্দুর রাজ্জাক

২৩. বোটিনিক্যাল গার্ডেন- মিরপুর' শামসুল ওয়ারেস

২৪. ওসমানী মেমোরিয়াল হল- আব্দুল গণি রোড' শাহ্ আলম জহির"দ্দিন

২৫. মা ও শিশু- মুজিব হল, ঢাঃ বিঃ, নভেরা আহমেদ

২৬. অমর একুশে/ভাষা অমরতা- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়; জাহানারা পারভীন

২৭. মুক্ত বাংলা- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়; রশিদ আহমেদ

২৮- সংগ্রাম- সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ; জয়নুল আবেদীন

২৯. স্বাধীনতার সংগ্রাম- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শামীম শিকদার

৩০. জাগ্রত চৌরঙ্গী- জয়দেবপুর চৌরাস্তা: আব্দুর রাজ্জাক

৩১. সাবাশ বাংলাদেশ- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; নিতুন কুন্ডু

৩২. সপ্তশপ্তক- জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়; হামিদুজ্জামান খান

৩৩. শাপলা- মতিঝিল; আজিজুল হক পাশা

৩৪. স্মৃতি অম্লান- রাজশাহীর বীরশ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীর সড়কে, রাজিউদ্দীন আহমেদ

৩৫. ভাসানী নভোথিয়েটার- বিজয়স্মরনী, ঢাকা।

৩৬. চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র- শেরে বাংলা নগর ঢাকা; বেইজিং ইনস্টিউডের অব আর্কিটেকচারাল ডিজাইন অ্যান্ড রিসার্চ অব চায়না।

৩৭. স্বাধীনতা স্তম্ভ- সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা; মেরিনা কাবাস্সুম ও কাশেম মাহুবুব চৌধুরী

৩৮. স্মৃতির মিনার- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, হামিদুজ্জামান খান

৩৯. স্মৃতি সৌধ অনিবার্ণ- কুমিলা সেনানিবাস

৪০. রুই-কাতলা- ফার্মগেট. হামিদুজ্জামান

৪১. রাজসিক বিহার- হোটেল শেরাটন; মৃণাল হক

৪২. অর্ঘ্য- সাইন্সল্যান্ড; মৃণাল হক

৪৩. রত্নদ্বীপ- প্রধানমন্ত্রীর/উপদেষ্টার কার্যালয়ের সামনে: মৃণাল হক

৪৪. প্রত্যাশা- ফুলবাড়িয়া, গুলিস্থান; মৃণাল হক

৪৫. অপরাজেয়- ঢাবির কলাভবন; সৈয়দ আব্দুলাহ খালেদ

৪৬. যুদ্ধভাসান- কুমিল্লা; এজাজ এ কবির

৪৭. মোদের গরব- বাংলা একাডেমী; অখিল পাল

৪৮. শান্তির পাখি- টি,এস,সি; হামিদুজ্জামান

tanbircox.blogspot.com

# বাংলাদেশের অর্থনীতি

☆ বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাত কোনটি?

⇒ কৃষি।

☆ বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের সিংহ ভাগ আসে কোন খাত থেকে?

⇒ কৃষিখাত।

☆ ব্যক্তিশ্রেণীর্ভুক্ত করদাতাদের ক্ষেত্রে করমুক্তআয়ের সীমা কত?

⇒ ২লক্ষটাকা

☆ VAT কোন ধরনের কর?

⇒ পরোক্ষকর।

☆ VAT কি?

⇒ Value Added tax বা মূল্য সংযোজন কর।

☆ VAT কত সালে চালুহয়?

⇒ ১জুলাই, ১৯৯১ সালে।

☆ বাংলাদেশের কোন ধরনের অর্থনীতি প্রচলিত আছে?

⇒ মুক্তবাজার অর্থনীতি।

☆ বাংলাদেশের মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু হয় কত সালে?

⇒ ১৯৯১ সালে।

☆ বিশ্বব্যাংকের ঢাকাস্থ কার্যালয়ের বর্তমান নাম কি?

⇒ "ওয়াল্ড ব্যাংক বাংলাদেশ ফিল্ডঅফিস"।

☆ বাংলাদেশেকে কত সালের মধ্যে দারিদ্র মুক্ত ঘোষণা করা হবে?

⇒ ২০২০ সালের মধ্যে।

☆ বাংলাদেশের অর্থনীতি কোন ধরনের?

⇒ মিশ্র অর্থনীতি।

☆ G.D.P কি?

⇒ Gross Domestic Product বা মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন।

☆ G.N.P কি?

⇒ Gross National Product বা মোট জাতীয় উৎপাদন।

☆ মাথাপিছু আয় বলতে কি বুঝ?

⇒ কোন দেশের এক বছরের মোট জাতীয় আয়কে ঐ দেশের জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যে ভাগফল পাওয়া যায় তাকে ই মাথাপিছু আয় বলে।

☆ সার্কভুক্ত কোনদেশের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক নেই?

⇒ মালদ্বীপ।

☆ বাংলাদেশে সর্বশেষ অর্থনৈতিক আদমশুমারী অনুষ্ঠিত হয় কবে?

⇒ ২০০১সালে (২৭-৩১মে)

tanbircox.blogspot.com

☆ ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

⇒ ১ অক্টোবর, ১৯৭৬সালে।

☆ বাংলাদেশে প্রথম নোট চালু হয় কত সালে?

⇒ ১৮৫৭ সালে।

☆ বাংলাদেশের প্রথম কত মূল্যমানের নোট বাজারে ছাড়া হয়?

⇒ ১ ও ১০০ টাকা।

☆ একটা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাপকাটি কি?

⇒ প্রকৃত মাথাপিছু আয়।

☆ বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রধানতঃ কিসের উপর নির্ভরশীল?

⇒ বৈদেশিক সাহায্যের উপর।

☆ বাংলাদেশের রাজস্বের প্রধান উৎস কোনটি?

⇒ কর।

☆ প্রত্যক্ষ শুল্কের আওতায় পড়ে কোন কর?

⇒ আয়কর।

☆ মুদ্রাস্ফীতির কারণ কি?

⇒ মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি এবং উপাদান উৎপাদন হ্রাস।

☆ টাকার অবমূল্যায়নের কারণ কি?

⇒ মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি এবং উৎপাদন হ্রাস।

☆ টাকার অবমূল্যায়নের কারণ কি?

⇒ আমদানি রপ্তানি লেনদেনের ভারসাম্য রক্ষাকরা।

☆ বাংলাদেশে টাকা ছাপানোর জন্য বিশেষ ধরনের কাগজ আমদানী করে কোন দেশ থেকে?

⇒ সুইজারল্যান্ড।

☆ ৫০০ টাকার নোট ছাপানো হয় কোথা থেকে?

⇒ জার্মানী।

☆ ১ টাকা ও ৫ টাকার ধাতব মুদ্রা তৈরি করা হয় কোথা থেকে?

⇒ কানাডা।

☆ বাংলাদেশ কর্তৃক নতুন ১ টাকার ধাতব মুদ্রা চালু হয় কবে?

⇒ ৯ মে ১৯৯৩ সালে।

☆ বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ৫ টাকার ধাতব মুদ্রা বাজারে ছাড়া হয় কবে?

⇒ ১ অক্টোবর, ১৯৯৫সালে।

☆ দুই টাকা মানের নতুন ধাতব মুদ্রা বাজারে ছাড়া হয় কবে?

⇒ ২৬ অক্টোবর, ২০০৪।

☆ বাংলাদেশের ১০ টাকা পলিমার নোট বাজারে ছাড়া হয় কবে?

⇒ ১৪ ডিসেম্বর, ২০০০ সালে।

☆ ১০ টাকার পলিমার নোট কোন দেশ থেকে তৈরি করা হয়?

⇒ অস্ট্রেলিয়া।

tanbircox.blogspot.com

☆ ১০ টাকার  নোট কোন মসজিদের ছবি আছে?

⇒ টাঙ্গাইলের আতিয়া জামে মসজিদ।

☆ বাংলাদেশের একমাত্র টাকা ছাপানোর প্রেসটির নাম কি?

⇒ সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস।

☆ একমাত্র নোট ছাপানোর সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস কোথায় অবস্থিত?

⇒ গাজীপুর।

☆ সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস চালু হয় কবে?

⇒ ১৯৮৯ সালে।

☆ সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস থেকে মুদ্রিত প্রথম নোট কোনটি?

⇒ ১০ টাকার নোট।

☆ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে কে?

⇒ পরিকল্পনা কমিশন।

☆ পরিকল্পনা কমিশনের চেয়াম্যান নিয়োগ করেন কে?

⇒ প্রধানমন্ত্রী।

☆ উন্নয়নে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রবর্তকদ কে?

⇒ স্ট্যালিন (রাশিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট)।

☆ বাংলাদেশ এপর্যনত কতটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে?

⇒ ৫টি।

☆ দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ কত ছিল?

⇒ ১৯৭৮ - ১৯৮০ সাল।

☆ পঞ্চদশবার্ষিকী পরিকল্পনা কতটি?

⇒ ১টি।

☆ পঞ্চদশবার্ষিকী পরিকল্পনা কেন নেয়া হয়?

⇒ দারিদ্র বিমোচনের জন্য।

☆ বাংলাদেশে সরাসরি বিনিয়োগকারী সর্ববৃহৎ দেশ কোনটি?

⇒ যুক্তরাষ্ট্র।

☆ প্রাইভেটাইজেনশন বোর্ড কখন গঠিত হয়?

⇒ ১৯৯৩ সালে।

☆ বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সর্ববৃহৎ বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কোনটি?

⇒ ইয়ংওয়ান (দক্ষিনকোরিয়া)।

☆ ইয়ংওয়ান কোম্পানি বাংলাদেশে কোন খাতে বিনিয়োগ করছে?

⇒ কঊচত-এ।

☆ বর্তমানে বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য প্রদান করে কোন দেশ?

⇒ জাপান।

☆ ৫০ টাকার নোটে কোন মসজিদের ছবি আছে?

⇒ রাজশাহীর বাঘা মসজিদ।

tanbircox.blogspot.com

☆ ঢাকা স্টকএক্সচেঞ্জ অনলাইন ট্রেডিং সিস্টেম চালু হয় কবে?

⇒ ১০ আগস্ট, ১৯৯৯ সাল।

☆ ঢাকা স্টকএক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়কবে?

⇒ ১৯৫৪সাল।

☆ চট্টগ্রাম স্টকএকচেঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয় কবে?

⇒ ১৯৯৫ সালে।

☆ বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি ঋণ প্রদান করে কোন গোষ্টি বা সংস্থা?

⇒ ও.উ.অ (আই.ডি.এ)।

☆ বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের তৃতীয় সর্বোচ্চ ভাগ আসে কোন খাত থেকে?

⇒ চামড়া।

☆ বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে কোন দেশ থেকে?

⇒ যুক্তরাষ্ট্র।

☆ বর্তমানে বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি ঋণপ্ রদান করে কোন দেশ?

⇒ জাপান।

☆ বাংলাদেশ টাকার অংকে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করে কোন দেশে?

⇒ চীন।

☆ বাংলাদেশে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোন দেশ ছাড়া সব দেশেই পণ্যরপ্তানি করে?

⇒ লুক্সেমার্গ।

☆ বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম বা এইড ক্লাবের সদস্য সংখ্যা কত?

⇒ ২৬টি (১৬টি দেশ ওn১০ টি সংস্থা)।

tanbircox.blogspot.com

# বাংলাদশেরে ব্যাংক ব্যবস্থা

বাংলাদেশব্যাংক:

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম বাংলাদেশ ব্যাংক। ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ সালে ১২৭ নং আদেশবলে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ব্যাংক সাবেক 'স্টেট ব্যাংক অব পাকি¯—ান' এর সব দায়িত্ব নিয়ে পূর্ণ কার্যক্রম শুর" করেছিল ১৯৭১ সালে। প্রধান কার্যালয় ছাড়া ও বর্তমানে ৯ টি শাখা আছে। সর্বশেষ শাখা রংপুর। শাখা গুলো হলো ১. সিলেট ২. বরিশাল৩. রংপুর৪. চট্টগ্রাম৫. বগুড়া৬. রাজশাহী৭. খুলনা৮. সদরঘাট,ঢাকা৯. মতিঝিল, ঢাকা।

বাংলাদশে ব্যাংকের গর্ভণরগণ

১. আ,ন,ম, হামিদুল াহ
২. এ,কে, এম আহমেদ
৩. এমনুর"ল ইসলাম
৪. শেগুফতাবখ্ত চৌধুরী
৫. খোরশেদ আলম
৬. লুৎফর রহমান
৭. ডঃ ফরাসউদ্দীন
৮. ডঃ ফখর"দ্দিন আহম্মেদ
৯. ডঃ সালেহ উদ্দিন আহমেদ
১০. ডঃ আতিউর রহমান (বর্তমানে)

গর্ভনরের মেয়াদকাল ঃ৪বছর

বাংলাদেশ ব্যাংকের স্থপতি ঃশফিউলকাদের

tanbircox.blogspot.com

# ব্যাংক বিষয়ক তথ্য কণকিা

১। ১ টাকা ও ২ টাকার নোট বাদে বাকী সব টাকার নোটগুলি বাংলাদেশ ব্যাংকের। ১ ও ২ টাকার নোট অর্থ মন্ত্রাণালয়ের আওতায়।

২। বাংলাদেশ বেসরকারী ব্যাংক ৩১টি।
৩।বাংলাদেশে বিদেশী বেসরকারী ব্যাংক ৯ টি।
৪।বাংলাদেশে বিশেষায়িত ব্যাংক ৫ টি-

- ☆ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (১৯৭৫)
- ☆ বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক (১৯৭২)
- ☆ বাংলাদেশ শিল্প ঋণ ব্যাংক (১৯৭২)
- ☆ রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক
- ☆ বেসিক ব্যাংক লিমিটেড

৫। বাংলাদেশ রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক ৪ টি- সোনালী, রূপালী, জনতা, অগ্রণী। বর্তমানে এ সকল ব্যাংকগুলি প্রাইভেট ব্যাংক লিমিটেড কোম্পানী রররূপাŠ—রের প্রক্রিয়া চলছে।

৬।Chittagong Stock Exchange প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৫সালে।

৭।বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যতিত ব্যাংকের মত আর্থিক প্রতিষ্ঠান ৩৬টি।

৮।কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠাহয় ১৯৯৮ সালে।

৯।ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠাহয় ১৯৮৩ সালে।

১০। ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রামের জোবরা নামক গ্রামে প্রাথমিক ভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে। ১৯৮৩ সালে আত্মপ্রকাশকরে ডঃমুহম্মদ ইউনুসের গ্রামীণ ব্যাংক।

১১। Investment Corproation of Bangladesh (ICB) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৬ সালে।

১২। গ্রামীণ ব্যাংকের মডেল অনুসরণ করা হয় বিশ্বের ১১৯ টিদেশে।

১৩। Redy Cash চালু করে জনতা ব্যাংক।

১৪। বাংলাদেশ ব্যাংকের ১ মমহিলা মহাব্যবস্থাপক নাজনীন সুলতানা।

১৫। বাংলাদেশ ব্যাংকের সুদের হার ৫%।

১৬। বাংলাদেশ ১ম ১ ও ১০০ টাকার নোট বাজারে ছাড়া হয়।

১৭। বাংলাদেশে ১ম নোট চালু হয় ৪ মার্চ, ১৯৭২ সালে।

১৮। বাংলাদেশে টাকা ছাপানোর প্রেসটির নাম Security Printing Press (১৮৮৯)।

১৯। বাংলাদেশ টাকা ছাপানোর কাগজ আমদানী করে সুইজারল্যান্ড হতে।

২০। বাংলাদেশের ৫০০ টাকার নোট জার্মানী হতে ছাঁপা হয়।

২১। ১ টাকার ধাতব মুদ্রা চালু হয় ১৯৯৩ সালে।

২২। ৫ টাকার ধাতব মুদ্রা চালু হয় ১৯৯৫ সালে।

২৩। ১ ও ৫ টাকার ধাতব মুদ্রা তৈরী করা হয় কানাডা হতে।

২৪। ২ টাকার ধাতব মুদ্রা চালু হয় ২০০৪ সালে।

২৫। ১০ টাকার পলিমার নোট হয় ২০০০ সালে। এটি তৈরী করতো অষ্ট্রেলিয়া। এতে টাঙ্গাইলের আতিয়া জামে মসজিদের ছবি আছে।

২৬। Dhaka Stock Exchange প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৪ সালে।

tanbircox.blogspot.com

# উপজাতি

☆ বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার কত ভাগ উপজাতি?

⇒ ১.০৮ ভাগ (প্রায়)।

☆ বর্তমানে বাংলাদেশে বসবাসকারী উপজাতির সংখ্যা কত?

⇒ ১৪ লাখ (প্রায়)।

☆ বাংলাদেশে মোট কতটি উপজাতি রয়েছে?

⇒ ৩১ টি।

☆ বাংলাদেশের কোন উপজাতির লোক সবচেয়ে বেশি বাস করে?

⇒ চাকমা।

☆ চাকমারা কোন ধর্মালম্বী?

⇒ বৌদ্ধ।

☆ চাকমারা কোথায় বাস করে?

⇒ চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবন জেলায়।

☆ বাংলাদেশে দ্বিতীয় বৃহত্তর উপজাতি কোনটি?

⇒ সাঁওতাল।

☆ বাংলাদেশে কোন উপজাতির সংখ্যা কম?

⇒ খুমী ও চক উপজাতি।

☆ বাংলাদেশে পিতৃপ্রধান উপজাতি কারা?

⇒ মারমা ও হাজং।

☆ বাংলাদেশে মাতৃতান্ত্রিক প্রধান উপজাতি কারা?

⇒ গারো, (খাসিয়া ও সাঁওতাল)।

☆ বাংলাদেশে বসবাস নেই কোন উপজাতির?

⇒ মওরী, মুর, পিগমী, নিগ্রো, কুলু, কুর্দী, আফ্রিদি, টোডা, শেরপা, ককেশীয় প্রভৃতি।

☆ কোন উপজাতিরা মুসলমান?

⇒ পাঙন উপজাতিরা।

☆ 'রাখইন উপজাতিরা কোথা থেকে এদেশে এসেছে?

⇒ মায়ানমারের আরকান থেকে।

☆ 'রাখাইন' উপজাতিরা কোন এলাকায় বাস করে?

⇒ পটুয়াখালি।

☆ 'রাজবংশী' উপজাতিরা কোথায় বাস করে?

⇒ রংপুর।

☆ উপজাতিরা সবচেয়ে বেশী বসবাস করে কোন জেলায়?

⇒ রাঙামাটি,বান্দরবন, এবং খাগড়াছড়ি।

☆ মুরংদের উৎসবের নাম কি?

⇒ মুৎসলোং

☆ 'বৈসাবি কি?

tanbircox.blogspot.com

⇒ পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের ঐতিহ্যবাহী প্রধান সামাজিক উৎসব। পুরাতন বর্ষকে বিদায় ও নতুন বর্ষকে স্বাগত জানানোর মধ্যে দিয়ে এটি পালিত হয়।

☆ বাংলাদেশের উপজাতীয়দের জন্য কয়টি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আছে?

⇒ তিনটি। যথা- ১. উপজাতীয় সাংস্কৃতিক একাডেমী বিরিশিরি (নেত্রকোণা), ২. ট্রাইবাল কালচারাল ইনষ্টিউড (রাঙামাটি), ৩. ট্রাইবাল কালচার একাডেমী (দিনাজপুর)।

☆ বনিকদের বির"দ্ধে কোন চাকমা জুমিয়া নেতা বিদ্রোহের পতা উড়িয়েছিলেন?

⇒ জুম্মা খান।

☆ আদিবাসী ও উপজাতিদের জীবন ধারা নিয়ে কে সর্বাধিক বই লিখেন?

⇒ আব্দুস সাত্তার (অরণ্য জনপদে, অরণ্য সংস্কৃতি)।

☆ মারমা উপজাতিরা কোথায় বাস করে?

⇒ কক্সবাজার।

☆ চাকমাদের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানকে কি বলা হয়?

⇒ বিঝু।

# উপজাতি সম্প্রদায়রে বসবাস

| উপজাতি সম্প্রদায় | অবস্থানউপজাতি সম্প্রদায় | অবস্থান |
|---|---|---|
| গারো | ময়মনসিংহ | |
| চাকমা | রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি | |
| হাজং | ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা | |
| সাঁওতাল | রাজশাহী ও দিনাজপুর | |
| হুদি | নেত্রকোণা | |
| রাজবংশী | রংপুর | |
| ওরাও | বগুড়া, রংপুর | |
| মুরং | বান্দরবনের গভীর অরণ্যে | |
| বনজোগ | বান্দরবনের গভীর অরণ্যে | |
| রাখাইন | পটুয়াখালী | |
| মারমা | কক্সবাজার, | |
| বান্দবান ও পটুয়াখালী | | |
| খাসিয়া | সিলেট | |
| পাংখো | বান্দরবন | |
| খুমি | বান্দরবান | |
| মনিপুরী | সিলেট | |

tanbircox.blogspot.com

টিপরা  খাগড়াছড়ি,পার্বত্য চট্টগ্রাম

লুসাই  পার্বত্য চট্টগ্রাম

তনচংগা  রাঙ্গামাটি

র"কিসাজেক ভেলী (রাঙ্গামাটি)

# খনিজ সম্পদ

☆ বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ কি?

⇒ প্রাকৃতিক গ্যাস।

☆ প্রাকৃতিক গ্যাস কি?

⇒ প্রাকৃত গ্যাস হচ্ছে প্রকৃতিতে তৈরী হাইড্রোকার্বন।

☆ সিলেটের হরিপুরে তথা বাংলাদেশের প্রথম কবে গ্যাস আবি®কৃত হয়েছে?

⇒ ১৯৫৫ সালে।

☆ কোন সালে থেকে বাংলাদেশ ভূ-খÊে তেল গ্যাস অনুসন্ধান শুর" হয়?

⇒ ১৯১০ সালে।

☆ কোন সাল থেকে কোথায় বাংলাদেশে প্রথম গ্যাস উত্তোলন শুর" হয়?

⇒ ১৯৫৭ সালে (সিলেটের হরিপুরে)।

☆ পি. এস. সি পূর্ণরূপ কি?

⇒ (Production Sharing Contract) প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধানের চূড়ান্ত উৎপাদন বন্টন চুক্তি।

☆ বাংলাদেশের একমাত্র তেল শোধনাগার কোথায় অবস্থিত?

⇒ 'ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড' চট্টগ্রামের পতেঙ্গায়।

☆ খনিজ তেল কি?

⇒ জটিল হাইড্রোকার্বনসমূহের মিশ্রণ।

☆ বাংলাদেশের  কোথায় খনিজ তেল পাওয়া যায়?

⇒ সিলেট জেলার হরিপুরে।

☆ বাংলাদেশে কোথায় ইউরেনিয়াম আকরিকের সন্ধান পাওয়া যায়?

⇒ মৌলভীবাজার কুলাউড়ায়।

☆ দেশের প্রথম কয়লা খনি কোনটি?

⇒ বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি, দিনাজপুর।

☆ তিতাস গ্যাস ক্ষেত্র কোথায় অবস্থিত?

⇒ ব্রাহ্মনবাড়িয়া।

☆ ঢাকায় সরবরাহকৃত গ্যাস কোন গ্যাস ক্ষেত্র থেকে আসে?

⇒ তিতাস গ্যাস ক্ষেত্র।

☆ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় গ্যাস ক্ষেত্র কোনটি?

⇒ বিবিয়ানা।

☆ মাগুরছড়া গ্যাসক্ষেত্র কোন থানায় অবস্থিত?

tahbirbox.blogspot.com

⇒ মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ থানায়।

☆ বাংলাদেশের প্রথম সামুদ্রিক গ্যাস ক্ষেত্রের নাম কি?

⇒ সাঙ্গু।

☆ সাঙ্গু গ্যাস ক্ষেত্র গ্যাস উত্তোলন করে কোন কোম্পানী?

⇒ কোয়ার্ন এনার্জি।

☆ গ্যাস ক্ষেত্রে অনুসন্ধান ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সারাদেশকে কতটি বকে বিভক্ত করা হয়েছে?

⇒ ৪৭ টি বকে।

☆ জামালগঞ্জ কয়লা ক্ষেত্রটি কোন সালে আবি®কৃত হয়?

⇒ ১৯৬২ সালে।

☆ সেমুতাং গ্যাসক্ষেত্র কোথায় অবস্থিত?

⇒ খাগড়াছড়িতে।

☆ বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ কি?

⇒ প্রাকৃতিক গ্যাস।

☆ বখরাবাদ গ্যাস ক্ষেত্রটি কোথায় অবস্থিত?

⇒ কুমিলা।

☆ বাংলাদেশের কোথায় কোথায় পিটের (কয়লা) সন্ধান পাওয়া গিয়েছে?

⇒ ফরিদপুরের বাঘিয়াচান্দা বিলে, খুলনার কোলা বিলে।

☆ সর্বপ্রথম কয়লা কোথায় আবিষ্কার হয়?

⇒ জামালগঞ্জে।

☆ সাঙ্গু কত নং বকে পড়েছে?

⇒ ১৬নং।

☆ বাংলাদেশের বিভিন্ন খনির কাজ করে কোন সংস্থা?

⇒ BAPEX (ev‡c·) Bangladesh Production Compaû.

☆ ইঅচঊঢ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

⇒ ১৯৮৯ সালে।

☆ বাংলাদেশে খনিজ তেল আবি®কৃত হয় কত সালে?

⇒ ২২ ডিসেম্বর ১৯৮৬ সালে (হরিপুরে)।

☆ দেশে প্রথম বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তেল উৎপাদন শুর“ হয় কবে?

⇒ ১৯৮৭ সালে।

☆ তেল উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায় কবে?

⇒ ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ সালে।

☆ বাংলাদেশ প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান কি?

⇒ মিথেন।

☆ বাংলাদেশের কোথায় কোথায় তেজক্রিয় খনিজ পদার্থ পাওয়া গেছে?

⇒ কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকত ও সেন্টমার্টিন দ্বীপে।

☆ দেশে পাওয়া তেজস্ক্রিয় খনিজ পদার্থগুলো কি কি?

⇒ জিরকন, মোনাজাইট, রিওটাইল, ইলমেনাইট, লিউকক্সিন, কায়নাইট, গারনেট, ম্যাগনেটাইট ইত্যাদি।

tanbircox.blogspot.com

☆ গ্যাস সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় কোন ক্ষেত্রে?

⇒ বিদ্যুৎ উৎপাদনে।

☆ বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলে কয়টি গ্যাস ক্ষেত্র রয়েছে?

⇒২টি (সাঙ্গু ও কুতুবদিয়া)।

☆ বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ কয়লাখনি কোথায়?

⇒ দিনাজপুর জেলায় দীঘিপাড়ায়।

☆ বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি আবিস্কার হয় কখন?

⇒ ১৯৮৫ সালে।

☆ বাংলাদেশে চীনা মাটি পাওয়া যায় কোথায়?

⇒ নেত্রকোনার বিজয়পুর, নওগাঁর পতœীতলা, চট্টগ্রামের পটিয়ায়।

☆ বাংলাদেশের চুনাপাথর পাওয়া যায় কোথায়?

⇒ সিলেটের টেকের হাট, ভাঙ্গারহাট, জাফলং,লালঘাট, ও বাগলিবাজার, জয়পুরহাট, কক্সবাজারের সেন্টমার্টিনে।

☆ বাংলাদেশের কয়লা পাওয়া যায় কোথায়?

⇒ দিনাজপুরের বড় পুকুরিয়া, দীঘিপাড়ায় ফুলবাড়ি, জয়পুরহাটের জামালগঞ্জ, নবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ, সিলেটের লালঘাট, ও টেকের হাট,ফরিদপুরের চান্দা ও রাখিয়া বিল, খুলনার কোলা বিল।

☆ বাংলাদেশের কোথায় তেজস্ক্রিয় বালি আছে?

⇒ কক্সবাজার সৈকতে।

☆ বাংলাদেশের প্রাপ্ত সবচেয়ে উন্নত মানের কয়লার নাম কি?

⇒ বিটুমিনাস কয়লা।

☆ বাংলাদেশের কোথায় উন্নত মানের কয়লা পাওয়া গেছে?

⇒ জয়পুরহাটের জামালগঞ্জে।

☆ ইষধপশ এড়ষফ বা 'কালো সোনা' কি?

⇒ কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে ও সেন্টমার্টিনে পাওয়া তেজস্ক্রিয় খনিজ পদার্থগুলোকে ইষধপশ এড়ষফ বা কালো সোনা বলা হয়।

tanbircox.blogspot.com

# বাংলাদেশের কৃষিজ সম্পদ

☆ বাংলাদেশর কোন জেলায় সবচেয়ে বেশি ধান উৎপাদন হয়?

⇒ ময়মনসিংহ জেলায়।

☆ ধান উৎপাদনে পৃথিবীতে শীর্ষ দেশ কোনটি?

⇒ চীন।

☆ ধান উৎপাদনে পৃথিবীতে বাংলাদেশের স্থান কত?

⇒ চতুর্থ।

☆ ইঅজও এর কাজ কি?

⇒ কৃষি উন্নয়ন।

☆ ইঅজও কোথায় অবস্থিত?

⇒ জয়দেবপুরে।

☆ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউড কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

⇒ ১৯৭৬ সালে।

☆ বাংলাদেশের পাট গবেষণা বোর্ড কোথায় অবস্থিত?

⇒ মানিকগঞ্জ।

☆ বাংলাদেশের কোন জেলায় পাট বেশি জন্মে?

⇒ রংপুরে।

☆ পাট উৎপাদনে বিশ্বে প্রথম দেশ কোনটি?

⇒ ভারত।

☆ পাট উৎপাদনে দ্বিতীয় দেশ কোনটি?

⇒ বাংলাদেশ।

☆ বাংলাদেশর দ্বিতীয় অর্থকারী ফসল কোনটি?

⇒ চা।

☆ বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রথম চা চাষ শুর“ হয় কবে?

⇒ ১৮৫৪ সালে।

☆ বাংলাদেশে প্রথম চা বাগান কোনটি?

⇒ সিলেটের মালনিছড়া।

☆ বাংলাদেশের সর্বশেষ চা বাগান কোনটি

⇒ পঞ্চগড়ে।

☆ স¤প্রতি উৎপাদিত দেশের অর্গানিক চা এর নাম কি?

⇒ মীনা চা।

☆ চাউল রপ্তানীতে শীর্ষ দেশ কোনটি?

⇒ থাইল্যান্ড।

☆ ইরাটম কি?

⇒ বাংলাদেশের একটি উন্নত মানের ধান।

☆ বাংলাদেশের ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের নাম কি??

⇒ (বিরি) (ইওজও)

☆ ধান গবেষণা ইনস্টিউড অবস্থিত?

⇒ জয়দেবপুরে।

☆ বাংলাদেশ ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠিত হয় কবে?

⇒ ১৯৭০ সালে।

☆ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিউটের নাম কি?

⇒ ইওজও

☆ International Jute Studz Group কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

⇒ ২৭ এপ্রিল ২০০২ সালে।

☆ বাংলাদেশের কোন জেলায় বেশি গম উৎপাদিত হয়?

tanbircox.blogspot.com

⇒ রংপুরে।

☆ পাট রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?

⇒ বাংলাদেশ।

☆ চা রপ্তানীতে শীর্ষ দেশ কোনটি?

⇒ শ্রীলংকা।

☆ রেশম বেশি উৎপন্ন হয় কোথায়?

⇒ নবাবগঞ্জ (রাজশাহী)।

☆ বাংলাদেশ রেশম বোর্ড কোথায় অবস্থিত?

⇒ রাজশাহীতে।

☆ কোন জেলায় তামাক জন্মে বেশি?

⇒ রংপুরে।

☆ তুলা জন্মে কোন জেলায় বেশি?

⇒ যশোরে।

☆ সফল ও অগ্রণী কি?

⇒ উন্নত জাতের সরিষা।

☆ রাবার চাষের জন্য বিখ্যাত স্থান কোনটি?

⇒ কক্সবাজার রামু।

☆ বাংলাদেশের কোন জেলায় অর্গানিক চা উৎপাদন শুর“ হয়?

⇒ পঞ্চগড়ে।

☆ কোন জেলায় সবচেয়ে বেশি চা জন্মে?

⇒ মৌলভীবাজার জেলায়।

☆ বাংলাদেশের চা গবেষণা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?

⇒ মৌলভী বাজার জেলায় শ্রীমঙ্গলে।

☆ চা উৎপাদনে প্রথম দেশ কোনটি?

⇒ ভারত।

☆ বাংলাদেশের চা বাগান কয়টি?

⇒ ১৬৩ টি। যথা মৌলভীবাজার জেলা- ৯১ টি, হবিগঞ্জ-২৩টি,চট্টগ্রাম- ২২টি, সিলেট- ২০ টি, রাঙ্গামাটি ১টি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১টি, পঞ্চগড়-৫ টি। [বিঃদ্রঃ পঞ্চগড় জেলায় ২০০০ সালে ১টি, ২০০৫ সালে ৩টি ও ২০০৬ সালে ১টি চায়ের বাগানে চারা লাগানো হয়েছে এগুলো সহ ১৬৩ টি)।

tanbircox.blogspot.com

# প্রাণিজ এবং মৎস্য সম্পদ

☆ বাংলাদেশের মৎস্য আইনে কত সেঃ মিঃ- এর কম দৈর্ঘ্যরে র‘‘ই জাতীয় মাছের পোনা মারা নিষেধ?

⇒ ২৩ সেঃমি।

☆ বাংলাদেশে মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউড কতটি?

⇒ ৩টি। যথা- ক. স্বাদু পানির মাছ গবেষণা ইনস্টিটিউট (ময়মসসিংহ) খ. সামুদ্রিক পানির মাছ গবেষণা ইনস্টিটিউড (কক্সবাজার) গ. ইলিশ ও নদীর মাছ গবেষণা ইনস্টিটিউট (চাঁদপুরে)।

☆ বাংলাদেশের মৎস্য প্রজাতি গবেষণাগার কোথায় অবস্থিত?

⇒ ময়মনসিংহে।

☆ চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র কোথায়?

⇒ খুলনার পাইকগাছায়।

☆ ডযরঃব এড়ষফ কি?

⇒ বাংলাদেশ চিংড়ি সম্পদ।

☆ চিংড়ি চাষের জন্য কোন অঞ্চলকে ‘বাংলাদেশের কুয়েত সিটি’ বলা হয়?

⇒ খুলনা অঞ্চলকে।

☆ সোনাদ্বীপ কেন বিখ্যাত?

⇒ সামুদ্রিক মাছ শিকারের জন্য।

☆ বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে চিংড়ির অবস্থান কত?

⇒ দ্বিতীয়।

☆ ইলিশ মাছ ও নদীর মাছ গবেষণা কেন্দ্র কোথায়?

⇒ চাঁদপুরে।

tanbircox.blogspot.com

# বাংলাদশেরে বনজ সম্পদ

☆ টঘঊঝঈঙ কবে সুন্দরবনকে ‘বিশ্ব ঐতিহ্যের’ অংশ হিসেবে ঘোষণা করে এবং কত তম?

⇒ ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ সালে। ৫২২ তম।

☆ বাংলাদেশে মোট বনভূমির পরিমাণ কত?

⇒ ২৫ লক্ষে হেক্টর বা ২৫ হাজার বর্গ কিঃ মিঃ (প্রায়)।

☆ একক হিসেবে বাংলাদেশের বৃহত্তম বন কোনটি?

⇒ সুন্দরবন।

☆ সুন্দরবনের আয়তন কত?

⇒ ৬,৭৬৭ বর্গ কিঃ মিঃ বা ২৪০০ মাইল।

☆ সুন্দরবনের কত শতাংশ বাংলাদেশ পড়েছে?

⇒ ৬২ শতাংশ।

☆ বাংলাদেশে মাথাপিছু বনভূমির পরিমাণ কত?

⇒ ০.২ হেক্টর।

☆ কোন দেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য সেই দেশের কতভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন?

⇒ শতকরা ২৫ ভাগ।

☆ সরকারি হিসেবে বাংলাদেশের মোট ভূমির কত শতাংশ বনভূমি রয়েছে?

⇒ ১৭.৫০% (প্রায়)।

☆ ঋঅঙ এর মতে, বাংলাদেশের মোট ভূমির কত শতাংশ বনভূমি রয়েছে?

⇒ ১০% (প্রায়)।

☆ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বনভূমি রয়েছে কয়টি জেলায় ও কি কি?

⇒ ৭টি জেলায়। যথা- ১. চট্টগ্রাম, ২. রাঙামাটি, ৩. বান্দরবন, ৪. কক্সবাজার, ৫. খুলনা, ৬. বাগের হাট,৭. সাতক্ষীরা।

☆ মধুপুরের বনাঞ্চল কোথায় অবস্থিত?

উত্তর-গাজীপুর,টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলায়।

☆ ভাওয়ালের বনাঞ্চল কোথায় অবস্থিত?

⇒ গাজীপুর জেলায়।

☆ বাংলাদেশের দীর্ঘতম বৃক্ষে কোনটি?

⇒ বৈলাম বৃক্ষে।

☆ 'উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী' বনাঞ্চল কয়টি জেলায় করা হয়েছে?

⇒ ১০টি।

☆ বিভাগ অনুসারে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বনভূমি রয়েছে কোথায়?

উত্তর-চট্টগ্রামে।

☆ বিভাগ অনুসারে সবচেয়ে কম বনভূমি রয়েছে কোথায়?

উত্তর-রাজশাহী।

☆ পরিবেশ নীতি কত সালে ঘোষণা করা হয়?

⇒ ১৯৯২ সালে।

☆ সুন্দরবন বাংলাদেশের কতটি জেলাকে স্পর্শ করেছে?

⇒ ৫টি জেলা। যথা- খুলনা, বাগেরহাট,সাতক্ষীরা,পটুয়াখালী ও বরগুণা।

☆ বাংলাদেশের পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষার জন্য বনভূমির পরিমাণ ২০% উন্নতি করা হবে কবে?

উত্তর-২০১৫ সালে।

☆ বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার মধ্যে কতটি জেলাতে কোন রাষ্ট্রীয় বনভূমি নেই?

⇒ ২৮ টি জেলায়।

☆ পৃথিবীর বৃহত্তম 'ম্যানগ্রোভ' বন কোনটি?

⇒ বাংলাদেশের সুন্দরবনে।

☆ বাংলাদেশ বন গবেষণা কেন্দ্র কোথায়?

⇒ চট্টগ্রামে।

☆ কোন গাছের ছাল থেকে রং প্রস্তুত করা হয়?

⇒ গরান।

☆ সুন্দরবন ছাড়া বাংলাদেশের অন্য টাইডাল বন কোনটি?

tanbircox.blogspot.com

⇒ সংরক্ষিত চকোরিয়া বনাঞ্চল।

☆ পৃথিবীর বিখ্যাত টাইডাল বনভূমি কোনটি?

⇒ সুন্দরবন।

☆ কোন গাছকে সূর্যের কন্যা বলা হয়?

⇒ তুলা গাছকে।

☆ বাংলাদেশের কোন বনভূমি শালবৃক্ষের জন্য বিখ্যাত?

⇒ ভাওয়াল ও মধুপুরের বনভূমি।

☆ মধুপুর ও ভাওয়াল গড়ের আয়তন কত?

উত্তর-৪,১০৫ বর্গ কিঃ মিঃ।

☆ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকারী বনভূমির পরিমাণ কোন জেলায় বেশি?

⇒ বাগেরহাট।

ধন্যবাদ

মাহবুব অর রশিদ

সব ধরনের ই-বুক ডাউনলোডের জন্য

MyMahbub.Com

সব ধরনের ই-বুক ডাউনলোডের জন্য

MyMahbub.Com